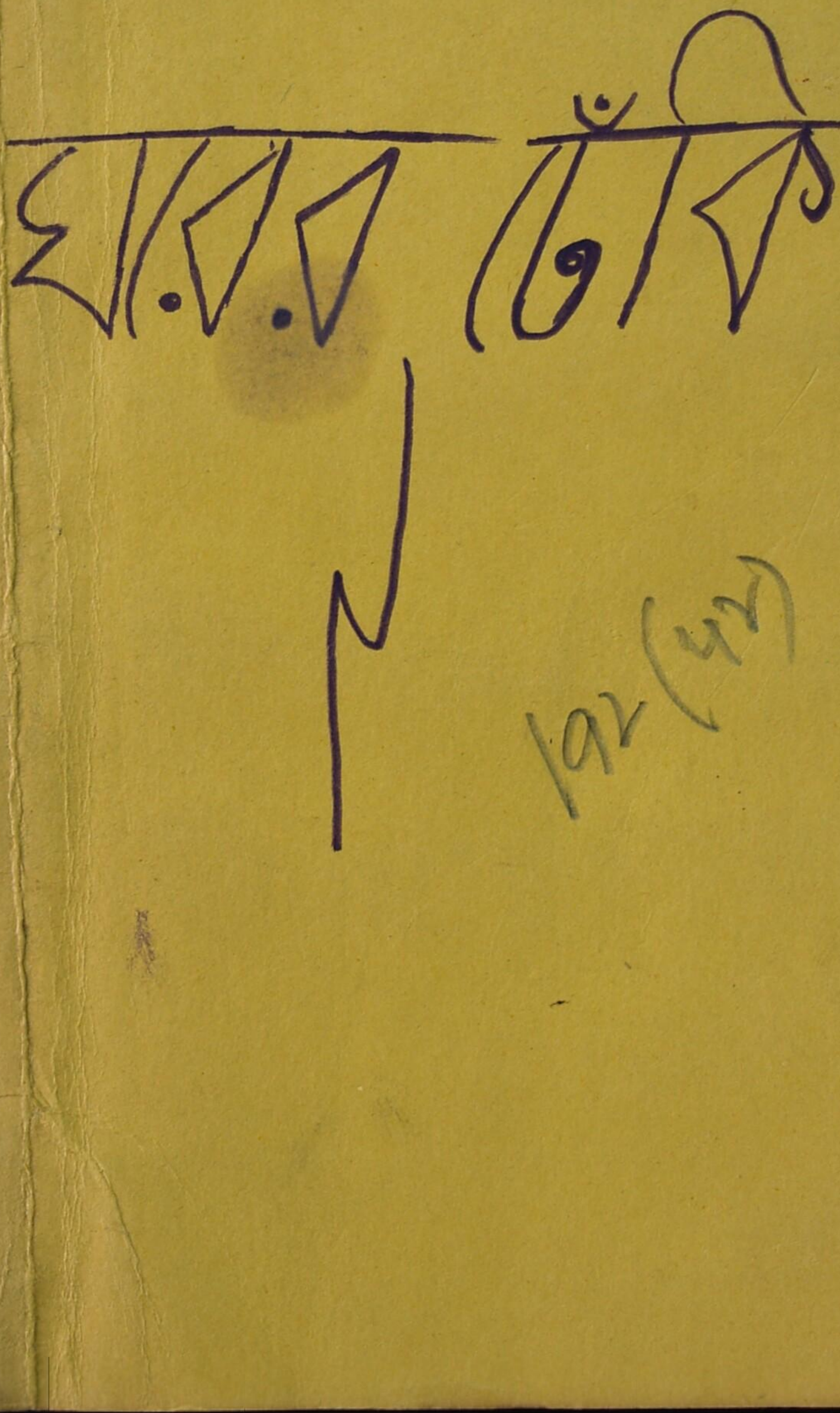

JADAVPUR UNIVERSITY

LIBRARY

Class No ৮৯১'৪৪-৮১২'৪ "১৮"

Book No বুদ্ধ
৫ (OR)

বর্ষ ; নবম খণ্ড—১৩২৯ ;

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

‘রহস্য-লহরী’

উপন্যাস-মালার একষষ্টিতম উপন্যাস

(৬১ নং)

ঘরের ঢেঁকি

[: : সংস্করণ]

“মানসী” প্রেস
১৪এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কার্য্যালয়,—
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।
মাঘ, ১৩২৯ সাল।

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY
Rs 5.00

OR

JADAVPUR UNIVERSITY
Acc No. GN 36092
Date 17.11.05
LIBRARY KOLKATA-32

ঘরের চেঁকি

প্রথম পরিচ্ছেদ

নৈরাশ্য তিমিরে

জানুয়ারী মাসের গাঢ় কুজ্ঝাটিকা-সমাচ্ছন্ন রাত্রিতে লণ্ডনের ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজের উপর দাঁড়াইয়া একটি হতভাগ্য যুবক কি চিন্তা করিতেছিল।

এই যুবকের নাম রাল্‌ফ্‌ মেরিক; তাহার বয়স প্রায় সাতাশ বৎসর। সাত বৎসর বয়সের সময় সে কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরের জন্য কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। দশ দিন পূর্ব্বে সে ব্ল্যাক-মুর কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এই দীর্ঘকালব্যাপী কারাযন্ত্রণার অবসানে স্বাধীনতা লাভ করিয়া কিছুমাত্র সুখী হইতে পারে নাই, তাহার হৃদয়-ভার লঘু হয় নাই। তাহার অবসন্ন ও ভারাক্রান্ত; তাহার অনুতাপ-দগ্ধ হৃদয়ে আনন্দের লেশমাত্র নাই। যার আগ্রহ হইয়াছে অবশিষ্ট জীবন সে সাধু ভাবে অতিবাহিত করিবে, আর কোন কুকর্ম্ম করিবে না; কিন্তু কি উপায়ে সে নব-জীবনের অগ্রসর হইবে, নূতন করিয়া জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করিবে, তাহা ভাবিয়া করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল—তাহার ভবিষ্যৎ জীবন কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন নিশীথিনীর ন্যায় অন্ধকারাবৃত। গাঢ় তিমিররাশি করিয়া সে কোন দিকে আলোক দেখিতে পাইল না। নদীবক্ষঃ-প্রবাহিত সমীরণ-হিল্লোল নিরাশার হাহাকার বহন করিয়া রাল্‌ফ্‌ মেরিককে ক্ষুব্ধ চলিত করিয়া তুলিল।

তাহার মনে পড়িল এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে তাহার মাথা রাখিবার নাই, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করে, একটি তরুণী এরূপ লোক আর কেহই ছিল না। সেই যুবতীর নাম মিলি উইলসন। দুর্দ্দিনেও মিলি তাহার প্রতি বিমুখ হয় নাই; সে মিলির ভালবাসা বঞ্চিত হয় নাই। মিলির ভালবাসা স্মরণ করিয়া তাহার বিরহ-বেদনা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এবং আত্মসংবরণ করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন উঠিয়াছিল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সে মিলির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে সঙ্গিনী করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, মিলিও তাহাকে করিতে সম্মত হইয়াছিল; কিন্তু সে মিলিকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বেই একদিন ঘোড়দৌড়ের বাজির লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাহার তহবিল তসরূপ করিয়া বসিল! সে মনে করিয়াছিল তাহার পরম বন্ধু ম্যাটুরে যে ঘোড়ার জন্য বাজি ধরিতে বলিতেছে তাহাতে জয়লাভ অবশ্য অতএব প্রভুর তহবিল হইতে দুই শত পাউণ্ড তাঁহার অজ্ঞাতসারে গ্রহণ লেও ক্ষতি নাই, বাজি জিতিয়া টাকাগুলি ফেরত দিলেই চলিবে।—কিন্তু এই পরম বন্ধুটি যে কত বড় ধাপ্পাবাজ ও প্রবঞ্চক, সে সম্বন্ধে তাহার ছিল না; সুতরাং প্রভুর দুই শত পাউণ্ড আর ফিরিয়া আসিল না। প্রভু তাহার অপরাধের কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে পুলিশে দিলেন; বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করিল। তাহার অপরাধের তুলনায় দণ্ড অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছিল, এবং উচ্চতর আদালতে আপীল করিলে লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা হইত; কিন্তু অসহায় দরিদ্র যুবক আপীল করিবা না করিয়া বিনা-প্রতিবাদে এই দণ্ড-ভোগ করিয়াছিল।

তহবিল তসরূপ করিয়া রাল্‌ফ্‌ মেরিক ফৌজদারী সোপরদ্দ তাহার প্রণয়িনী মিলি উইলসন তাহাকে তাহার প্রণয়ের অযোগ্য পাত্র মনে নাই, তখনও তাহার নারী-হৃদয় রাল্‌ফের প্রতি প্রেমে পূর্ণ ছিল। ধারণা ছিল রাল্‌ফ্‌ দুর্ভাগ্যক্রমেই বিপন্ন হইয়াছিল, তাহার কোন দুষ্ট ছিল না; সাধ্য হইলে সে নিশ্চয়ই টাকাগুলি তাহার প্রভুকে প্রত্যর্পণ

কুচক্রী প্রতারকেরাই তাহাকে বিপথগামী করিয়া সমাজের চক্ষে হেয় ...বিয়াছে। মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া মিলি পরমেশ্বরের তাহার ...র কল্যাণ কামনা করিত।

কারাগারে দুঃসহ লাঞ্ছনা উৎপীড়ন ও কষ্টের মধ্যেও মিলির ভালবাসায় করিয়া রাল্‌ফ্‌ মেরিক ধৈর্য্য ধারণ করিত; যেন মিলির নিঃস্বার্থ প্রেম কবচের ন্যায় তাহাকে সকল অপমান, দৈন্য ও গ্লানি হইতে রক্ষা করিত। র দুইবার মাত্র সে মিলির পত্র পাইবার সুযোগ লাভ করিত, সেই পত্রে তাহাকে তাহার প্রগাঢ় প্রেমের পরিচয় জ্ঞাপন করিত। সে বুঝিয়াছিল ই জন্য মিলি বাঁচিয়া আছে, এবং তাহার মুক্তি লাভের আশায় দিন ছে। সে ভিন্ন সংসারে মিলির অন্য কোন অবলম্বন নাই। সে মনে মিলির পত্র—তাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাগ্য-গগনের স্থিরজ্যোতি ধ্রুবতারা। সহিত মিলনের আশায় রাল্‌ফ্‌ পাঁচ বৎসরব্যাপী কারাযন্ত্রণা নিঃশব্দে করিয়া যে দিন মুক্তি লাভ করিল—সেইদিনই মিলির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ...র লঘু করিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

ক্তিলাভের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে রাল্‌ফ্‌ মেরিক মিলির শেষ পত্র পাইয়াছিল; ...ান দিন মুক্তি লাভ করিবে তাহা মিলি জানিত। মিলি লিখিয়াছিল— ফের মুক্তি লাভের দিন সে জেলখানার দেউড়ীর অদূরে তাহার দর্শনাশায় য়া থাকিবে। রাল্‌ফ্‌কে শীঘ্রই বিবাহ করিয়া সে সুখী হইবে, মিলির পত্রে আভাসও ছিল।

াল্‌ফ্‌ কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাহিরে আসিল, কিন্তু চারি- অনুসন্ধান করিয়া সে মিলিকে দেখিতে পাইল না।

লির অদর্শনে মনে বড় আঘাত পাইল। মিলি কি স্বেচ্ছায় তাহার ার ভঙ্গ করিয়াছে? না, তাহার অনুপস্থিতির অন্য কোন কারণ আছে? বুঝিতে না পারিয়া রাল্‌ফ্‌ মিলির সহিত সাক্ষাতের আশায় ডালষ্টন দিকে চলিল; এই পল্লী হইতেই মিলি তাহাকে শেষ চিঠি লিখিয়াছিল। ষ্টনে সে মিলির বাসা খুঁজিয়া বাহির করিল। সেখানে সে শুনিতে—

পাইল দুই দিন পূর্ব্বে মিলি তাহার জিনিসপত্র লইয়া কোথায় চলিয়া কেহই তাহা জানে না! রাল্‌ফ্ আরও কয়েকদিন নানা স্থান মিলি বেড়াইল, কিন্তু কোথাও তাহার সাক্ষাৎ পাইল না।—এই ঘটনায় রাল্‌ফ গভীর আঘাত পাইল; তাহার সন্দেহ হইল মিলি সত্যই তাহাকে ভাল বাসে এতদিন সে তাহাকে কপট বাক্যে প্রতারিত করিয়া আসিয়াছে! হতভাগ্য রাল্‌ফ অতঃপর দুই একস্থানে চাকরীর চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; কেহই তাহাকে বিশ্বাস করিয়া চাকরী দিল না। হৃদয় ক্ষোভে দুঃখে ও নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ইহার উপর তাহাকে আরও এক বিপদে পড়িতে হইল। কারাগার হইতে মুক্তি লাভের সময় তাহার যে কিছু সম্বল ছিল তাহাতে দুই এক সপ্তাহ তাহার আহারাদির ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারিত; কিন্তু সে কারাগার হইতে বাহির হইয়া যে মোসাফিরখানায় আশ্রয় লইয়াছিল সেখান হইতে তাহার কয়টিও অপহৃত হয়, কোন গাঁটকাটা তাহাকে তাহার শেষ সম্বলে বঞ্চিত এই ভাবে সম্বলহীন হইয়া রাল্‌ফ মেরিক চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। ওয়ালাকে সে তাহার প্রাপ্য টাকা দিতে না পারায় হোটেল হইতে হইল; রাল্‌ফ মেরিক নিরুপায় হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

কোথাও মাথা রাখিবার স্থান বা ক্ষুন্নিবারণের জন্য একমুষ্টি খাদ্য পাইয়া হতভাগ্য বিপন্ন রাল্‌ফ দুইদিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। মুখের দিকে চাহিয়া 'আহা' বলে—এমন একটি লোকও সে অলকা-নগরে খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে সে শনিবার রাত্রিকালে কুজ্‌ঝটিকার ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার ব্রীজের উপর উপস্থিত হইল। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া তাহার শোচনীয় দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতে করিতে এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভে আমরা সেই দিনের কথাই বলিয়াছি।

সে তখন চিন্তার অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছিল। নিরাশ্রয়, নির্ব্বান্ধব হতভাগ্য অতঃপর কোথায় যাইবে, কি করিবে, কিরূপে দুর্ব্বহ জীবন বহন করিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সে নীরবে অশ্রু ত্যাগ করিতেছিল।

ল ; অশ্রু ধারায় তাহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল। তাহার ইচ্ছা হইল সে সেই
া হইতে নদী গর্ভে লাফাইয়া পড়িয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করে।—আর
াশায় সে ধৈর্য্য ধারণ করিবে ?

াল্‌ফ মেরিক তাহার এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে সাঁকোর
ং'এর ধারে সরিয়া গেল, এবং সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অশ্রুরুদ্ধ নেত্রে
সর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গরাশির দিকে দৃষ্টিপাত করিল ; কিন্তু অন্ধকারে কিছুই
খিতে পাইল না, কেবল নদীর অশ্রান্ত কলতান মৃত্যু-সঙ্গীতের ন্যায় তাহার
বিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

াল্‌ফ আর ইতস্ততঃ না করিয়া সাঁকোর 'রেলিং'এর উপর উঠিয়া বসিল।
ীতে লাফাইয়া পড়ে আর কি, এমন সময় এমন একটি ঘটনা ঘটিল—
ে তাহাকে আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল।—হঠাৎ কে একজন
পশ্চাতে আসিয়া স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাকে
া 'রেলিং' হইতে সাঁকোর উপর নামাইয়া ফেলিল।

াল্‌ফ্ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিবার পূর্ব্বেই লোকটি
ভূতিপূর্ণ স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "যুবক ! তুমি কেন এরূপ কুকর্ম্ম করিতে উদ্যত
ছিলে ? তুমি কি জান না আত্মহত্যা মহাপাপ ?"

ালোকস্তম্ভের আলোকে রাল্‌ফ দেখিতে পাইল বক্তা একটি বৃদ্ধ।
দেহ দীর্ঘ ও স্থূল ; মুখে লম্বা পাঁকা দাড়ি, মস্তকের কেশরাশি তুষার-
পরিধানে শুভ্র পরিচ্ছদ, পাদ্রীরা যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করেন, আগ-
পরিচ্ছদ সেইরূপ।

াল্‌ফ হঠাৎ কোন কথা বলিতে পারিল না তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধ
র বলিল, "তোমার বয়স অল্প, তুমি সুস্থ ও সবল। কোন্ দুঃখে তুমি
তা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে বল। জীবনের প্রতি তোমার এরূপ
বার কারণ কি ?"

জাল হইতে বাহির হইয়া এরূপ সমবেদনাপূর্ণ সকরুণ বাণী সে কাহারও
গ শুনিতে পায় নাই ; কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই। বৃদ্ধের

কথায় তাহার চোখে জল আসিল ; সে কুণ্ঠিত ভাবে বৃদ্ধের মুখের দিকে চা
অস্ফুটস্বরে বলিল, "মহাশয়, আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন। পৃথি
আমার মত হতভাগা আর কেহ আছে কি না সন্দেহ! জীবনে আমার
বিন্দু স্পৃহা নাই, জীবনের ভার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে ;—এই জন্যই আমি আ
বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। আত্মহত্যা মহাপাপ তাহা আমি জা
কিন্তু যাহার সকল আশা ফুরাইয়াছে, তাহার দেহের বোঝা বহিয়া ফল কি

বৃদ্ধ বলিল, "তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ? কিন্তু
তোমাকে ক্ষমা করিবার অধিকারী নহি। কেবল পরমেশ্বরই অপরাধীকে
করিতে পারেন। তুমি পরমেশ্বরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর ; তিনি চির
ময়, প্রেমময়, নিখিলের অদ্বিতীয় নির্ভর ; তিনি তোমাকে ক্ষমা কর
তিনিই পাপীতাপীর এক মাত্র আশ্রয়, অবলম্বন। কিন্তু কি দুঃখে তুমি
হত্যায় উদ্যত হইয়া ছিলে তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে পার।
অসঙ্কোচে তোমার মনের কথা খুলিয়া বল। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান
দুঃখীর দুঃখ প্রশমন করা, ব্যথিতের বেদনা দূর করা আমার জীবনের
আমি তোমার দুঃখ দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। বিধাতার
র্ব্বাদে হয় ত আমার চেষ্টা সফল হইবে।"

রাল্‌ফ বলিল, "আমার দুঃখ কষ্টের সীমা নাই! সেই শোচনীয়
দুই চারি কথায় শেষ করিতে পারিব না। আমার দুঃখের কাহিনী আপনার
অপরিচিত পথিকের পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শ্রবণ করা অসম্ভব।"

বৃদ্ধ বলিল, "না বৎস! পরের দুঃখকষ্টের কথা শুনিবার জন্য যেটুকু
আবশ্যক—বিধাতা আমাকে তাহাতে বঞ্চিত করেন নাই। তুমি অ
সকল কথা খুলিয়া বল ; আমি তাহা শুনিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি

তখন সেই সাঁকোর উপর দাঁড়াইয়া রাল্‌ফ মেরিক তাহার আত্মক
আদ্যোপান্ত বৃদ্ধের গোচর করিল। মিলির সহিত তাহার প্রণয় ও
বিশ্বাসঘাতকতার কথাও সে গোপন করিল না। সকল কথা বলিতে
ক্ষোভে দুঃখে অন্তর্ব্বেদনায় তাহার বক্ষঃস্থল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে

তাহার কণ্ঠরোধের উপক্রম হইল, তাহার নয়নে অশ্রুর ধারা বহিল; কিন্তু সে কল কথাই বলিল।

বৃদ্ধ রাল্‌ফের মর্ম্মভেদী আত্মকাহিনী শুনিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "তোমার থ কষ্টের বিবরণ শুনিয়া মনে বড়ই ব্যথা পাইলাম বাবা! কিন্তু এ সংসার টা সংগ্রাম-ক্ষেত্র, মনুষ্যের পরীক্ষার স্থল। যাহাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আছে, নুষ্যত্ব আছে, অটল সহিষ্ণুতা আছে—তাহারাই কঠোর জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে, পুনঃ পুনঃ পদস্খলন হইলেও উঠিতে পারে, চেষ্টাযত্নে ও রিশ্রমে সাফল্য লাভ করিতে পারে। তুমি হতাশ হইও না বাবা! তোমার াগ্যাকাশ হইতে বিপদের মেঘ কাটিয়া যাইবে, আবার তুমি আনন্দ উৎসাহ, খশান্তি ফিরিয়া পাইবে। কবির সেই অমর উক্তি স্মরণ কর,—

'কেন ভীরু ডর? কর সাহস আশ্রয়,
সঙ্কল্প করেছ যাহা—
সফল করহ তাহা,
কর্ম্মময় এ জীবন, স্বপ্নময় নয়,
সংসার-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে বীর লভে জয়।'

—কিন্তু কবিতা শুনিয়া তোমার ক্ষুধানিবৃত্তি হইবে না। তুমি ক্ষুধিত, নরাশ্রয়; ক্ষুধা দূর করিতে, আশ্রয় লাভ করিতে অর্থের আবশ্যক। তোমার শেষ সম্বল তস্করে অপহরণ করিয়াছে, সে জন্য ক্ষুব্ধ হইও না। আমি তোমাকে কছু অর্থ দিতেছি,—আপাততঃ ইহাতেই তোমার সকল অভাব দূর হইবে; তাহার পর তুমি দেখিয়া-শুনিয়া একটা কাযকর্ম্ম জুটাইয়া লইও; আর যদি াকরী জুটিবার পূর্ব্বেই এ টাকা ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলে আমি যে ঠিকানা লিখিয়া দিতেছি এই ঠিকানায় উপস্থিত হইয়া আমার সহিত দেখা করিবে। আমি পুনর্ব্বার তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব।—আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই লিয়াছি বিপন্নের সাহায্য করাই আমার জীবনের ব্রত। সদাপ্রভু আমার পর এই ভারটি অর্পণ করিয়াছেন।"

বৃদ্ধ রাল্‌ফের হস্তে দুই খণ্ড কাগজ দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। ল অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে রাল্‌ফ কৌতূহলপ্রদীপ্ত হৃদয়ে আলোক-স্তম্ভের নি গিয়া প্রথমে একখানি কাগজ খুলিল, দেখিল তাহাতে একটি নাম ও ঠি লেখা আছে,—তাহা এই :—

"যোনাথান ড্রেক,

৭৪ নং লিলবোর্ণ রোড, গ্রীণউইচ ; এস্, ই।"

রাল্‌ফ সেই কাগজখানি ভাঁজ করিয়া পকেটে ফেলিল ; তাহার পর টি কাগজখানির ভাঁজ খুলিয়া দেখিল তাহা পঞ্চাশ পাউণ্ডের ব্যাঙ্ক অব ইং একখানি নোট !

অপরিচিত বৃদ্ধ দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে পঞ্চাশ পাউণ্ড দান ক গিয়াছেন ! রাল্‌ফের ন্যায় নিঃসম্বল নিরুপায় অনাথের পক্ষে পঞ্চাশ পাউ কি বিপুল অর্থ, তাহা বুঝিয়া তাহার চক্ষু কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে পূর্ণ হইল। ইহা বিধাতার দান বলিয়াই মনে করিল।

রাল্‌ফ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে নোটখানির দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে "পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন মিঃ ড্রেক ! তুমি আমার জীবিকার সং জন্য পঞ্চাশ পাউণ্ড দান করিয়া গিয়াছ, এ যে রাজার মত দান ! অর্থে কিছু দিন সুখে স্বচ্ছন্দে চালাইতে পারিব ; ইতিমধ্যে যদি কোথাও চাকরী জুটাইয়া লইতে পারি—তাহা হইলে আর আমার কোন কষ্টই থা না। তাহার পর মিলিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে ভবিষ্যতে হইতে পারিব। পরমেশ্বর, তোমার কি অসীম করুণা !"

রাল্‌ফ মেরিক ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিল ; সে নোটখানি সাবধানে প রাখিয়া আহারের সন্ধানে একটি ভোজনাগারে প্রবেশ করিল, এবং দো কর্ত্তা মিঃ ষ্টককে এক পেয়ালা কাফি, এবং এক প্লেট মাংস ও রুটি আ ইয়া দিতে আদেশ করিল। দুই দিন তাহার আহার হয় নাই, সে অতি ভাবে কাফি ও রুটি মাংস নিঃশেষ করিল।

আহারান্তে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য দেওয়ার সময় রাল্‌ফ হোটেলওয়াল

ল, "আমার কাছে খুচরা টাকা নাই, একখানি নোট আছে ;—তোমার প্য টাকা কাটিয়া লইয়া আমাকে বাকি টাকা দাও।"

রাল্‌ফ বুকের পকেট হইতে নোট খানি বাহির করিয়া হোটেলওয়ালার প্রদান করিল। হোটেলওয়ালা দেখিল—পঞ্চাশ পাউণ্ডের ব্যাঙ্ক নোট ! য়াই তাহার চক্ষুস্থির।—আমাদের দেশে কেহ দুই টাকার খাবার কিনিয়া র মূল্য দেওয়ার সময় যদি দোকানদারকে পাঁচশত টাকার এক কেতা টি বাহির করিয়া দেয়—তাহা হইলে দোকানদারের মনের ভাব কিরূপ হয় পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতেই পারিতেছেন ! হোটেলওয়ালা একবার সেই খানির দিকে একবার রাল্‌ফের জীর্ণ ও বিবর্ণ মলিন পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টিতে চাহিল, তাহার পর হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "এখানি টাকার নোট, তাহা তোমার জানা আছে কি ?"

রাল্‌ফ বলিল, "আমি দিতেছি, আর আমি জানি না এ কত টাকার নোট ? পঞ্চাশ পাউণ্ডের ব্যাঙ্ক নোট।"

হোটেলওয়ালা বলিল, "কিন্তু আসল না জাল ?"

রাল্‌ফ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তি ভরে বলিল, "নিশ্চয়ই আসল নোট, জাল য়া তোমার সন্দেহ হইবার কারণ কি ?"

হোটেলওয়ালা বলিল, "কারণ একটু আছে বৈ কি ? যে সকল লোকের হি এ রকম নম্বরী নোট থাকে, দুই টাকার খাবার খাইয়া যাহারা পঞ্চাশ ণ্ডের নোট বাহির করিতে পারে—তাহারা কখন আমার হোটেলে খাইতে না ! তা ছাড়া তোমার চেহারা বা পোষাক দেখিয়া তুমি যে লক্ষপতি, বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, তুমি ইহা কোথায় পাইয়াছ—তাহা সা করা আমার অনধিকার চর্চ্চা। আমার প্রাপ্য টাকা কাটিয়া লইয়া কে অবশিষ্ট টাকা ফেরৎ দিতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমার লে এখন এত টাকা নাই। আমার এ হোটেল ত স্যাভয় কি রীজ নয়, এ গরীবের হোটেল, সামান্য বিক্রয়, এত টাকা কোথায় পাইব ? র কাছে কি খুচরা টাকা কিছুই নাই ?"

রাল্‌ফ বলিল, "না ঐ নোটখানিই আমার শেষ সম্বল। একটি লোক দয়া করিয়া আমাকে ইহা দান করিয়াছেন।"

হোটেলওয়ালা বলিল, "দান করিয়াছেন!—পঞ্চাশ পাউণ্ডের ব্যাঙ্ক তোমাকে দান করিয়া গিয়াছেন?—এরূপ দাতা ত সচরাচর দেখা যা সেই লোকটি কি তোমার পরিচিত?"

রাল্‌ফ বলিল, "না, সম্পূর্ণ অপরিচিত।"

হোটেলওয়ালা রাল্‌ফের কথা বিশ্বাস করিল কি না সন্দেহ; সে বলিল, কা ত এখন নাই। তোমার ইচ্ছা হইলে নোটখানি আমার কাছে রা যাইতে পার; কাল রবিবার ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকিবে, সোমবারে আমি ব্যাঙ্ক হ ইহা ভাঙ্গাইয়া আনিব। আমার প্রাপ্য টাকা দিয়া অবশিষ্ট টাকা তুমি ল যাইও।—আমার এই প্রস্তাবে তোমার আপত্তি আছে কি?"

রাল্‌ফ বলিল, "না, আমার কোন আপত্তি নাই; তবে কথা এই যে, আ হাতে খুচরা টাকা কিছুই নাই, কাল কিছু টাকার আবশ্যক হইবে।"

হোটেলওয়ালা মিঃ ষ্টক বলিল, "তোমার নিকট আমার এক শিলিং পেন্স পাওনা হইয়াছে; আমি তোমাকে নগদ আঠার শিলিং নয় পেন্স দিতে তাহা হইলে তোমার এক পাউণ্ড পাওয়া হইবে। সোমবারে আসিয়া অব উনপঞ্চাশ পাউণ্ড লইয়া যাইও। ইহাতে কি তোমার অসুবিধা হইবে?"

রাল্‌ফ বলিল, "না; এই প্রস্তাবই সঙ্গত মনে হইতেছে।—আমি সোমবা বেলা এগারটার সময় আসিয়া অবশিষ্ট টাকা লইয়া যাইব।"

রাল্‌ফ মিঃ ষ্টকের নিকট হইতে আঠার শিলিং নয় পেন্স লইয়া তার হোটেল হইতে প্রস্থান করিল। তাহার ক্ষুধাশান্তি হইয়াছিল, দুশ্চিন্তা ও দূর হইয়াছিল; সে অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল চিত্তে বিশ্রামের স্থান খুঁজিতে চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হীরক-নেক্‌লেশ অন্তর্দ্ধান

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর কুড়ি ঘণ্টা অতীত হইয়াছে ;—আমরা পরদিন রবিবার সায়ংকালের কথা বলিব।

মিঃ রবার্ট ব্লেক সন্ধ্যার পর তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটস্থ ভবনের পাঠকক্ষে উপবেশন করিয়া পাইপ টানিতে টানিতে বিদ্যুতালোকে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন ; তাঁহার সহকারী স্মিথ তাঁহার সম্মুখে আর একখানি চেয়ারে বসিয়া একখানি সংবাদ পত্রের নিশেষ বিশেষ স্থলে পেন্সিলের দাগ দিতেছিল। টেবিলের উপর চায়ের কেৎলীতে চা দেওয়া হইয়াছিল ; স্মিথ মুখ ফিরাইয়া এক একবার সেই দিকে চাহিতেছিল, এবং মিঃ ব্লেকের 'ব্লড্‌ হাউণ্ড' টাইগার তাহার পদপ্রান্তে গালিচার উপর শয়ন করিয়া আরাম উপভোগ করিতেছিল। জানুয়ারী মাস—বাহিরে প্রচণ্ড শীত ; ঘরের ভিতর অগ্নিকুণ্ডে কাঠের আগুন গন্ গন্ করিতেছিল।

মিঃ ব্লেকের কর্ম্মময় জীবনে নিরুদ্বেগে এরূপ আরাম উপভোগের সুযোগ প্রায়ই ঘটিত না! আজও তিনি দীর্ঘকাল নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্য-রসাস্বাদনের অবসর পাইলেন না। কারণ সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই একখানি বহুমূল্য ও সুসজ্জিত প্রকাণ্ড মোটরগাড়ী দ্রুতবেগে আসিয়া তাঁহার দরজায় ঝুপ্‌ করিয়া থামিল, তাহার পরই বহির্দ্বারের ঘণ্টা সজোরে বাজিয়া উঠিল।

সেই শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া স্মিথকে বলিলেন, "কে বুঝি দেখা করিতে আসিয়াছে? রবিবারেও যে একটু নিশ্চিন্ত মনে পড়া-শুনা করিব তাহার যো নাই! দিবারাত্রি হরেক রকম লোকের আনা-গোনা আর সলা-পরামর্শ। মোটরে চাপিয়া কে আসিল সন্ধান লও দেখি।"

কিন্তু স্মিথকে কষ্ট করিয়া আর নীচে যাইতে হইল না ; মিঃ ব্লেকের আপনি মিসেস বার্ডেল তাহার বিরাট বপু আন্দোলিত করিতে করিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিঃ ব্লেকের হস্তে একখানি কার্ড প্রদান করিল।

মিঃ ব্লেক কার্ডখানিতে দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আর্ল অফ লিন্‌ডেল্ !—লোকটির সঙ্গে আমার তেমন ভাবে জানাশুনা নাই ; লোক, দুই একবার ইঁহাকে দেখিয়াছি বটে; কি উদ্দেশে আজ এই গরীবের দেখা করিতে আসিয়াছেন বুঝিতে পারিতেছি না !"

মিসেস্ বার্ডেল বলিল, "নিশ্চয়ই কোন কাযে আসিয়াছেন। তাঁহা বড়ই উত্তেজিত ও ব্যস্ত দেখিলাম।—তিনি গাড়ীতেই বসিয়া আছেন ; আপ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবেন কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই ; এ সময় তিনি না আসিলেই সুখী হইতা কিন্তু তাঁহার সঙ্গে দেখা না করা শিষ্টাচারসঙ্গত নহে। যাও, তাঁহাকে এখানে লইয়া এস।"

চা পান শেষ হইয়াছিল, স্মিথ উঠিয়া তাড়াতাড়ি চায়ের সরঞ্জামগুলি স্থানান্তরিত করিল।

অল্পক্ষণ পরেই মিসেস্ বার্ডেল আর্ল লিন্‌ডেল্‌কে সেই কক্ষে রাখিয়া চলিয়া গেল। আর্ল লিন্‌ডেলের বয়স হইয়াছিল ; তিনি প্রবীন, কিন্তু বয়সের তুলনায় তাঁহাকে প্রাচীন দেখাইত,—মনে হইত তিনি যাট বৎসরের বৃদ্ধ ! দীর্ঘ দেহ, পাকা দাড়িগোঁফ, মুখমণ্ডলে আভিজাত্যের বিশিষ্টতা পরিস্ফুট ; চোখে সোনার চশমা। ভাবভঙ্গীতে মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ সুস্পষ্ট। তিনি এতই উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, চেষ্টা সত্তেও মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিতে পারিলেন না।

আর্ল মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, "আজ রবিবার ; বিশ্রামবারেও বাধ্য হইয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি ইহাতেই আপনি বুঝিতে পারিতেছেন আমার গরজ কত বেশী ! আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছি, আমার এই অশিষ্টতা

আপনি মার্জ্জনা করুন। আমি এতই অধীর হইয়া পড়িয়াছি যে, কাল
বিলম্ব অপেক্ষা করিতে পারিলাম না!"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, তাহার পর একখানি চেয়ার
আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "আপনার কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই; আপনি
এমন কোন গর্হিত কায করেন নাই যে জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতে হয়।
সময়ের সময় অসময় নাই তাহা আমিও জানি। আপনাকে বড়ই উৎকণ্ঠিত
দেখিতেছি! ব্যাপার কি বলুন; আমি আপনার সাহায্যের জন্য সর্ব্বদাই
প্রস্তুত।"

আর্ল আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "বড়ই গুরুতর ব্যাপার! কাল
রাত্রে আমার বার্কলে স্কোয়ারের বাড়ীতে ভয়ঙ্কর চুরী হইয়া গিয়াছে। আমি
তখন বাড়ী ছিলাম না, কয়েকজন বন্ধুর সহিত অপেরায় গিয়াছিলাম। বাড়ী
ফিরিয়া দেখিলাম আমার পাঠ-কক্ষের লোহার সিন্দুক খোলা, তাহার পাশে
আমার পুত্র লর্ড মার্সডন অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে! দস্যুরা তাহাকে
আক্রমণ করায় তাহার এই অবস্থা হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার বাড়ীতে ডাকাতি? ঘটনা বড়ই গুরুতর
বটে! কাহারা আপনার পুত্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা কি এখনও
জানিতে পারেন নাই?"

আর্ল বলিলেন, "না, বিশেষ-কিছু জানিতে পারি নাই; সন্ধান লইয়া
কেবল এইটুকু জানিতে পারিয়াছি যে, কাল রাত্রি নয়টার সময় আমার বিশ্বস্ত
সর্দ্দার-খানসামা রবার্ট এস্‌কুম্ আমার পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার
পুত্রকে সংজ্ঞাহীন ভাবে সেখানে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার দেহ পরীক্ষা
করিয়াছিল; সে বুঝিয়াছিল আমার পুত্র মস্তকে গুরুতর আঘাত পাইয়াই
মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। সে তাহাকে তৎক্ষণাৎ তুলিয়া শয্যায় শয়ন করায়, তাহার
পর ডাক্তার ডাকিতে পাঠায়। ডাক্তার বেন আমার পারিবারিক চিকিৎসক,
তিনি অল্পক্ষণ পরেই আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমার পুত্রের চেতনা
সম্পাদনের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। বেচারা এখন

পর্য্যন্ত চেতনা লাভ করিতে পারে নাই! তাহার মুর্চ্ছাভঙ্গ হইতে বোধ আরও কিছু সময় লাগিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার সর্দ্দার খানসামা কি সিন্দুকটা পরী করিয়াছিল? সিন্দুকের অবস্থা তখন সে কিরূপ দেখিয়াছিল? কল ভাঙ্গা ছিল কি?"

আর্ল বলিলেন, "না মহাশয়! সে সিন্দুকটার কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য ক নাই; তাহা ভাঙ্গা ছিল কি কোন কৌশলে খোলা হইয়াছিল ইহা সে আ বুঝিতে পারে নাই। এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথমে আমারই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল আমার পুত্রের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াই আমার সন্দেহ হইয়াছিল—ই দস্যু বা তস্করের কায!—এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া আমি সিন্দুকটি পরী করিতে যাই। সিন্দুক খুলিয়া দেখি তাহার ভিতর হইতে বহুমূল্য সকল দ্রব্য অন্তর্হিত হইয়াছে! সিন্দুকে প্রায় দুইশত পাউণ্ডের নোট ছিল, তাহা নাই কতকগুলি ষ্টক সার্টিফিকেট ও মূল্যবান দলীল ছিল, তাহাও নাই! কিন্তু সকল সামগ্রী চুরী যাওয়ায় আমি তেমন ক্ষতি বোধ করি নাই; সিন্দুকে একছড়া মহামূল্য হীরক-নেকলেস ছিল, পুরুষ-পরম্পরা তাহা আমাদের বংশের গৌরবের সামগ্রী; আমার স্ত্রী, মাতা ও পিতামহী প্রভৃতি তাহা উৎসব উপলক্ষে ব্যবহার করিতেন।—সেই নেকলেস অপহৃত হওয়াতেই আমি এতদূর বিচলিত হইয়াছি। আমার সাতপুরুষের ব্যবহৃত মহামূল্য নেকলেশ ডাকাতে লুঠ করিয়া লইয়া গেল! ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি আছে?"

মিঃ ব্লেক ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিলেন, "বড়ই আক্ষেপের কথা বটে, আপনার সেই মহামূল্য নেকলেসের প্রশংসা আমি অনেকের মুখেই শুনিয়াছি; এরূপ মহামূল্য হীরকালঙ্কার না কি ইংলণ্ডের রাজকীয় ধনাগারেও দুর্লভ। একবার একখানি মাসিকে ইংলণ্ডের মহামূল্য হীরকালঙ্কার গুলির পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে দেখিয়াছিলাম—আপনার এই নেকলেসের স্থান অনেক উচ্চে ছিল, এবং তাহার মূল্য চল্লিশ কি পঞ্চাস হাজার পাউণ্ড (প্রায় সাত লক্ষ টাকা) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।"

আর্ল বলিলেন, "হাঁ, তাহা অমূল্য; কারণ পঞ্চাশ হাজার কেন লক্ষ টাকেও ঐরূপ নেক্‌লেস সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই। উহা আমার রিবারিক সম্ভ্রম ও প্রাচীনত্বের গৌরবপূর্ণ নিদর্শন। অর্থ বিনিময়ে এই ক্ষতি ণ হইবার আশা নাই। আমার স্ত্রী যতদিন জীবিত ছিলেন, বড় বড় উৎসবে র্জলিসে যোগদানের সময় তিনি তাহা কণ্ঠে ধারণ করিতেন। যে তাহা খিত—তাহাকেই মুগ্ধ হইতে হইত। ইহা ব্যবহার করিয়া আমার স্ত্রীও থষ্ট আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিতেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু য়াছে; তাঁহার মৃত্যুর পর আমি তাহা তাঁহার স্মৃতির ন্যায় সযত্নে রক্ষা করিয়া াসিয়াছি; আমার সর্ব্বস্ব দিয়া যদি তাহা উদ্ধার করিতে পারি—তাহাতেও ামার আপত্তি নাই। এই নেকলেসের উপর আমার বংশের সম্মান নির্ভর রিতেছে, মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু লর্ড লিন্‌ডেল একটা কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কাল রাত্রে আপনার ঘরে এরূপ ীষণ ডাকাতি হইয়া গেল, অথচ আজ একখানি দৈনিকেও এ সংবাদ প্রকাশিত য় নাই, ইহার কারণ কি?"

আর্ল বলিলেন, "পুলিশের অনুরোধে এ সংবাদ গোপন রাখা হইয়াছে। তাহাদের ধারণা, আজই এই চুরির সংবাদ প্রচারিত হইলে তাহাদের গুপ্ত তদন্তের অসুবিধা হইবে। তাহারাই আমাকে এই সংবাদ প্রকাশ করিতে নিষেধ য়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা কি তদন্ত আরম্ভ করিয়াছে?"

আর্ল বলিলেন, "হাঁ, শুনিয়াছি তাহারা গোপনে তদন্ত করিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহারা কোন সূত্রই আবিস্কার করিতে পারে নাই! আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতেই আপনার কাছে আসিতেছি। সেখানে ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর থ্রেলের সহিত আমার অনেক কথা হইয়াছে। তিনিই এই চুরির তদন্তের ভার পাইয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই; তিনি বলিয়াছেন দুই এক দিনের মধ্যে কোন না কোন সূত্র আবিস্কার করিতে পারি-

বেন বলিয়া আশা করেন, কিন্তু আমি তাঁহার কথায় নির্ভর করিয়া অধি কাল নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিতে অসমর্থ। আমার বিশ্বাস, বিলম্ব করি নেকলেস ছড়াটি দেশের বাহিরে চলিয়া যাইবে; তখন চোর ধরা পড়িলেও ত উদ্ধার করা সম্ভব হইবে না। এই জন্যই আমি আপনার সাহায্য প্রা করিতে আসিয়াছি; আপনি দয়া করিয়া তদন্তভার গ্রহণ না করিলে অপ নেকলেস উদ্ধারের আশা নাই। এতদ্ভিন্ন আমার পুত্রের প্রতি যে দুর্ পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছে—তাহাকে গ্রেপ্তার করা একান্ত আবশ্যক করিতেছি। আপনি কি এই ভার গ্রহণ করিবেন না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই ভার গ্রহণ করা এখন আর আমার পক্ষে বে হয় সম্ভব হইবে না।"

আর্ল বলিলেন, "কেন?—আমি জানি আপনার সময় মূল্যবান; কি আমিও দরিদ্র নহি; আমার বংশের সম্মান উদ্ধারের জন্য আমি অর্থব্যয়ে কুণ্ঠি হইব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত নহেন তাহা জানি ল লিন্‌ডেল! আমি সে জন্য এ কথা বলি নাই। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড যে চুরির তদন্ ভার গ্রহণ করিয়াছে—আমি তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিব না। ইহাতে তাঁহাদে সহিত মনান্তর ঘটিতে পারে; আমি বিরোধের পক্ষপাতী নহি।"

আর্ল বলিলেন, "পুলিশের ডিটেক্‌টিভেরা যে তদন্তভার গ্রহণ করে তাহাতে কি আপনি এ পর্য্যন্ত কখন হস্তক্ষেপণ করেন নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ করিয়াছি, কিন্তু যখন তাহারা অকৃতকার্য্য হইয় আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে; কিম্বা যখন বুঝিয়াছি কোন ব্যক্তিকে অন্যায় সন্দেহ করা হইয়াছে, আমি তখনই তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছি।"

আর্ল বলিলেন, "আমার বিশ্বাস পুলিশের চেষ্টায় আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে না। আপনি ভিন্ন অন্য কেহ তস্কর-কবল হইতে আমার নেকলেস্ উদ্ধার করিতে পারিবে না। আমি পুলিশের নিকট গিয়া আপনার সহায়তা গ্রহণের

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

প্রস্তাব করিলে তাহারা নিশ্চয়ই তাহাতে আপত্তি করিবে না।—আপনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবেন না, মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "লর্ড লিন্‌ডেল, আমি আপনাকে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমি পুলিশের হাত হইতে এ ভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিলেও আমি তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে সম্মত আছি। কাল সকালে আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়া ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর থ্রেলের সহিত সাক্ষাৎ করিব; তিনি যদি এ পর্য্যন্ত কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে না পারিয়া থাকেন—তাহা হইলে আমি এই ব্যাপারে তাঁহার সহযোগিতা করিবার প্রস্তাব করিব। আশা করি তাহাতেই আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

আর্ল বলিলেন, "তাহাই যথেষ্ট; ধন্যবাদ মহাশয়! আমি এখন উঠিলাম, আশা করি শীঘ্রই আপনার সহিত পুনর্ব্বার আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

আর্ল লিন্‌ডেল মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। GN 36092

পরদিন বেলা এগারটার সময় মিঃ ব্লেক ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর মিঃ থ্রেলের সহিত পরামর্শ করিবার অভিপ্রায়ে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাত্রা করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল যে তদন্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিতে তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না, অথচ তিনি লর্ড লিন্‌ডেলের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গ করাও সঙ্গত মনে না হওয়ায় তিনি কি ভাবে ইন্‌স্পেক্টর থ্রেলের নিকট কথা পাড়িবেন তাহাই ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলেন; হঠাৎ স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রশস্ত আঙ্গিনায় ইন্‌স্পেক্টর থ্রেলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।—ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল তখন তাঁহার প্রাভাতিক কর্ত্তব্য শেষ করিয়া থানা হইতে বাহির হইতেছিলেন।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর থ্রেলকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "কি ভাগ্য! মেঘ না চাইতেই জল? আমি তোমার সঙ্গেই দেখা করিতে আসিতেছিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন, "আমার সৌভাগ্য বটে! দরকারে না পড়িলে ত এদিকে আস না; ব্যাপার কি বল ত।"

মিঃ ব্লেক সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য ইন্‌স্পেক্টর থ্রেলের গোচর করিলেন; তাহা শুনিয়া মিঃ থ্রেল বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "লর্ড লিন্‌ডেলের ঘরে যে চুরি হইয়াছে—তাহারই তদন্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আসিয়া পথিমধ্যে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়াটা খুব তাজ্জবের কথা বটে!"

মিঃ ব্লেক কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাজ্জবের কথা কেন?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তাজ্জবের কথা বৈ কি? যাহারা লর্ড লিন্‌ডেলের ঘরে চুরি করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক বেটা চোরের সন্ধান পাইয়া আমি যে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে বাহির হইয়াছি।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "সত্য না কি?—তাহা হইলে এখন আমার কর্ত্তব্য কি?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "লোকটার যখন সন্ধান পাইয়াছি তখন তাহাকে ত গ্রেপ্তার করিতেই হইবে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তোমার সাহায্যের আবশ্যক নাই, ইহা তুমি বুঝিতেই পারিতেছ। তবে আসামীটা কি বলে তাহা শুনিবার জন্য যদি তোমার আগ্রহ হইয়া থাকে তাহা হইলে তুমিও আমার সঙ্গে যাইতে পার; কিন্তু এ কথা যেন প্রকাশ না হয়। আপাততঃ আমরা এই তদন্ত সম্বন্ধে কোন কথা কাহাকেও জানিতে দিব না স্থির করিয়াছি।—আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গুপ্তকথা ব্যক্ত করা আমার অভ্যাস নহে—তাহা ত তুমি জান। আমি তোমার সঙ্গ যাওয়াই সঙ্গত মনে করিতেছি।"

উভয়ে নিঃশব্দে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি ক্ষুদ্র হোটেলে প্রবেশ করিলেন; এই হোটেলটি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত মিঃ লুক ষ্টকের হোটেল।"

ইন্‌স্পেক্টর হোটেলের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আসামীটাকে এই হোটেলে আটক করা হইয়াছে।

হোটেলের মালিক মিঃ ষ্টক, ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল ও মিঃ ব্লেককে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উঠিয়া তাঁহাদের অভিবাদন করিল, তাহার

বলিল, "আপনারা কি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে আসিতেছেন? পুলিশ
চারী?"

মিঃ থ্রেল বলিলেন, "হাঁ, আমি ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল। টেলিফোঁতে
দ পাইয়া আমি থানা হইতে এখানে আসিতেছি। যে বেটাকে এখানে
ক করা হইয়াছে সে কোথায়?"

ষ্টক বলিল, "আজ্ঞে, সে ঐ পাশের ঘরে একজন কন্‌ষ্টেবলের জিম্মায় আছে।
ারা ধরা পড়িয়া যেন মড়ার মত হইয়াছে! তাহার মুখ দেখিয়া আমার মনে
ই কষ্ট হইয়াছে। পুলিশ ডাকিয়া তাহাকে এখানে আটক করিয়া আমার
ই আত্মগ্লানি হইয়াছে; কিন্তু চোরা-নোট তাহার কাছে পাওয়া গিয়াছে,
হাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলে আমি যে মরি! ব্যাঙ্কওয়ালারা বলিয়াছে নোট-
নি চোরা-নোট।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "নোটখানা কোথায়?"

ষ্টক বলিল, "আমার কাছেই আছে—এই দেখুন।"—সে পকেট হইতে
শ পাউণ্ডের নোটখানি বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিল।

ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল পকেটবহি খুলিয়া চোরা নোটগুলির নম্বর বাহির করি-
; নোটখানির নম্বরের সহিত তাঁহার তালিকার একটি নম্বর মিলিয়া গেল।

পকেটবহি বন্ধ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হাঁ, ইহা চোরা-নোটই
। লর্ড লিন্‌ডেলের সিন্দুক হইতে যে নোটের তাড়া চুরি গিয়াছে, এ নোট-
ও সেই তাড়ায় ছিল। মিঃ ষ্টক, আমাদিগকে আসামীর নিকট লইয়া
"

ইন্‌স্পেক্টর ও মিঃ ব্লেক ষ্টকের অনুসরণ করিয়া সেই অট্টালিকার প্রান্তস্থিত
টি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেই কক্ষে একখানি চেয়ারের
র একটি যুবককে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন; সে যেন নিরাশার জীবন্ত
! পাঠক বুঝিয়াছেন, সে রাল্‌ফ মেরিক।

রাল্‌ফ মেরিক তাঁহাদিগকে দেখিয়াই স্বীয় নির্দ্দোষিতা প্রমাণের চেষ্টা
তে লাগিল; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর তাহার কথায় বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন,

"দেখ বাপু, তুমি হুঁসিয়ার হইয়া কথা বল; তুমি যাহা বলিবে—তাহাই তো[illegible] বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে—একথা স্মরণ রাখিও। তোমাকে [illegible] বলিয়া আটক করা হইয়াছে; আমি ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল।"

রাল্‌ফ বলিল, "আপনি পুলিশের কর্তা, তাই বলিয়া কি মিথ্যা অভি[illegible] অন্যায় করিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিবেন? আমাকে কি আত্মসমর্থনের সু[illegible] দিবেন না?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, আদালতে তুমি আত্মসমর্থনের যথেষ্ট সু[illegible] পাইবে। নিরপেক্ষ বিচারই ব্রিটীশ আদালতের গৌরব। তোমার বিরুদ্ধে[illegible] অভিযোগ তাহাই আমি প্রথমে শুনিতে চাই। মিঃ ষ্টক, এই আসামী সম্বন্ধে তু[illegible] কি জান বল।"

মিঃ ষ্টক বলিল, "এই লোকটি শনিবার রাত্রে আমার হোটেলে আ[illegible] করিয়া বিলের টাকা দেওয়ার সময় পঞ্চাশ পাউণ্ডের 'ব্যাঙ্ক নোট' বাহির করি[illegible] বলে তাহার নিকট খুচরা টাকা নাই; আমার প্রাপ্য কাটিয়া লইয়া অব[illegible] টাকা দিতে বলে। আমার কাছে বেশী টাকা না থাকায়—আমি উহাকে এ[illegible] পাউণ্ড পুরাইয়া দিয়া আজ সকালে বাকী টাকা লইয়া যাইতে বলি।—আ[illegible] বেলা ১১টার সময় সে বাকী টাকা লইতে আসিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর তাহার কথাগুলি লিখিয়া লইয়া বলিলেন, "তাহার পর?"

ষ্টক বলিল, "আমি আজ ব্যাঙ্কে গিয়া নোটখানি ভাঙ্গাইবার জন্য কেসিয়া[illegible] হাতে দিলে তিনি নোটখানি পরীক্ষা করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি উহা কোথায় পাইয়াছি? আমি সত্য কথা বলিলাম। তখন তিনি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে সংবাদ দিলেন। ম্যানেজার খাজাঞ্চিখানায় আসিয়া বলিলেন, "শনিবার রাত্রে আর্ল অফ লিন্‌ডেলের লোহার সিন্দুক হইতে কতকগুলি নোট ও হীরকালঙ্কার চুরি গিয়াছে; আমি পুলিশের নিকট চোরা নোটগুলির নম্বর পাইয়াছি, এ নোটখানির নম্বর চোরা নোটের নম্বরের সহিত মিলিতেছে!"

ইন্‌স্পেক্টর এই কথাগুলিও লিখিয়া লইয়া বলিলেন, "তাহার পর কি হইল?"

ষ্টক বলিল, "ম্যানেজার বলিলেন, 'যাহার কাছে এই নোট পাইয়াছ—সে তোমার নিকট টাকা লইতে আসিবে বলিতেছ; যদি আসে, তাহা হইলে পুলিশ ডাকিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিবে, নতুবা তুমিই মারা পড়িবে! চোরা-নোটের টাকা এখানে পাইবে না।'—তাঁহার কথামত কায করিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর ইহাও লিখিয়া লইলে কন্‌ষ্টেবলটি বলিল, "হুজুর, মিঃ ষ্টকের সকল কথাই সত্য। আপনি এই চুরির তদন্তের ভার পাইয়াছেন তাহা জানিতাম এই জন্য আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোঁতে আপনাকে সংবাদ দিই; আপনি আসিতেছেন শুনিয়া এইখানেই আসামীকে আটক করিয়া রাখিয়া আপনার অপেক্ষা করিতে ছিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর কন্‌ষ্টেবলের কথাগুলিও লিখিয়া লইলেন, তাহার পর রাল্‌ফ মেরিককে বলিলেন, "তোমার কিছু বলিবার থাকিলে বলিতে পার; বলা না বলা তোমার ইচ্ছা।"

রাল্‌ফ বলিল, "আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আপনি যে চুরির কথা বলিতেছেন তাহাও আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। নোটখানি যে চোরা নোট—ইহা আমি জানিতাম না, এবং উহা চোরা নোট বলিয়া এখনও পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "চুরির কথা জাননা বলিতেছ, তবে এ চোরা নোটখানি কি তোমার কাছে উড়িয়া আসিয়াছে?"

রাল্‌ফ বলিল, "আমি উহা কিরূপে পাইয়াছিলাম, তাহা কাল রাত্রেই মিঃ ষ্টককে বলিয়াছি; আপনাকেও তাহা বলিতেছি শুনুন।"

নোটখানি যেরূপে তাহার হস্তগত হইয়াছিল তাহা সে সবিস্তার ইন্‌স্পেক্টরের গোচর করিল। সে যাহা বলিল, তাহা সমস্তই সত্য; কিন্তু মিঃ থ্রেল অভিজ্ঞ পুলিশ কর্ম্মচারী, আসামীরা যে ভুলিয়াও সত্য কথা বলে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। তিনি রাল্‌ফের কথা বিশ্বাস করিলেন না, মুখ ফিরাইয়া মিঃ ব্লেকের কাণে কাণে কি বলিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক মিঃ যোনাথান ড্রেকের নাম ও ঠিকানা-

সম্বলিত কাগজখানির উপর চক্ষু বুলাইয়া ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন, "ব্যাপার বুঝিতে পারিতেছি না ; তবে এই যুবকের কথা যে বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অ এ কথাও বলা কঠিন। হয় ত উহার কথা মিথ্যা নহে।"

ইন্‌স্পেক্টর থেল মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ঐ ত তোমার দোষ! লোকের মন্দ দিকটা প্রথমে দেখিতেই চাও না। বুড়া লোক পরের উপক জন্য রাত্রিকালে রাস্তায় রাস্তায় টাকা বিলাইয়া বেড়ায়, ঐরূপ অদ্ভুত খে কথা তুমি বিশ্বাস কর ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অসম্ভব কি ? দরিদ্রকে দান করিয়া আনন করে, বিপন্নকে সাহায্য করা অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করে—এবং সেজন্য অর্থ কুষ্ঠিত নহে, পৃথিবীতে ঐরূপ সহৃদয় ব্যক্তি অভাব নাই ; পৃথিবীর সকল অর্থকেই পরমার্থ মনে করে না।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তাই বলিয়া অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত একটা প ভিখারীকে পঞ্চাশ পাউণ্ড দান! ইহা কি সম্ভব ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পঞ্চাশ পাউণ্ড তোমার আমার নিকট প্রচুর কিন্তু এরূপ লোকও আছে যাহারা ইহা অতি অল্প বলিয়াই মনে করে।—এ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক না করিয়া গ্রীণ উইচের যোনাথান ড্রেকের নিকট সন্ধ লইলেই সকল সন্দেহ দূর হইতে পারে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, আমি আজই সেই ভদ্রলোকটির সন্ধান লইব কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই যুবককে হাজতে লইয়া যাওয়াই সঙ্গত হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন আমি উহাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাস করিতে পারি কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কোন আপত্তি নাই, স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

মিঃ ব্লেক রাল্‌ফকে বলিলেন, "তুমি বলিতেছিলে, তোমার মত নিরুপা হতভাগ্যের বাঁচিয়া কোন সুখ নাই ভাবিয়া তুমি সাঁকোর উপর হইতে নদীতে লাফাইয়া-পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে! তুমি কি সত্যই তখন আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলে ?"

রাল্‌ফ বলিল, "হাঁ, সে সময় আমি সেই সঙ্কল্পই করিয়াছিলাম; কিন্তু সেজন্য পরে আমার অনুতাপ হইয়াছিল; আমি বুঝিয়াছিলাম ইহা অত্যন্ত কাপুরুষের কায।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আত্মহত্যা করিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইয়াছিল কেন?"

রাল্‌ফ বলিল, "সংসারে আমার আশ্রয় নাই, অবলম্বন নাই, হাতে একটিও পয়সা ছিল না; আমার প্রণয়িণী মিলি উইল্‌সন পর্য্যন্ত আমার প্রতি বিমুখ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। জেলখানা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এই সকল কারণে আমার জীবন দুর্ব্বহ মনে হইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি কি জেলে গিয়াছিলে?"

রাল্‌ফ বলিল, "হাঁ, মহাশয়! তহবিল তসরুপের অপরাধে আমার পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "জেল-খালাসী কয়েদীর নিকট চোরা-নোট? এ একেবারে মণিকাঞ্চন-সংযোগ!—রাল্‌ফ মেরিক, তুমি গত শনিবার রাত্রে লর্ড লিন্‌ডেলের পাঠাগারে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার সিন্দুক হইতে বহুমূল্য অলঙ্কার ও নোট চুড়ি করিয়াছ—এই অভিযোগে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম। এতদ্ভিন্ন লর্ড লিন্‌ডেলের পুত্রকে আক্রমণ করিয়া জখম করাও তোমার গ্রেপ্তারের অন্যতম কারণ।"

রাল্‌ফ বলিল, "আমি নিরপরাধ; চুরি বা খুন জখম প্রভৃতি কিছুই আমি করি নাই। এই অভিযোগের মূলে সত্য নাই। মিঃ যোনাথান ড্রেককে জিজ্ঞাসা করিলেই আপনারা আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পাইবেন।"

ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল রাল্‌ফের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে নিকটবর্ত্তী থানার হাজতে প্রেরণ করিলেন। এই আকস্মিক বিপদে রাল্‌ফ সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া পড়িল; কিন্তু সে আশা করিল, মিঃ ড্রেক শীঘ্রই তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবেন।—সে তখনও বুঝিতে পারে নাই, তাহার এই আশা পূর্ণ হইবার নহে!

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর থ্রেলের সহিত স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে প্রত্যাগমন করিলেন এবং লণ্ডনের ডাইরেক্টরী বাহির করিয়া যোনাথান ড্রেকের নাম খুঁজিতে লাগিলেন; কিন্তু গ্রীণউইচে লিলবোর্ণ রোড নামক কোন রাস্তা বা যোনাথান ড্রেক নামক কোন গৃহস্থের নাম পাওয়া গেল না!

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "রাল্‌ফ মেরিক আগাগোড়া মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদের প্রতারিত করিয়াছে। ঐ বেটাই চোর!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু উহার কথা সত্য বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ভুল ধারণা! এই হতভাগা জেলখানা হইতে বাহির হইয়াই চোরের দলে মিশিয়া লর্ড লিন্‌ডেলের বাড়ীতে চুরি করিতে গিয়াছিল। পঞ্চাশ পাউণ্ডের নোটখান উহারই ভাগে পড়িয়াছিল। সে পূর্ব্বে পাঁচ বৎসর জেল খাটিয়াছে; এবার উহাকে দশটি বৎসর শ্রীঘরে বাস করিতে হইবে। এই রকম জেল-খালাসী আসামিকে তুমি নিরপরাধ মনে করিতেছিলে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিশাগমে যুবতী-সম্ভাষণ

মিঃ ব্লেক নিরুৎসাহ-চিত্তে গৃহে ফিরিলেন। ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল রাল্‌ফ মেরিকের কথা অবিশ্বাস করিলেও তাঁহার ধারণা হইল—সে যাহা বলিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য; অথচ তাহার উক্তি সপ্রমাণ করিবার উপায় ছিল না। হতভাগ্য রাল্‌ফের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। গ্রীণউইচে লিলবোর্ণ রোড নামক কোন রাস্তার অস্তিত্ব বর্ত্তমান্ নাই, এবং যোনাথান ড্রেক নামক বৃদ্ধেরও সন্ধান পাইবার উপায় নাই; এ অবস্থায় ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল যে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও চৌর্য্যাপরাধে লিপ্ত বলিয়া মনে করিবেন—ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। যে ব্যক্তি গুরুতর অপরাধে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে তাহার নিকট যদি চোরা নোট পাওয়া যায়—তাহা হইলে তাহাকে নিরপরাধ বলিয়া বিশ্বাস করা সত্যই অত্যন্ত কঠিন।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে রাল্‌ফের সম্বন্ধে সকল কথাই বলিলেন; তাহার পর তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল বলিতেছিল—এবার তাহাকে দশবৎসর শ্রীঘরে বাস করিতে হইবে।"

স্মিথ বলিল, "লর্ড মার্সডন যদি এই ধাক্কা সাম্‌লাইতে না পারেন তাহা হইলে সে যে দশ বৎসর জেল খাটিয়াই পরিত্রাণ পাইবে—এরূপ মনে হয় না। কর্ত্তা!—এই তদন্ত-ব্যাপারে আপনি বোধ হয় আর হস্তক্ষেপ করিবেন না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, অতঃপর আমার আর কিছুই করিবার নাই। আর্ল লিন্‌ডেন এতক্ষণ বোধ হয় রাল্‌ফ মেরিকের গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনিয়াছেন আমি এখনই তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইতেছি—পুলিশ যখন তদন্তের ভার গ্রহণ করিয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে—তখন এই ব্যাপারে আমার আর হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা দেখি না; আমি এই ভার ত্যাগ করিলাম।"

কিন্তু এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াও মিঃ ব্লেক তদন্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকি পারিলেন না। এই চৌর্য্য ব্যাপারের অভ্যন্তরে কোন গুপ্ত রহস্যের ফল, এ সেই রহস্য ভেদ করা নিতান্ত সহজসাধ্য নহে, এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধ হইয়াছিল; সুতরাং রাল্‌ফ মেরিকের বিচারফল জানিবার জন্য তাঁহার আ রিক আগ্রহ হইবে—ইহা অসঙ্গত নহে। সপ্তাহ পরে রাল্‌ফ মেরি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে নীত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশের উপর নূতন করি অনুসন্ধানের ভার অর্পণ করিলেন। ইত্যবসরে পুলিশ যোনাথান ড্রেক থুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল, এমন কি, যদি কে তাহাকে ধরিয়া দিতে পারে—এই আশায় সংবাদপত্রেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া ছিল; কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল! সুতরাং রাল্‌ফ মেরিকের আ সমর্থনের কোন উপায় রহিল না! তাহার ভাগ্যাকাশে মেঘান্ধকার ঘনীভূ হইয়া উঠিল।

এই অবস্থায় একদিন সায়ংকালে মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাঁহাদের ঘরে বসিয়া রাল্‌ফ মেরিকের মামলার প্রসঙ্গে নানারূপ আলোচনা করিতেছিলেন, এম সময় মিসেস্ বার্ডেল সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "একটি গরীবের মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া আছে।"

মিঃ ব্লেক মুখ হইতে 'পাইপ' নামাইয়া বলিলেন, "গরীবের মেয়ে! কে সে! আমার কাছে সে কেন আসিয়াছে?"

মিসেস্ বার্ডেল বলিল, "সে আমাকে তাহার নাম বলিল না; আপনার সঙ্গে তাহার না কি ভারি জরুরী কথা আছে! মেয়েটীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল সে কোন বিপদে পড়িয়াছে। মেয়েটি বড়ই সুন্দরী, মুখখানি সরলতা-মাখা, তাহাকে দেখিলেই দয়া হয় তাই তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারিলাম না। আপনি কি তাহার কথা শুনিবেন না?—আপনি দয়া করিয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে আমি বড়ই সুখী হইব।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আর কাহারও জন্য তোমাকে ত এরকম ওকালতি করিতে দেখি নাই; আচ্ছা তাহাকে লইয়া এস।"

অল্পক্ষণ পরে একটি যুবতী মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মিঃ ব্লেক তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন মিসেস্ বার্ডেল তাহার সম্বন্ধে যাহা তাঁহাকে বলিয়াছে তাহার একবিন্দু অতিরঞ্জিত নহে। যুবতীর বয়স একুশ বাইশ বৎসর হইলেও তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল বয়স আরও অল্প। তাহার চক্ষুতে আতঙ্ক ও উদ্বেগের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। তাহার কাতরতা মিঃ ব্লেকের হৃদয় স্পর্শ করিল।

মিঃ ব্লেক সহানুভূতি ভরে বলিলেন, "ঐ চেয়ারখানায় বসিয়া তোমার কি বলিবার আছে বল মা! তুমি অসঙ্কোচে সকল কথা বলিতে পার।"

যুবতী বলিল, "আমি যে সাহায্যের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি—অন্য কাহারও নিকট তাহা পাইবার আশা নাই; আপনার না কি বড় দয়ার শরীর, আমার বিশ্বাস, আপনি আমাকে নিরাশ করিয়া ফিরাইবেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইতেছে—তুমি অর্থ সাহায্যের জন্য আস নাই; কোন বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের আশায় আসিয়াছ। কিন্তু তুমি কে, তোমার নাম কি—তাহাই আগে জানিতে চাই।"

যুবতী বলিল, "আমার নাম মিলি উইলসন। আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিতা।"

মিঃ ব্লেক বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিলি উইলসন? এ নাম ত আমি আজ নূতন শুনিতেছি না! কয়েক দিন পূর্ব্বে একটি হতভাগ্য যুবকের নিকট তোমার নাম শুনিয়াছিলাম।—রাল্ফ মেরিক নামক কোন যুবককে তুমি জান কি?"

মিলি মিঃ ব্লেকের মুখে রাল্ফের নাম শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। উদ্বেলিত অশ্রুরাশি তাহার দুই গাল বহিয়া ঝরিতে লাগিল; সে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিল, "রাল্ফ মেরিক? হাঁ, তাহাকে আমি যেমন জানি, তেমন ঘনিষ্টভাবে বোধ হয় আর কেহই জানে না। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমরা পরস্পরের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আশা ছিল, বিবাহ করিয়া আমরা সংসারী হইব, সুখী হইব;

কিন্তু দুর্ভাগ্যের ফুৎকারে আমাদের সেই সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে রাল্‌ফ আর এক বিপদে পড়িয়াছে তাহারই জন্য আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থিনী। আমি সংবাদপত্রে দেখিয়াছি রাল্‌ফকে যখন পুলিশে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়, তখন আপনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। আপনার শক্তি সামার্থ্য ও দয়ার কথা—"

মিঃ ব্লেক মিলির কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার শক্তি সামর্থ্যের বা দয়ার প্রশংসায় তোমার সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। রাল্‌ফের গ্রেপ্তারের সময় আমি ষ্টকের হোটেলে উপস্থিত ছিলাম—সে কথা সত্য; কিন্তু যে অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহার তদন্তভার আমি গ্রহণ করি নাই; এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। সুতরাং আমি যে তোমাকে কোন সাহায্য করিতে পারিব—তাহার সম্ভাবনা দেখি না।"

মিলি কাতর ভাবে বলিল, "কিন্তু যদি কেহ পারে—তবে কেবল আপনিই পারিবেন। পুলিশ বলিতেছে—সে এই দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত ছিল; কিন্তু সত্যসত্যই সে এ কাজ করে নাই। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন—রাল্‌ফ নিরপরাধ, আপনার আমার মতই নিরপরাধ; সেই নিরপরাধ, বিপন্ন নিরুপায় যুবককে আপনিও রক্ষা করিবেন না? আপনি কি কেবল ধনীরই বন্ধু, দরিদ্রের কেহ নহেন? সংসারে যাহাদের কোন অভাব নাই কেবল তাহারাই কি আপনার অনুকম্পার পাত্র?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পরমেশ্বর জানেন আমি নিরপরাধ বিপন্ন দরিদ্রের বন্ধু কি না। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না, কিন্তু তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা আমার অসাধ্য; আমার অসাধ্য সাধনের শক্তি নাই বাছা! তোমাকে নিরাশ করিয়া ফিরাইতে আমার মনে বড় কষ্ট হইতেছে; কিন্তু কি করিব মা! ঘটনাচক্র রালফ মেরিকের অত্যন্ত প্রতিকূল; তাহার অতীত জীবনের ঘটনাগুলিও তাহার নির্দ্দোষিতা; এমন কি ধর্ম্মাণের অনুকূল নহে!"

মিলি বলিল, "সে সকলই আমি জানি। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধির দোষে

যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, সেজন্য তাহাকে অতি কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এবার অন্যায় করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; এবার সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। কারাগার হইতে প্রত্যেক পত্রেই সে আমাকে লিখিত—তাহার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সে সাধুভাবে জীবন যাপন করিবে; ভবিষ্যতে আর কোন অন্যায় কর্ম্ম করিবে না।—আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, সে মুক্তিলাভ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নাই; সে মিথ্যা বাদী নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মুক্তিলাভ করিয়া সৎপথে চলিতেই তাহার আগ্রহ হইয়াছিল, এ কথা আমি বিশ্বাস করি;—কিন্তু কারাগার ত্যাগ করিয়া সে যখন দেখিল, সে নিরাশ্রয় ও সম্পূর্ণ নিঃসম্বল, এমন কি তুমিও তাহাকে ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছ, তখন—"

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে মিলি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়াছি!—এ কথা আপনাকে কে বলিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রাল্‌ফ নিজেই বলিয়াছে; সে তোমাকে কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই; তুমি যে বাসায় থাকিতে—সেখানে পর্য্যন্ত গিয়া তোমার দেখা পাওয়া দূরের কথা—তোমার ঠিকানা পর্য্যন্ত সে জানিতে পারে নাই! ইহাতে সে হৃদয়ে এতই আঘাত পাইয়াছিল যে, জীবনভার বহন করা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনাপূর্ণ মনে হওয়ার দুঃখে ক্ষোভে সে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল! তুমিই স্বহস্তে গাছের গোড়া কাটিয়া এখন আগায় জল ঢালিতে উৎসুক হইয়াছ। কে জানিত নারীর প্রেম এত অসার?—তুমি তাহার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলে—তাহা পূর্ণ কর নাই কেন? কেন তাহার সহিত এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ কর নাই?"

মিলি বলিল, "বুদ্ধিহীনা নারী আমি, আমি প্রতারিত হইয়াছিলাম; আমাকে মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছিল!"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল! কে?—আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না; সকল কথা খুলিয়া বল।"

মিলি বলিল, "রাল্‌ফ যেদিন মুক্তিলাভ করিবে—তাহার ঠিক পূর্ব্ব দিন আমি কায শেষ করিয়া আমার কর্ম্মশালা হইতে বাসায় ফিরিবার সময় একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলাম। তাহারা বলিল রাল্‌ফ পরদিন মুক্তিলাভ করিবে, তাহা তাহারা জানে। আমি বলিলাম—কাল আমি জেল-খানার বাহিরে রালফের সহিত দেখা করিতে যাইব। আমার কথা শুনিয়া তাহারা বলিল, "ইহাই তোমার আন্তরিক ইচ্ছা হইলে তোমার বাসা হইতে জিনিসপত্র লইয়া আমাদের সঙ্গে চল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ কথা তোমাকে কেন বলিল?"

মিলি বলিল, "তাহারা রাল্‌ফের হিতাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু তাহাকে তাহার কুসঙ্গী-দের কবল হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে তাহাদের সংসর্গে মিশিয়া সে পুনর্ব্বার কুপথগামী হইবে। তাহাকে কুসঙ্গীদের দলছাড়া করিতে হইলে আমাকেও তাহাদের দু'জনের সঙ্গে যাইতে হইবে; আমার সাহায্য ভিন্ন তাহারা রাল্‌ফকে সৎপথে পরিচালিত করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ মুক্তিলাভ করিয়া রাল্‌ফ ছদ্মনামে আত্মপরিচয় না দিলে ও স্থানান্তরে না যাইলে কেহই তাহাকে কায কর্ম্ম দিবে না; সে কয়েদ খালাসী আসামী একথা প্রকাশ হইলে কেহই তাহাকে বিশ্বাস করিবে না, সুতরাং তাহাকে অসদুপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইবে; আবার সে জেলে যাইবে!—তাহাদের কথা যুক্তিসঙ্গত মনে হওয়ায় আমি তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার কথাগুলি নূতন বটে! তাহার পর কি হইল? যাহা যাহা ঘটিয়াছিল—পর পর বল।"

মিলি বলিল, "তাহারা আমাকে উপদেশ দিল, রালফের অতীত জীবনের কলঙ্ক-কাহিনী গোপন করিতে হইলে আমাকেও গোপনে বাসা-ত্যাগ করিতে হইবে; আমি কোথায় যাইতেছি তাহা কাহাকেও জানাইয়া যাওয়া হইবে না। পরদিন তাহাদের বাড়ীতেই রাল্‌ফের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি তাহাদের সঙ্গে গিয়া কোথায় উঠিলে?"

মিলি বলিল, "ব্ল্যাকহীলের একটা বাড়ীতে। প্রথম দিন তাহারা আমাকে

শ আদর যত্ন করিল। পরদিন আমি রাল্‌ফের সহিত সাক্ষাতের জন্য ব্যস্ত
য়া উঠিলে তাহারা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল; আমাকে স্পষ্ট বলিল রাল্‌ফের
হিত জীবনে আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না!—তাহাদের কথা শুনিয়া আমার
ড় রাগ হইল; আমি বলিলাম, আমি আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে থাকিব না।
ামি তাহাদের বাড়ী ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেই তাহারা দু'জনে আমাকে
াপ্‌টাইয়া ধরিল, এবং আমার মুখ বাঁধিয়া টানিতে টানিতে দোতালার একটা
ঠুরীতে লইয়া গিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিল। সেইখানেই আমি এই
য়দিন আটক ছিলাম; আজ সকালে সেই কুঠুরীর দরজা খোলা পাইয়া
াপনে পলাইয়া আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজ সকালে পলাইয়া আসিয়াছ? আজ সারাদিন
কাথায় ছিলে? পুলিশে খবর দিয়াছ?"

মিলি বলিল, "না, এই বিপদে আমি এতই অভিভূত হইয়াছিলাম যে,
ামার কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে পারি নাই। আমি প্রথমে ডালষ্টনে
ামার বাসায় গিয়াছিলাম; সেইখানেই রাল্‌ফের বিপদের কথা জানিতে
ারি। আমার বাড়ীওয়ালী মিসেস্ রিড্‌লে রাল্‌ফের বিরুদ্ধে অভিযোগের
তাহার গ্রেপ্তার সংক্রান্ত সকল বিবরণই আমাকে বলিয়াছে। সে আমাকে
াড়াতাড়ি থানায় গিয়া এজেহার দিতে বলিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে ত ভালই বলিয়াছিল, তা তুমি থানায় গেলে না কেন?

মিলি বলিল, "আপনি আমার ছোটমুখে বড় কথা শুনিয়া বিরক্ত হইবেন
া। পুলিশ সরকারের কুপোষ্য, তাহাদের উপর আমার শ্রদ্ধাও নাই,
বিশ্বাসও নাই; তাহারা কেবল লেফাপা দোরস্ত রাখিতেই মজবুত, কোন কায
রিতে পারে না। এ জন্য পুলিশের কাছে না গিয়া আপনার কাছেই আসি-
াছি; জানি আপনার দয়া হইলে আমি অকূলে কূল পাইব। আমার অদৃষ্টে যে
ষ্ট ছিল তাহা ভোগ করিয়াছি; এখন কি করিয়া রাল্‌ফকে বাঁচাইব, তাহাই
ামার প্রধান চিন্তা। পুলিশ ত তাহাকে জেলে দিতেই উদ্যত হইয়াছে,
াঙের প্রাণরক্ষার জন্য সাপের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ফল কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা মিথ্যা নয়; কিন্তু আমার কাছে আসিলে র‍্যাল্‌ফের রক্ষার উপায় হইবে—এ কথা তোমায় কে বলিল?"

মিলি বলিল, "আমি এক-আধটু লেখপড়া জানি; আপনার প্রসঙ্গে যে সকল গল্প পড়িয়াছি, তাহাতেই আমার আশা হইয়াছে—আপনার সাহায্য পাইলে র‍্যাল্‌ফ উদ্ধার লাভ করিতে পারে। আমার বিশ্বাস র‍্যাল্‌ফের বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র হইয়াছে! আমাকে গুম করিয়া রাখাও এই ষড়যন্ত্রের ফল। আপনি ভিন্ন আর কেহ এই জটিল রহস্য ভেদ করিতে পারিবে না।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার কাছে আসিয়া ভুল করিয়াছ একথা বলিতে পারি না। আমার বিশ্বাস র‍্যাল্‌ফের চারিদিকে একটা জটিল রহস্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গাঁথিয়া উঠিয়াছে! এই রহস্যভেদের জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। তুমি র‍্যাল্‌ফের মুক্তির দিন জেলখানার দরজায় তাহার সহিত দেখা করিতে উদ্যত হইলে তোমাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া গুম করিয়া রাখা হইল, ইহার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে; এই ঘটনাটি উপেক্ষার যোগ্য নহে। যে স্ত্রীলোক ও পুরুষ তোমাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের নাম জানিতে পারিয়াছ?"

মিলি বলিল, "শুনিয়াছি পুরুষটির নাম মিঃ রিংউড, আর স্ত্রীলোকটা পুরুষটার ভগিনী। কিন্তু ইহা আসল নাম কিনা জানি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ছদ্মনাম হওয়াই সম্ভব। তাহাদের চেহারা কিরূপ?"

মিলি বলিল, "পুরুষটার বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর। স্ত্রীলোকটাকে তাহা অপেক্ষা পাঁচ ছয় বৎসরের ছোট মনে হয়। পুরুষটা তেমন লম্বা নয়, লাল রঙ্গ। স্ত্রীলোকটা খুবই ফরসা। মাথায় খুব ঘন চুল, চুলগুলি ঢেউখেলান; থিয়েটারের অভিনেত্রীর মত চেহারা! প্রথমে তাহাকে খুব সুন্দরী মনে হইয়াছিল, কিন্তু সে ব্যবহারে রাক্ষসী!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ব্ল্যাকহিথের কোন্ রাস্তায় সেই বাড়ীটা মনে আছে?"

মিলি বলিল, "তাহা লক্ষ্য করি নাই তবে তাহা দেখাইয়া দিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বটে এখনই আমাকে সেখানে লইয়া চল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মিলি পথ-প্রদর্শিকা

মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও মিলিকে তাঁহার মোটর গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া লণ্ডনের দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আদেশে স্মিথ টাইগারকে সঙ্গে লইয়াছিল।

তাঁহারা লণ্ডন-ব্রীজের উপর দিয়া নদী পার হইলেন, তাহার পর দীর্ঘপথ অতিক্রম পূর্ব্বক গ্রীণউইচ পার্ক ও ব্ল্যাকহিথের সংযোগস্থলে উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্লেক এই স্থানে মোটর থামাইয়া মিলি ডাইন সনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীটা কোন্ দিকে মিলি?"

মিলি বলিল, "বাঁয়ের পথে চলুন; আমাদিগকে আর অধিক দূর যাইতে হইবে না।"

তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। আকাশ নির্ম্মল, নক্ষত্রভূষিত; রাজপথ নির্জ্জন, কোন দিকে কোলাহল ছিল না। মিঃ ব্লেক মিলির নির্দ্দেশানুসারে মোটর চালাইয়া একটি অনতিবৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই অট্টালিকাটি কতকগুলি বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থিত ছিল।

মিলি অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিল, "ঐ বাড়ীর ভিতর আমাকে কয়েদ রাখিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীটি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ইহার চারিদিকেই প্রাচীর আছে দেখিতেছি!"

মিলি বলিল, "বাড়ীর পশ্চাতে একটা দরজা আছে; আমি সেই দরজা দিয়া পলাইয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চল, সেই দরজার কাছে যাই।"

মিলি অগ্রসর হইল, মিঃ ব্লেক টাইগার ও স্মিথসহ তাহার অনুসরণ

করিলেন। মিঃ ব্লেক একটি অনুচ্চ দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া বন্ধ দেখিলেন; তিনি দ্বারসংলগ্ন কড়া টানিতেই দ্বার খুলিয়া গেল!—দাঁড়াইয়া তিনি ভিতরে কোন সাড়াশব্দ শুনিতে পাইলেন না। তখন লঘুপদবিক্ষেপে সেই অট্টালিকার আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন। ঘরের চাহিয়া মিঃ ব্লেক দেখিতে পাইলেন বারান্দায় উঠিবার পথ। তিনি লক্ষ্য করিলেন—কক্ষগুলি সমস্তই অন্ধকারাচ্ছন্ন। বাড়ীতে কোন আছে বলিয়া বোধ হইল না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাহারও যে সাড়া পাইতেছি না! এ বাড়ীতে কোন চাকর-বাকরও নাই?"

মিলি বলিল, "না, আমি এই বাড়ীতে আসিয়া কোন দাসদাসী দেখি "মিঃ ও মিস্ রিংউড ভিন্ন কাহারও কণ্ঠস্বর কোন দিনও শুনিতে পাই নাই।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা! ব্যাপার কি, বুঝিতে পারিয়াছি। মিস্ মিলি উ এখান হইতে পলায়ন করায়, পাছে সে পুলিশ আনিয়া হাঙ্গামা বাধায় ভা তাহারা ভাই ভগিনী উভয়েই সরিয়া পড়িয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার অনুমান অসঙ্গত নহে। মিলি, এ বা তাহাদের নিজের বাড়ী কি না বলিতে পার?"

মিলি বলিল, "না, তাহা জানি না। তবে তাহাদের পরামর্শ আমার ধারণা হইয়াছিল, তাহারা আসবাব-পত্র সমেত এই বা ভাড়া লইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক সদলে হলঘরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে করাঘাত ল লেন। হড়াৎ শব্দে দ্বার খুলিয়া গেল।—কক্ষমধ্যে ঘোর অ বিরাজিত!

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে বৈদ্যুতিক বাতি বাহির করিলেন; আলোকে সেই কক্ষ আলোকিত হইল। গৃহমধ্যে সামান্য সামান্য তৈ ছিল। তাঁহারা হল-ঘর হইতে একতালার বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ ক এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল কক্ষই পরীক্ষা করিলেন। তাঁহারা উপবেশন

প্রবেশ করিয়া প্রাচীর-গাত্রে একখানি 'ফটো' ঝুলিতে দেখিলেন। মিঃ ব্লেককে সেই ফটোখানি পরীক্ষা করিতে দেখিয়া মিলি বলিল, "ইহা মিস্ রিংউডের ফটো!"

মিঃ ব্লেক বলিল, "হাঁ, রূপসী বটে! তোমার কাছে উহাদের চেহারার পরিচয় পাইয়া আমারও ধারণা হইয়াছিল, ইহা মিস্ রিংউডেরই ফটো।"—তিনি ফটোখানি দেওয়াল হইতে খুলিয়া লইয়া পকেটে পুরিলেন।

অনন্তর তাঁহারা সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিলেন। দোতালাও সম্পূর্ণ নির্জ্জন! কোন কোন কক্ষে সামান্য আসবাব ছিল; একটি টেবিলের দেরাজগুলি খোলা, যেন তাড়াতাড়ি দেরাজের জিনিসপত্র অপসারিত করিয়া তাহা আর বন্ধ করিবার অবসর হয় নাই!

স্মিথ অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "কর্ত্তা, অগ্নিকুণ্ডের কাছে কতকগুলা ছাই পড়িয়া আছে!—খুব টাট্‌কা ছাই।"

মিঃ ব্লেক অগ্রসর হইয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিয়া পড়িলেন; তিনি ছাইগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কাগজ পুড়িয়া ছাই হইয়াছে! তাহারা পলাইবার পূর্ব্বে বোধ হয় কতকগুলি দলীল-পত্র পোড়াইয়াছিল।"

মিলিকে যে ঘরে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছিল, ক্রমে তাঁহারা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষটিও অন্যান্য কক্ষের ন্যায় নির্জ্জন।

দ্বিতলে কাহারও সন্ধান না পাইয়া মিঃ ব্লেক সদলে নীচে নামিয়া আসিলেন। স্মিথ বলিল, "বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া একদম্ করার?—তাহারা গেল কোথায়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা বিপদের আশঙ্কায় সন্ধ্যার সময় পলায়ন করিয়াছে; কোথায় গিয়াছে অনুমান করা অসম্ভব।"

স্মিথ উৎসাহের সহিত টেবিল, দেরাজ, আলমারি প্রভৃতি পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে সহসা একটি পরিচ্ছদাধারের ভিতর কৃত্রিম পত্রপুষ্প-শোভিত একটি টুপি দেখিতে পাইল; তাহা সে টানিয়া বাহির করিয়া মিঃ ব্লেককে

দেখিতে দিল। মিলি টুপিটা দেখিয়া বলিল, "উহা মিস্ রিংউডের টুপি,— টুপিতে মৃগনাভি-মিশ্রিত গোলাপের এসেন্সের তীব্র গন্ধ পাইতেছি! জানি মিস্ রিংউড এই এসেন্সের পক্ষপাতিনী ছিল; সে যতবার আমার আসিয়াছিল, ততবারই তাহার পোষাকের এই সৌরভ আমার নাকে প্র করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক টুপিটি হাতে লইয়া তাহার ঘ্রাণ গ্রহণ করিলেন, তা পর বলিলেন, "এই এসেন্সের গন্ধ অত্যন্ত তীব্র! ইহা প্রাচ্য দেশজাত সার। আমাদের দেশজাত কোন এসেন্সের এরূপ সৌরভ আমার পরি নহে। টাইগার বোধ হয় এই সৌরভের সাহায্যে পলাতকদ্বয়ের অনু করিতে পারিবে।"

মিঃ ব্লেক টুপিটা টাইগারের নাকের কাছে ধরিয়া বলিলেন, "টাইগার, টুপি যাহার, সে কোথায় গিয়াছে খুঁজিয়া বাহির করা চাই।"

টাইগার টুপিটা পুনঃ পুনঃ আঘ্রাণ করিয়া দুই তিন মিনিট সেই লিকার বিভিন্ন কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইল, তাহার পর সে একটি দরজা বাগানে প্রবেশ করিল; তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই পথে তা বাহিরে আসিয়াছিল।"

তাঁহারা যে পথে এই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়াছিলেন, টাইগার দেউড়ীর বা আসিয়া তাহার বিপরীত দিকে চলিতে লাগিল! এই পথ লণ্ডনের দিক হ আসিয়া উলউইচের দিকে গিয়াছে। টাইগার কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রা প্রান্তে উপস্থিত হইল, সেই স্থান হইতে মুক্তপ্রান্তর বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারি এবং তাহা নিম্নভূমিতে অবস্থিত।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অদূরে প্লমষ্টেডের জলা। বোধ হয় আমরা নী নদীতীরে উপস্থিত হইব।"

তাঁহারা আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া নক্ষত্রনিকর প্রতিফলিত না জলরাশি দেখিতে পাইলেন। নদীতীরে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত কুটীর ছি এই সকল কুটীরে জেলেরা বাস করিত। টাইগার কোন কুটীরের সম্মুখ দি

কোন কুটীরের পাশ দিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিগত মহাযুদ্ধের সময় এইস্থানে অনেক অস্থায়ী কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। নির্জ্জন নদীতীরে সংস্থাপিত একটি বৃহৎ কুটীরে তখনও বাতি জ্বলিতেছিল। তাঁহারা একটি কক্ষের মুক্ত বাতায়ন-পথে সেই আলোক দেখিতে পাইলেন। টেম্‌স নদীর এক-জন নৌ-চালক এই কুটীরে বাস করিত।

মিঃ ব্লেক আলোক লক্ষ্য করিয়া মুক্ত দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন; কুটীরবাসী মাঝি তখন একখানি ভাঙ্গা দাঁড় মেরামত করিতেছিল। মিঃ ব্লেকের পদশব্দ শুনিয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "মাঝি ভাই! আমরা এখানে আসিয়া-পড়িয়া তোমার কাযের কিছু ব্যাঘাত করিলাম; তুমি এজন্য অসন্তুষ্ট হইও না।"

মাঝি বলিল, "না মহাশয়, আমার কাযের কোন ক্ষতি হয় নাই; তবে আপনাদের মত অপরিচিত ভদ্রলোকদের দেখিয়া আমি একটু বিস্মিত হইয়াছি বটে! কারণ এরূপ সময়ে এখানে কোন ভদ্রলোককে প্রায়ই আসিতে দেখা যায় না; আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আজ রাত্রে এখানে যে আপনারাই আসিয়াছেন এরূপ নহে, সন্ধ্যার পর আরও একটি ভদ্রলোক আমার কুটিরে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গেও একটি স্ত্রীলোক ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা তাহাদেরই কথা জানিবার জন্য তোমার কাছে আসিয়াছি; তাহাদের সহিত আমাদের দেখা করা দরকার।—তাহাদের চেহারা কিরূপ, বয়স-ই বা কত, বলিতে পার?"

মাঝি বলিল, "পুরুষটি তেমন লম্বা বা বেঁটে নয়; বেশ জোয়ান, মুখে কালো দাঁড়ি-গোঁফ আছে; বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হইতে পারে, চল্লিশের কম বটে।—স্ত্রীলোকটি বড়ই রূপবতী; তাহার মাথায় একমাথা ঘন চুল, ঢেউ-খেলান চুলের বলিহারি বাহার! মেয়েটির বয়স সাতাশ আটাশ—কি তাহার কিছু কমও হইতে পারে। তাহার সাজগোজ দেখিয়া খুব সৌখীন

বলিয়াই মনে হয়।—থিয়েটারওয়ালীদের মত তাহার সাজ-পোষাকের ঘটা; ধরণধারণও সেই রকম!"

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে মিস্ রিংউডের ফটোখানি বাহির করিয়া তা মাঝির হাতে দিলেন, বলিলেন, "দেখ দেখি, স্ত্রীলোকটীর চেহারা এই র কি না।"

মাঝি বাতির কাছে গিয়া ছবিখানি দেখিতে লাগিল; তাহার পর মা তুলিয়া বলিল, "এ ত সেই স্ত্রীলোকটিরই ফটো দেখিতেছি! কেবল পোষাক অন্য রকম।"

মিঃ ব্লেক মাঝির হাত হইতে ফটোখানি ফেরত লইয়া পকেটে রাখিলেন তাহার পর তাহাকে বলিলেন, "হাঁ, আমি উহাদেরই সন্ধানে আসিয়াছি —এখানে তাহারা কখন আসিয়াছিল?"

মাঝি বলিল, "প্রায় দুই ঘন্টা পূর্ব্বে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা কোন্ দিকে গিয়াছে বলিতে পার?"

মাঝি বলিল, "নিশ্চয়ই পারি; তাঁহাদের অনুরোধে আমিই তাঁহাদিগকে আমার নৌকায় তুলিয়া নদীর অপর পারে রাখিয়া আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক সাগ্রহে বলিলেন, "তুমিই তাহাদিগকে তোমার নৌকায় নদী পার করিয়া দিয়াছ?—তুমি নিজেই নৌকা চালাইয়াছিলে?"

মাঝি বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, আমি নিজেই নৌকা লইয়া গিয়াছিলাম। এই অন্ধকার রাত্রে তাঁহাদিগকে পার করিয়া দিতে আমার তেমন ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তাঁহারা আমাকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, শেষে মোটা রকম বক্‌শিস্ দিতে রাজী হওয়ায় আমি আর আপত্তি করিলাম না। তাঁহারা বলিয়াছিলেন তাড়াতাড়ি নদী পার হইতে না পারিলে তাঁহাদিগের বড়ই ক্ষতি হইবে। তাঁহাদিগকে পার করিয়া দিয়া বোধকরি অন্যায় করি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি পারাণী ও বক্‌শিস্ পাইয়াছ—তাহাদিগকে পার করিয়া দিয়াছ; কাযটা তোমার অন্যায় হইয়াছে কি করিয়া বলি? কিন্তু কথা কি জান? এই পুরুষ ও স্ত্রীলোকটা গুরুতর অপরাধ করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে

পলাইয়াছে। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহারা আমার সঙ্গিনী এই যুব-
তীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল!—এক সপ্তাহ ইঁহাকে ঘরে
করিয়া রাখিয়াছিল।"

মাঝি বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! তাহারা দুষ্কর্ম্ম করিয়া পলাইতেছে জানিলে
কি তাহাদিগকে পার করিয়া দিই? হাজার টাকা বক্‌শিস্ দিলেও তাহাদের
ছাড়িতাম না; পুলিশ ডাকিয়া নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ধরাইয়া দিতাম। তাহারা
আমাকে বলিয়াছিল, এসেক্স অঞ্চলে তাহাদের বাড়ী, শীঘ্র নদী পার হইতে না
পারিলে তাহাদের বিস্তর ক্ষতি হইবে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কথাটা মিথ্যা বলে নাই; নদীর অপর পারে
তাহাদিগকে কোথায় নামাইয়া দিয়াছিলে?"

মাঝি বলিল, "প্রায় এক মাইল ভাটিতে। ডাগেনহাম ও রেন্‌হামের মাঝা-
মাঝি যায়গায়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি নিজের ইচ্ছায় তাহাদের সেখানে নামাইয়া
দিয়াছিলে, না তাহারা তাহাদিগকে সেই স্থানে নামাইয়া দিতে তোমাকে আদেশ
করিয়াছিল?"

মাঝি বলিল, "তাহারা সেইখানেই নামিতে চাহিয়াছিল কর্ত্তা! লোকটা
নদীর দুই ধারের সকল স্থানই চেনে বোধ হইল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যেখানে তাহাদিগকে নামাইয়া দিয়াছিলে, সেই স্থান
আমাদের দেখাইয়া দিতে পারিবে?"

মাঝি বলিল, "নিশ্চয়ই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম, তুমি শীঘ্র আমাদিগকে সেই স্থানে পৌছাইয়া
দাও। আমার কুকুর গন্ধের অনুসরণ করিয়া তাহাদের ধরিতে পারিবে।"

মাঝি বলিল, "তবে আর বিলম্ব করিবেন না, আপনারা আমার নৌকায়
চলুন; আমি আলো লইয়া আসি।"

মিঃ ব্লেক সদলে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া নৌকায় উঠিয়া বসিলেন; তাড়া-
তাড়ি পার হইবার আশায় তিনি ও স্মিথ উভয়েই দাঁড় ধরিলেন, মাঝি নির্দ্দিষ্ট

স্থল লক্ষ্য করিয়া নৌকা চালাইতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে মাঝি নদী অপর পারের একটি স্থান লক্ষ্য করিয়া নৌকা ভিড়াইল।

মাঝি বলিল, "তাহারা যখন পার হইয়াছিল—তখন জোয়ার ছিল, এখন ভাটা পড়িয়াছে, ঠিক সেই স্থানে নৌকা ভিড়িবে না। আপনাদের এইখানে নামিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই স্থানটি কতখানি তফাতে ?"

মাঝি বলিল, "কুড়ি বাইশ গজ হইবে। দু'মিনিটের মধ্যে আপনারা সেখা যাইতে পারিবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেশ ভাল কথা, আমরা এইখানেই নামিব। মি মিলি, জোয়ারের জল নামিয়া যাওয়ায় তীরে বড় কাদা হইয়াছে, তুমি এ কা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারিবে না ; আমি তোমাকে কোলে লইয়া এই কাদাটা পা করিয়া দিতেছি।"

মিলি বলিল, "না মহাশয়, আমাকে ততদূর অপদার্থ মনে করিবেন না, আ হাঁটিয়া যাইতে পারিব।"

তাঁহারা সাবধানে পদবিক্ষেপ করিয়া, যতদূর সম্ভব কাদা না মাড়াইয়া তী উঠিলেন। টাইগার মাটী শুঁকিতে লাগিল, তাহার পর একটু দূরে গিয়া মু তুলিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে ভৌ-ভৌ শব্দ করিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দি চাহিল ; মিঃ ব্লেক বুঝিলেন—গন্ধটা সে ঠিক ধরিতে পারিয়াছে।

মাঝি সেখানে দাঁড়াইয়া কৌতূহলভরে টাইগারের ভাব লক্ষ্য করিতেছি সে বলিল, "কর্ত্তা, ঠিক এই যায়গায় স্ত্রীলোকটা বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক মাঝিকে কিছু বক্‌শিস দিয়া বিদায় করিলেন।

তাঁহারা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি বৃহৎ কারখানা দেখিতে পাইলেন এই কারখানাটিও যুদ্ধের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল ; কিন্তু তখন তাহা ভগ্ন পরিত্যক্ত অবস্থায় পতিত ছিল। স্মিথ তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেককে জিজ্ঞা করিল, "এ কারখানায় কি হইত, কর্ত্তা !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহা যুদ্ধের সময় এরোপ্লেনের ষ্টেশনরূপে ব্যবহৃত হইত

স্মিথ বলিল, "এখন ত এখানে এরোপ্লেন নাই। দেখুন দেখুন, টাইগার পাশের পথ ছাড়িয়া ষ্টেশনের ভিতর প্রবেশ করিতেছে!"

মোটর ইঞ্জিনের ঘস্ ঘস্ শব্দ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই শব্দ শুনিয়া স্মিথ বলিল, "এ কি ব্যাপার, কর্ত্তা! এ ত এরোপ্লেনের ইঞ্জিনের শব্দ; কিন্তু আকাশের কোন দিকে এরোপ্লেনের চিহ্ন ও নাই! শব্দটা কোথা হইতে আসিতেছে?"

মিঃ ব্লেক কথা বলিবার পূর্ব্বেই ষ্টেশনের ভিতর হইতে একখানি অনতি-বৃহৎ এরোপ্লেন 'হুস্-হুস্' শব্দে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল!

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "শিকার বুঝি পলায়! শীঘ্র ভিতরে চল।"

তাঁহারা দ্রুতপদে ষ্টেশনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহারা জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না; টাইগার হা করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে এরোপ্লেনের দিকে চাহিয়া ভৌ ভৌ ভক্ শব্দে ডাকিতে লাগিল।

তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। এরোপ্লেনখানি তখনও অধিক ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় নাই; তাঁহারা তাহার দিকে চাহিয়া একটি পুরুষ ও একটি রমণীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ রিংউড ও মিস্ রিংউড ঐ দেখ বসিয়া আছে! উহারা আমাদিগকেও দেখিতে পাইয়াছে।"

মিস্ রিংউড নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া জ্যোৎস্নালোকে মিলিকে দেখিতে পাইল, বোধ হয় তাহাকে চিনিতেও পারিল! কারণ মুহূর্ত্ত পরেই এরোপ্লেনখানি সবেগে আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া পূর্ব্বমুখে সমুদ্রের দিকে চলিল।

স্মিথ বলিল, "কয়েক মিনিটের বিলম্বে শিকার হাতছাড়া হইল; কি আপশোষ! এরূপ হইবে জানিলে আমরা 'গ্রে প্যান্থারে' উড়িয়া এখানে আসিতাম, এবং আকাশপথে উহাদের অনুসরণ করিতাম।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "পাগল আর কি! গ্রে প্যান্থারে আসিলে কি টাইগার গন্ধের অনুসরণ করিয়া আমাদের এখানে আনিতে পারিত?—

ইহারা যে এখানে আসিয়াছে—তাহা কিরূপে বুঝিতাম ?—আমাদের এরোপ্লেন শণ্ডনে আছে, আর আমরা মোটরে চাপিয়া কোথায় আসিয়াছিলাম ভাবিয়া দেখ। চল তাড়াতাড়ি নিকটস্থ কোন টেলিফোঁ আফিসে গিয়া পুলিশে সংবাদ পাঠাই।"

স্মিথ বলিল, "ষ্টেশনের ভিতরটা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন না ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও ক্ষতি নাই ; যাহাদের সন্ধানে আসিয়াছিলাম—তাহাদের ত এখানে পাইব না, তবে আর তাড়াতাড়ি করিয়া লাভ কি ? আগে ডেগেনহাম বা রেন্‌হামে গিয়া টেলিফোঁ করিলে বরং কিছু কায হইতে ও পারে। শীঘ্র চল।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অন্ধকারে গুলিবর্ষণ

মিঃ ব্লেক রিংউড ও তাহার ভগিনীর আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে বড়ই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন; এই ঘটনায় তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেও ইহার অব্যবহিত পরেই আর একটি বিস্ময়াবহ ও অচিন্তপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিবে তাহা তিনি তখন অনুমান করিতে পারেন নাই।

তাঁহারা এরোপ্লেনের ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া টেলিফোঁ আফিসের সন্ধানে দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহারা কুড়ি পঁচিশগজ যাইতে যাইতেই 'গুড়ুম' করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল! মিঃ ব্লেক কর্ণমূলে হঠাৎ উত্তাপ অনুভব করিলেন; তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইলেন একটা অলন্ত গুলি তাঁহার কানের পাশ দিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া গেল! যেন দৈবানুগ্রহেই তাঁহার মাথাটা বাঁচিল।—গুলিটা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাদের কয়েকগজ সম্মুখে মাটিতে বিঁধিল।

স্মিথ থমকিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! কোনও কোনও শত্রু আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িয়াছে। বোধ হয় কেহ লুকাইয়া থাকিয়া আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রাইফেলের গুলি! রিভল্‌বারের গুলি এতদূর পর্য্যন্ত আসিত না; গুপ্ত শত্রু অনেক দূরেই আছে, কিন্তু কোথা হইতে গুলি করিয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না।"

স্মিথ বলিল, "সম্ভবতঃ ষ্টেশনের ভিতর হইতেই আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিয়াছে; ফিরিয়া গিয়া ষ্টেশনটা পরীক্ষা করিলেই বোধ হয় ভাল হইত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ক্ষেপিয়াছ না কি? যদি কেহ সেখানে লুকাইয়া

থাকে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার গুলি করিবে। অনর্থক খুনজখম হইয়া ক... কি ?

তাঁহার কথা শেষ হইবামাত্র পুনর্ব্বার বন্দুকনির্ঘোষ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল।—স্মিথ তৎক্ষণাৎ 'বাপ রে !' বলিয়া বসিয়া পড়িল।

মিঃ ব্লেক ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আহত হইয়াছ না কি ?"—সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই স্থানেই শুইয়া পড়িলেন এবং মিলিকেও তদ্রূপ করিতে বলিলেন।

স্মিথ বলিল, "না কর্ত্তা, আহত হই নাই। গুলিটা মাথার উপর দিয়া গিয়াছে; আর একইঞ্চি নামিলেই গোয়েন্দাগিরি করা জন্মের মত শেষ হইত।"

স্মিথের টুপিটা তাহার মাথা হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল, মিঃ ব্লেক হাত বাড়াইয়া তাহা তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "তোমার কথা মিথ্যা নহে, টুপিটা ছাঁদা করিয়া গুলি বাহির হইয়া গিয়াছে! চল আমরা বুকে ভর দিয়া সম্মুখের ঐ কুটীর পর্য্যন্ত যাই, উঠিয়া হাঁটিয়া যাইলে প্রাণরক্ষার আশা নাই। তৃতীয় গুলি নিষ্ফল হইতেও পারে।"

স্মিথ হামা টানিতে টানিতে বলিল, "শত্রু বোধহয় একজন নহে; তাহারা আমাদিগকে সহজে ছাড়িবে না। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আগে আমাদিগকে টেলিফোঁ আফিস খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। তাহার পর পুলিশ সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনটা খানাতল্লাস করিতে আসিব। এখন ফিরিলেই মরিতে হইবে। মিলিকে রক্ষা করাই প্রধান কর্ত্তব্য।"

স্মিথ বলিল, "পুলিশ লইয়া এখানে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই আততায়ীরা চম্পট দান করিবে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্ভব বটে; কিন্তু অন্য উপায় কিছুই নাই। মিলিকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিবার পূর্ব্বে আমরা এরূপ সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হইতে পারি না।"

বুকে হাঁটিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা একটি পথ দেখিতে পাইলেন;

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই পথ বোধ হয় নগরের দিকে গিয়াছে। এখন সম্ভবতঃ আমরা অনেকটা নিরাপদ। চল, উঠিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করি।"

কিছুদূরে পথের ধারে একটি বাড়ী ছিল; তাঁহারা উঠিয়া সেই বাড়ী লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট মধ্যেই তাঁহারা সেই বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া একটি লোক দেখিতে পাইলেন; মিঃ ব্লেক তাহাকে স্থানীয় থানার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে থানাটি নিকটেই ছিল। মিঃ ব্লেক সদলে থানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর তাঁহারই অন্যতম সুহৃদ মিঃ মেকিং!

ইন্‌স্পেক্টর মেকিং সেই অসময়ে সেই অবস্থায় তাঁহাদিগকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ব্লেক! তুমি এখানে? আমি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাণ্ডটা স্বপ্নের মতই বটে! সে সকল কথা পরে বলিব। আপাততঃ তুমি কয়েকজন কন্‌ষ্টেবলকে আমার সঙ্গে থানাতল্লাসীতে যাইবার জন্য আদেশ কর, আর টেলিফোঁতে একটা খবর পাঠাও।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আমি তোমাকে টেলিফোঁর ঘরে লইয়া যাইতেছি; টেলিফোঁতে যাহাকে যাহা জানাইতে হয় তুমিই জানাও, তাহাতে কায অনেক আগাইয়া যাইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেককে টেলিফোঁর নিকট লইয়া যাইলে, মিঃ ব্লেক স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের টেলিফোঁতে ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর থ্রেলকে ডাকিলেন। তিনি সাড়া দিলে মিঃ ব্লেক সংক্ষেপে সকল কথা বলিয়া তাঁহাকে মার্কোনীর বে-তার টেলিগ্রাফের সাহায্যে লণ্ডনের পূর্ব্বউপকূলে পূর্ব্বোক্ত এরোপ্লেন খানির গতি-বিধির সন্ধান লইতে অনুরোধ করিলেন!

মিঃ ব্লেক যখন টেলিফোঁযোগে ইন্‌স্পেক্টর থ্রেলের সহিত আলাপ করিতেছিলেন সেই অবসরে ইন্‌স্পেক্টর মেকিং কয়েকজন কন্‌ষ্টেবলকে ডাকিয়া খানাতল্লাসীর জন্য সজ্জিত করিয়াছিলেন। কুড়িজন কন্‌ষ্টেবল সজ্জিত হইয়া মিঃ ব্লেকের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রত্যেকের হাতে এক একটা রিভলভার দাও, জানি যদি শত্রুরা যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে।"

ইন্‌স্পেক্টর মেকিং তখন প্রত্যেক কন্‌ষ্টেবলকে এক একটি রিভলভার ও কয়েকটি করিয়া টোটা দিলেন। মিলিকে থানায় বসাইয়া রাখিয়া মিঃ ব্লে এরোপ্লেনের ষ্টেশন-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কন্‌ষ্টেবলদের জুতার মস্ শব্দে রাজপথ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাদের এই বীরদ কোন ফল হইল না, তাহারা এরোপ্লেনের ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া জনপ্রাণীকে সেখানে দেখিতে পাইল না! যাহারা মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে হত্যা করিব অভিপ্রায়ে গুলি করিয়াছিল—তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে তাহা কেহই নি করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা সরিয়া পড়িয়াছে; পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলা ফিরিয়া আসিয়া আর তাহাদের সন্ধান পাইব না! যাহাহউক, ষ্টেশনটার ভিত খানাতল্লাসী করিয়া দেখাই আপাততঃ কর্ত্তব্য।"

ষ্টেশনের ভিতরে ও বাহিরে বালুকারাশির উপর কতকগুলি পদচিহ্ন লক্ষি হইল বটে, কিন্তু তাহার সাহায্যে আততায়ীদের অনুসরণ করা সম্ভব হইল না। মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একটি যুবক ও একটি যুবতী এই স্থান হইতে এরোপ্লেনে উড়িয়া গিয়াছে; তাহাদের সাহায্যের জন্য আরও অনেকে এখানে উপস্থিত ছিল। আমরা সেই যুবক যুবতীর পরিচয় জানিলেও তাহাদের সঙ্গীদের পরিচয় জানি না; সুতরাং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার আশা নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর মেকিং বলিলেন, "এখান হইতে এরোপ্লেন উড়াইবার সুযোগ থাকা বড়ই বিপজ্জনক মনে হইতেছে! যদি তাহাদের কোন লোক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া এখানে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে একটু চেষ্টা করিলেই বোধ হয় তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব। দুই জন কন্‌ষ্টেবলকে এখানে গোপনে পাহারায় রাখিলে কিরূপ হয়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ যুক্তি মন্দ নয়; রাত্রে দুই একবার পাহারা বদলের ব্যবস্থা করিলেই চলিবে। আমি আজ রাত্রেই লণ্ডনে ফিরিয়া যাইব;

এরোপ্লেন খানির কোন সংবাদ পাওয়া যায় কি না জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক সদলে সেই রাত্রেই লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া মিলিকে স্মিথসহ তাহার বাসায় পাঠাইয়া দিলেন, তাহার পর তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চলিলেন।

স্মিথ মিলিকে তাহার ডালষ্টনের বাসায় রাখিয়া বাড়ী আসিয়া দেখিল মিঃ ব্লেক পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিয়াছেন। তিনি স্মিথকে বলিলেন, "আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়াই সংবাদ পাইলাম হারউইচের উপকূলে একখানি অপরিচিত এরোপ্লেন আকাশে উড়িতে দেখা গিয়াছে! তাহা উত্তর-পূর্ব্ব মুখে সমুদ্রের দিকে যাইতেছিল। ইহার পর যদি কোন সংবাদ আসে, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি।"

অল্পক্ষণ পরে টেলিফোঁতে সংবাদ আসিল, এরোপ্লেনখানি হল্যাণ্ডের দিকে গিয়াছে; বে-তার টেলিগ্রামে ইহা জানিতে পারা গিয়াছে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হল্যাণ্ড-রাজধানী আমষ্টার্ডাম নগর হীরক ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। লর্ড লিন্‌ডেলের হীরক-নেকলেস্ বোধ হয় আমষ্টারডামে পৌঁছাইয়াছে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ষড়যন্ত্র

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া স্মিথ ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া থাকিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "কর্ত্তা, এ যে বড়ই তাজ্জবের কথা! লর্ড লিনডেলের হীরার নেকলেস্ হল্যাণ্ড-রাজধানী আমষ্টার্ডাম নগরে গিয়া পড়িল? এখন আপনি কি করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার এই অনুমান সত্য কি না পরীক্ষা করিতে হইবে; এখন ইহাই প্রথম কর্ত্তব্য।"

স্মিথ বলিল, "তবে কি আপনি আমষ্টার্ডামে যাইবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তাহাই মনে করিতেছি।"

স্মিথ বিদেশ-যাত্রার আশায় উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "কি মজা! আমরা কি তবে গ্রে প্যান্থার লইয়া আকাশ-পথে উড়িয়া যাইব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, গগন-বিহারের সুযোগ হইবে না। আমরা আজ রাত্রেই হারউইচের 'ষোট-ট্রেণ' ধরিব; তাহার পর জাহাজে সমুদ্র পার হইয়া হল্যাণ্ডে যাইব।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু 'গ্রে প্যান্থারে' যাওয়ার অসুবিধা কি? তাহাতে আমরা শীঘ্র যাইতে পারিতাম, কষ্টও কম হইত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সত্য; কিন্তু এরোপ্লেনে যাইবার প্রধান অসুবিধা এই যে, হল্যাণ্ডের গবর্মেণ্টের অনুমতি ভিন্ন বিদেশ হইতে এরোপ্লেন লইয়া সে দেশের কোন নগরে অবতরণ করা নিষিদ্ধ। ওলন্দাজ গবর্মেণ্টের অনুমতি বড় সময় সাপেক্ষ, সে জন্য সুপারিশ-পত্র সংগ্রহ করিতে হইবে; বিশেষতঃ সে দেশে গিয়া কোথায় নামিতে হইবে—তাহাও জানি না।"

স্মিথ তর্কে হারিতে চাহে না; সে বলিল, "একই দেশের দুইজন লোকের

সম্বন্ধে কি দুই রকম ব্যবস্থা হইবে ? মিঃ রিংউড এরোপ্লেনে গিয়া যদি হল্যাণ্ডে নামিতে পারে—তাহা হইলে আমরাই বা তাহা না পারিব কেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার দলের লোক হল্যাণ্ডেও আছে ত ; তাহারা বোধ হয় পূর্ব্বেই অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করিয়াছে। যোগাড়যন্ত্র পূর্ব্ব হইতেই ঠিক হইয়া আছে ; কিন্তু আমাদের অনুকূলে তদ্বির করিবার লোক একজনও হল্যাণ্ডে নাই।

স্মিথ বলিল, "আপনি এরোপ্লেন লইয়া হল্যাণ্ডে নামিবার পর যদি কর্ত্তৃপক্ষ এই অবৈধ কার্য্যের জন্য আপনাকে দায়ী করে, তাহা হইলে আপনি আত্ম-পরিচয় দিয়াও কি অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন না ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা পারি বটে, কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া যে আন্দোলন-আলোচনা আরম্ভ হইবে, তাহা বন্ধ করিবার উপায় কি ? আমি হল্যাণ্ডে গিয়াছি এ কথা অনেকেই জানিয়া ফেলিবে ; সংবাদটা হয় ত কাগজেও প্রকাশিত হইবে। ইহা আমার সঙ্কল্প সিদ্ধির অনুকূল নহে। এমন কি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দৈনিক কাগজ গুলিতে মোটা মোটা হরফে ছাপা হইবে, "সুবিখ্যাত বৃটীশ ডিটেক্‌টিভ মিঃ ব্লেকের বিমান-বিহার,—গগন-পথে হল্যাণ্ডে আগমন !" ইহাতে আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। আমরা সেখানে গিয়াছি—এ সংবাদ রিংউডের কর্ণগোচর হইলে আমার সেখানে যাওয়াই অনর্থক হইবে। আমরা ছদ্মবেশে সাধারণ পর্য্যটকের মত যাইব।"

মিঃ ব্লেক স্মিথের তর্কের পথ বন্ধ করিয়া তাহাকে জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতে বলিলেন, তাহার পর জাহাজের টিকিট ও ছাড়পত্র সংগ্রহের জন্য বাহিরে চলিলেন। এরূপ অসময়ে তাহা সংগ্রহ করা অন্যের পক্ষে কষ্টকর, এমন কি, অসম্ভব হইলেও মিঃ ব্লেক সহজেই তাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন ; এবং দুই ঘণ্টার মধ্যেই তিনি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া হারউইচগামী ট্রেণে চাপিলেন। তাঁহারা প্রত্যূষে ট্রেণ হইতে নামিয়া রটারডাম্‌গামী জাহাজে আরোহণ করিলেন। তিনি রটারডাম হইয়া আমষ্টারডামে যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন।

পথে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটিল না। তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে হল্যাণ্ডে

প্রবেশ করিয়া পরদিন সায়ংকালে রাজধানী আমষ্টার্ডামে উপস্থিত হইলেন, এ জিডার জেক্ নদীর তীরে একটি ক্ষুদ্র হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হল্যা আসিয়া মিঃ ব্লেক পূর্ব্বেও একাধিক বার এই হোটেলে বাস করিয়াছিলে হল্যাণ্ড রাজধানী আমষ্টারডাম নগর তাঁহার সুপরিচিত। আমষ্টারডাম কয়েকজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসীর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি তাঁহাদে কাহারও কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইলেন বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহা ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু এ কথা যেন প্রকাশ না হয়। তি স্বয়ং হেন্‌রী মেট্‌ল্যাণ্ড নাম গ্রহণ করিয়া স্মিথকে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রে টারী বলিয়া পরিচিত করিলেন; স্মিথের নাম হইল মিঃ টেলার। মিঃ ব্লে টাইগারকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। তিনি স্মিথের হস্তে টাইগারের রক্ষণাবেক্ষ ণের ভার দিয়া কোন কোন গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের আশায় হোটেল হইতে বাহি হইয়া পড়িলেন।

তিনি হোটেলে প্রত্যাগমন করিলে স্মিথ তাঁহার প্রফুল্ল ভাব লক্ষ্য করি বলিল, "কর্ত্তা, আপনার চোখমুখ দেখিয়া মনে হইতেছে সুসংবাদ আছে! আপনি রিংউডকে দেখিতে পাইয়াছেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আজ দেখা পাই নাই বটে, কিন্তু আশা হইয়াছে কাল সকালেই তাহাকে দেখিতে পাইব।"

স্মিথ ব্যগ্রভাবে বলিল, "বটে? কোথায় তাহাকে দেখিতে পাইবেন শুনিতে পাই না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ভান সিমেল্ নামক একজন কলওয়ালার দড়ির কার খানায়। সে দড়িপ্রস্তুতের একটা কল আবিষ্কার করিয়াছে, সেই কলের 'পেটেণ্ট' ইংলণ্ডে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছে; আমি তাহাই বিক্রয়ের উপ লক্ষ্য করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিব মনে করিতেছি।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু রিংউডের সহিত দড়ির কলের কি সম্বন্ধ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমিও তাহাই জানিতে চাই। আমি স্থানীয় কোন বন্ধুর নিকট জানিতে পারিয়াছি রিংউডের সহিত ভান সিমেলের প্রগাঢ় বন্ধু

আছে ; আরও জানিতে পারিয়াছি রিংউড এরোপ্লেনেই এই নগরে উপস্থিত হইয়াছে। সে কাল বেলা এগারটার সময় ভান সিমেলের সহিত দেখা করিতে তাহার কারখানায় উপস্থিত হইবে।"

স্মিথ বলিল, "আপনি কি সেই কারখানায় গিয়া রিংউডকে দেখিবেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সেইরূপই ইচ্ছা আছে। কাল বেলা সাড়ে দশটার সময় আমার সেখানে উপস্থিত হইবার কথা আছে। তাহার কারখানায় গিয়া রজ্জু-নির্ম্মাণের কৌশলাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে আমার একঘণ্টা সময় লাগিবে। সেই সুযোগে আমি রিংউডকে দেখিতে পারিব।"

স্মিথ বলিল, "মিলিকে অবৈধরূপে কয়েদ করিয়া রাখিবার অভিযোগে আপনি কি সেই স্থানেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমার সে সঙ্কল্প নাই। আমার বিশ্বাস, রিংউড লর্ড লিন্‌ডেলের হীরক-নেকলেস্ বিক্রয় করিবার মতলবেই আমষ্টারডামে আসিয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বে সেই নেক্‌লেসের সন্ধান পাওয়া আবশ্যক, কারণ নেকলেস্‌খানি উদ্ধার করাই প্রধান কায। নেকলেসের সন্ধান পাইবার পর তাহাকে গ্রেপ্তার করা কঠিন হইবে না। সে কারখানায় আসিলে আমি তাহার উপর দৃষ্টি রাখিব ; তাহার পর সে যেখানেই যাউক, তাহার অনুসরণ করা কঠিন হইবে না। আশা করি দুই একদিনের চেষ্টায় নেক্‌লেস্ খানির সন্ধান পাইব।"

স্মিথ বলিল, "যদি সে নেকলেস্‌খানি সঙ্গে আনিয়া থাকে—তাহা হইলেই ত আপনার চেষ্টা সফল হইবে, নতুবা অনর্থক ঘুরিয়া বেড়ানই সার! আর আপনি কিরূপে চোরা নেকলেসের সন্ধান পাইবেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নেক্‌লেস্ তাহার সঙ্গে না থাকিলে সে আমষ্টারডামে আসিত না! নেক্‌লেস্ কোথায় আছে—তাহা জানিবার জন্য ওলন্দাজ ডিটেক্‌টিভ বুর্দ্দের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় বুর্দ্দের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। সে সুদক্ষ গোয়েন্দা,

তাহার সাহায্যে আমি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইব সন্দেহ নাই। তাহার নিকট হইতে একখানি পরিচয়পত্র লইয়াই আমি ভান সিমেলের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

স্মিথ বলিল, "বুর্দ্দের সহিত ভান সিমেলের বন্ধুত্ব আছে না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সে গরজের বন্ধুত্ব! প্রকৃত পক্ষে ভান সিমেলের প্রতি অনেক দিন হইতেই তাহার দৃষ্টি আছে। সে ভান সিমেলকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। ভান সিমেল যে সময় যোহানাসবার্গে বাস করিত, সেই সময় হইতেই তাহাদের আলাপ। বুর্দ্দের বিশ্বাস, ভান সিমেল চোরামালের ব্যবসায়েই ফাঁপিয়া উঠিয়াছে; এবং এখন সে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিলেও এমন লাভের ব্যবসায়ের মায়া কাটাইতে পারে নাই! এই জন্যই বুর্দ্দ তাহার উপর কায কর্ম্মের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে এবং আমাকে সাহায্য করিতেও সম্মত হইয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "দড়ির ব্যবসায় সম্বন্ধে আপনার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই, অথচ আপনি তাহার 'পেটেণ্টে'র ক্রেতা সাজিয়া যাইবেন! সে আপনার সঙ্গে দুই চারিটি কথা কহিয়াই বুঝিতে পারিবে রজ্জু-ব্যবসায়ে আপনি আনাড়ীমাত্র,—তখন সে যদি আপনাকে সন্দেহ করিয়া বসে—তাহা হইলে আপনি বিপদে পড়িতে পারেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজ রাত্রেই এ বিদ্যায় আমি পণ্ডিত হইয়া উঠিব। পাণ্ডিত্যলাভের উপকরণ আমার সঙ্গেই আছে।"—তিনি পকেট হইতে একখানি পুস্তক বাহির করিয়া স্মিথকে দেখাইলেন। পুস্তকখানি রজ্জুব্যবসায় সংক্রান্ত নানা তথ্যে পূর্ণ।

স্মিথ পুস্তকখানি খুলিয়া দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিল, এবং তাহা তাঁহাকে ফেরত দিয়া বলিল, "পুস্তকখানি যে ওলন্দাজী ভাষায় রচিত, কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ওলন্দাজী ভাষা না শিখিয়াই কি ওলন্দাজের দেশে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছি? বহু ভাষায় অভিজ্ঞ না হইলে বিভিন্ন দেশে গোয়েন্দাগিরি করা চলে না, তাহা কি তুমি জান না? কাল সকালে য

ব্যবসায়সংক্রান্ত কোন প্রশ্নে কেহই আমাকে ঠকাইতে পারিবে না।—তবে আজ আমাকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া এজন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক স্মিথকে শয়ন করিতে বলিয়া অধ্যয়নে রত হইলেন। দায়ে পড়িয়া এই ভাবে তাঁহাকে নানা বিষয় শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। আমরা যাহাকে 'জুতাশিলাই হইতে চণ্ডীপাঠ' বলি, তাহার কিছুই তাঁহার অনায়ত্ত ছিল না।

পরদিন প্রভাতে প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া মিঃ ব্লেক ভান্ সিমেলের কারখানা দেখিতে চলিলেন; তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়েই সেই কারখানার উপস্থিত হইলেন।

কারখানার এক প্রান্তে ভান সিমেলের আফিস; অসংখ্য কেরাণী আফিসে বসিয়া কার্যকর্ম্ম করিতেছিল। মিঃ ব্লেক আফিসঘরে প্রবেশ করিয়া একজন কেরাণীকে বুর্দ্দপ্রদত্ত পরিচয়-পত্রখানি প্রদান করিলেন।

কেরাণীটি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার স্বদেশীয় ভাষায় বলিল, "ওঃ, আপনই মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড? মিঃ ভান সিমেল তাঁহার কামরায় আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু বোধ হয় ইতিমধ্যে অন্য কেহ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছে; আপনি দয়া করিয়া এই চেয়ারে একটু বসুন, আমি তাঁহাকে আপনার কথা বলিয়া আসি।"

মিঃ ব্লেককে বসাইয়া রাখিয়া ওলন্দাজ কেরাণীটি হলঘরের ভিতর দিয়া অন্য প্রান্তে অবস্থিত একটি কক্ষে প্রবেশ করিল।

ভান সিমেল তখন তাহার খাসকামরায় বসিয়া একজন লোকের সহিত কি পরামর্শ করিতেছিল। এই লোকটিকে দেখিলে তাহার চিরপরিচিত কোন বন্ধুও বলিতে পারিত না, সে মিঃ রিংউড! সে এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল যে, তাহার আসল চেহারার কোন সাদৃশ্যই তাহার দেহে বর্ত্তমান ছিল না! মিঃ ব্লেক সেই আফিসে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই রিংউড ভান সিমেলের খাসকামরায় প্রবেশ করিয়াছিল।

কেরাণীটি সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেই তাহাদের গল্প বন্ধ হইল; ভান

সিমেল বিরক্তিভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কেরাণীটার মুখের দিকে চাহিতেই সে তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড নামক যে ভদ্রলোকটির আসিবার কথা ছিল তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তিনিই এই পত্রখানি আপনাকে দিতে বলিলেন।"

ভান সিমেল পত্রখানি লইয়া পাঠ করিল, তাহার পর তাহা ছদ্মবেশী রিংউডের হস্তে প্রদান করিলে সে-ও তাহা নিঃশব্দে পাঠ করিল।

ভান সিমেল কেরাণীটিকে বলিল, "ভদ্রলোকটিকে দুই এক মিনিট অপেক্ষা করিতে বল; আমি ঘণ্টা দিলেই তুমি তাহাকে এখানে রাখিয়া যাইবে।"

কেরাণী তাহাকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। সে প্রস্থান করিবা-মাত্র জেম্‌স রিংউডের মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্তিম হইয়া উঠিল; তাহার উজ্জ্বল নেত্রে ক্রোধ, বিরক্তি ও সন্দেহ পুঞ্জীভূত হইল। সে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ভান সিমেলের মুখের দিকে চাহিল।

ভান সিমেল তাহার কঠোর দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার কথা সত্য কি না এখনই তাহার পরীক্ষা হইবে। তোমার সন্দেহ আগন্তুক ছদ্মবেশী বৃটীশ ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেক!—তোমার এরূপ অদ্ভুত সন্দেহের কারণ কি বল ত।"

জেম্‌স রিংউড বলিল, "এই মেট্‌ল্যাণ্ড নামধারী লোকটা যে হোটেলে আড্ডা লইয়াছে, সেই হোটেলেই আমার একটি বন্ধু বাস করিতেছেন; তিনি আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, মেট্‌ল্যাণ্ড নামে আত্মপরিচয় দিয়া যে ব্যক্তি হোটেলে বাসা লইয়াছে, তাহার সঙ্গে একটি ছোকরা আর একটা ব্লড-হাউণ্ড আছে!—রবার্ট ব্লেকেরও একটা পোষা ব্লড-হাউণ্ড আছে; এইজন্যই আমার সন্দেহ-মেট্‌ল্যাণ্ড ছদ্মবেশী ব্লেক ভিন্ন অন্য কেহ নহে।"

ভান সিমেল হো হো করিয়া হাসিয়া—হাসির চোটে চোখদুটি অর্দ্ধ-নিমীলিত করিয়া বলিল, "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবল রবার্ট ব্লেকেরই পোষা ব্লড হাউণ্ড আছে, কস্মিন কালেও আর কাহারও ব্লড-হাউণ্ড পুষিবার সখ হয় না, এই ত তোমার যুক্তি?—হা, হা, হো, হো, হি,হি।"—হাসি আর থামে না!

জেম্‌স রিংউড গম্ভীর হইয়া বলিল, "হাসি রাখ। উহার সঙ্গে কেবল ব্লড-হাউণ্ড আছে বলিয়াই যে উহাকে ব্লেক বলিয়া সন্দেহ করিতেছি এরূপ নহে; লোকটা ইংরাজ, ইংলণ্ড হইতে কুকুর লেজে বাঁধিয়া এই মুলুকে আসিয়াছে, অথচ উহাদিগকে 'কোয়ারেনটাইনে' আবদ্ধ থাকিতে হয় নাই! রবার্ট ব্লেক ভিন্ন অন্য কোন ইংরাজের পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। তাহার অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তিই ইহার কারণ। বিশেষতঃ, কোন সাধারণ ইংরাজ কেবল সখের খাতিরে ইংলণ্ড হইতে এতটাকা ভাড়া দিয়া কুকুর লইয়া এদেশে আসিত না।"

ভান সিমেল হাসিয়া বলিল, "হাঁ, তোমার এ যুক্তি অব্যর্থ বটে! কিন্তু গোয়েন্দাটা যে তোমার সন্ধানেই এখানে আসিয়াছে এরূপ সন্দেহের কারণ কি?"

রিংউড বলিল, "সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। ইংলণ্ডের এসেক্স নামক স্থান হইতে আমি যখন এরোপ্লেনে উঠিয়া চম্পট দিই তাহার ঠিক পরেই সে তাড়াতাড়ি এরোপ্লেনের ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিল; এরোপ্লেন ছাড়িতে আমার দুই এক মিনিট বিলম্ব হইলেই আমি সেই স্থানে ধরা পড়িতাম সন্দেহ নাই। আমি এরোপ্লেন হইতে নীচে চাহিয়া জোৎস্নালোকে দুই জন সঙ্গী ও কুকুর সহ তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

রিংউডের কথা শুনিয়া ভান সিমেলের মুখ হঠাৎ গম্ভীর ও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে বলিল, "বটে? কিন্তু তুমি সেখান হইতে আমষ্টার্ডামে আসিয়াছ ইহা সে কিরূপে বুঝিল? আর এত শীঘ্রই বা সে এখানে কিরূপে আসিল? ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতেছে!"

রিংউড বলিল, "রবার্ট ব্লেক যে কি 'চিজ্' তা তুমি জান না বলিয়াই একথা বলিতেছ। তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা, তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে! সে অসাধারণ ধূর্ত্ত; যে সকল জোগাড়-যন্ত্র করিতে অন্যের দশ দিন লাগে, সে একদিনের চেষ্টায় তাহা শেষ করিতে পারে। আমি আমার বন্ধু বান্ধবের নিকট তাহার শক্তি-সামর্থ্যের যে সকল গল্প শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি লোকটা দৈবশক্তি সম্পন্ন!"

ভান সিমেল বলিল, "মেট্‌ল্যাণ্ড যদি সত্যই রবার্ট ব্লেক হয়, তাহা হইলে তুমি কি করিবে মনে করিতেছ?"

রিংউড সতেজে বলিল "তাহার মুণ্ডপাত করিব; তাহার গোয়েন্দাগিরি করা জন্মের মত ঘুচাইয়া দিব।"—এই কথা বলিবার সময় তাহার চক্ষে যেন নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল! তাহার কথা শুনিয়া ভান সিমেলের বুক কাঁপিয়া উঠিল; সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কাষটা বড় সহজ নহে।"

রিংউড বলিল, "তা জানি; কিন্তু ইহা ভিন্ন নিস্তার লাভের আর কোন উপায় নাই। সাংঘাতিক রোগে অতি উৎকট ঔষধেরই ব্যবস্থা করিতে হয়। এই শয়তান জীবিত থাকিতে আমি পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে গিয়াও নিরাপদ হইতে পারিব না! তাহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিতে না পারিলে, আমি যেখানেই যাইব, সে ছায়ার ন্যায় আমার অনুসরণ করিবে! না, তাহাকে সে অবসর দেওয়া হইবে না। আজ এইখানেই তাহাকে হত্যা করিব; কোন কারণে এসুযোগ ত্যাগ করা হইবে না।"

ভান সিমেল মাথা নাড়িয়া বলিল, "না না, এখানে—আমার আফিসের মধ্যে তাহাকে হত্যা করা হইতেই পারে না।"

রিং উড বলিল, "তা না হয়, কাল তুমি আমাকে যেস্থান দেখাইয়াছিলে সেইস্থানে এই কার্য্য অনায়াসেই হইতে পারে। কল ঘরের উপরে যে 'গেলারী' আছে তাহার এক পাশের 'রেলিং' ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; তুমি তাহাকে কোন কৌশলে সেই স্থানে লইয়া যাইবে। তাহার পর আমি"—অবশিষ্ট কথা সে ভান সিসেলের কাণে কাণে বলিল।

ভান সিমেল বলিল, "দৈবদুর্ঘটনায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে সকলের এইরূপ ধারণা জন্মাইতে চাও?"

রিং উড বলিল, "তাহার মৃত্যুটা আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না। দুর্ঘটনায় যে মরিবে তাহার মৃত্যুর জন্য অন্যে দায়ী হইবে কেন?"

ভান সিমেল বলিল, "কিন্তু এই লোকটাই যে রবার্ট ব্লেক, অগ্রে এ বিষয়ে

নিঃসন্দেহ হওয়া আবশ্যক ; তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কেহ যেন ভ্রমক্রমে নিহত না হয়।"

রিং উড বলিল, "নিশ্চয়ই ; অন্য লোককে খুন করিয়া লাভ কি ? সে এই কক্ষে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে আমি লুকাইয়া থাকিয়া তাহাকে দেখিতে চাই। কোথায় লুকাইব বল ত।"

ভান সিমেল বলিল, "যে আলমারিতে তোমার ছদ্মবেশের উপকরণগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছ, তাহার পশ্চাতে গিয়া লুকাইলেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সে যাহাতে ঐ দিকে মুখ ফিরাইয়া বসে আমি তাহার ব্যবস্থা করিব, তুমি অদৃশ্য থাকিয়া তাহার মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। আমাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইলে কি করিতে হইবে বল।"

রিং উড বলিল, "তাহাকে সঙ্গে লইয়া কল ঘরে প্রবেশ করিবে। প্রথমে তাহাকে কলগুলি দেখাইবে, তাহার পর কোন ছলে সেই গেলারীর উপর লইয়া যাইবে ; সে যেন ঘুরিতে ঘুরিতে গেলারীর ভাঙ্গা রেলিংএর কাছে গিয়া দাঁড়ায় তাহার ব্যবস্থা করা চাই।"

ভান সিমেল বলিল, "তুমি তখন কোথায় থাকিবে ?"

রিংউড বলিল, "অবস্থানুসারে ব্যবস্থা হইবে। যদি লোকটা রবার্ট ব্লেক না হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চেষ্ট থাকিব ; কোন দুর্ঘটনাই ঘটিবে না ; কিন্তু রবার্ট ব্লেক ছদ্মবেশে আসিয়া থাকিলে স্বয়ং পরমেশ্বরও আজ তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন না, আমার এ কথায় তুমি নির্ভর করিতে পার।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নচ দৈবাৎ পরম্ বলম্ !

মিঃ ব্লেক ভান সিমেলের খাসকামরায় প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত বৈষয়িক প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এরূপ দক্ষতার সহিত তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা করিলেন যে, ভান সিমেল তাঁহার কোন কথাতেই তাঁহাকে অব্যবসায়ী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিল না। তাহার ধারণা হইল জেম্‌স রিংউড ভ্রমক্রমেই তাঁহাকে রবার্ট ব্লেক বলিয়া সন্দেহ করিয়াছে। পাছে তাহার কারখানায় নরহত্যা হয় ভাবিয়া সে অত্যন্ত অসচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছিল; আগন্তুক ছদ্মবেশী ব্লেক নহেন, ইহা বুঝিয়া তাহার মনের ভার লঘু হইল। সে যতই পাপিষ্ঠ হউক, বন্ধুকে নিরাপদ করিবার জন্য নরশোণিতে হস্ত কলুষিত করিতে তাহার আগ্রহ ছিল না; কিন্তু রিংউডের পৈশাচিক কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেও তাহার সাহস হয় নাই।

প্রায় পনের মিনিট পরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, ছদ্মবেশী ব্লেককে বলিল, "মিঃ মেট্‌ল্যাণ্ড! কোন্ কলে কি কায হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য আপনার আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক।"

মিঃ ব্লেক মনে করিলেন রিংউড তখন পর্য্যন্ত ভান সিমেলের সহিত দেখা করিতে আসে নাই; তাহার প্রতীক্ষায় সেখানে থাকিবার একটা উপলক্ষ্য পাইয়া তিনি সুখী হইলেন, "বলিলেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখিব।—চলুন।"

মিঃ ব্লেক ভান সিমেলের সহিত আফিস হইতে বাহির হইয়া প্রকাণ্ড কারখানায় প্রবেশ করিলেন, এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভিন্ন কলের কার্য্য প্রণালী দেখিতে লাগিলেন। কলের ঘর-ঘর শব্দে তাঁহাদের কথাবার্ত্তার

ব্যাঘাত হইতে লাগিল। মিঃ ব্লেক ভান সিমেলের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন, "কোন্ শক্তিতে এই সকল বিভিন্ন কল একসঙ্গে সমান বেগে চলিতেছে?"

ভান সিমেল বলিল, "বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে। আপনি আমার সঙ্গে কলঘরের উপরে চলুন, কল চালাইবার কৌশল দেখিতে পাইবেন।"

মিঃ ব্লেক তাহার সহিত চক্রাকার লৌহসোপান দ্বারা কলঘরের ঊর্দ্ধস্থ মঞ্চে আরোহণ করিলেন। ইহাই পূর্ব্বোক্ত গেলারী! এই গেলারীর এক প্রাশে কল ঘরের মেঝে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত স্তূপীকৃত ক্যাম্বিসের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থান সংরক্ষিত হইয়াছিল; এই সকল থান দিয়া দড়ির সাহায্যে জাহাজের পাল প্রস্তুত হইত। ভান সিমেলের দড়ির কারখানায় পাল নির্ম্মাণের কাযও চলিত। কল ঘরের পাশে স্তূপাকার ক্যাম্বিস থাকায় জানালাগুলি বন্ধ হইয়াছিল; ঘরে আলোক প্রবেশের জন্য ছাদের উপর কয়েকটি শার্শি দেওয়া গবাক্ষ ছিল।

গেলারীর ধারে কাঠের রেলিং ছিল; ভান সিমেল সেই রেলিংএর নিকট অগ্রসর হইয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "আপনি এই রেলিংএর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের কায স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। এখান হইতে প্রায়-ত্রিশ ফিট নীচে ইঞ্জিন চলিতেছে।

মিঃ ব্লেক রেলিংএর নিকট সরিয়া গিয়া তার দিয়া ঘেরা ঘূর্ণ্যমান-চক্রপরিবেষ্টিত বিদ্যুৎ-শক্তি পরিচালিত প্রকাণ্ড ইঞ্জিন দেখিতে পাইলেন। তাহার দিকে চাহিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল! তিনি বিহ্বল চিত্তে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার পাশেই রেলিংএর কিয়দংশ ভাঙ্গা; তিনি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইস্থানের রেলিংটাও জীর্ণ, এবং বুড়ামানুষের দাঁতের মত শিথিলমূল। মুহূর্ত্ত পরে তাঁহার বোধ হইল কে তাঁহার পিঠে ধাক্কা দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ভগ্নপ্রায় জীর্ণ রেলিং ভাঙ্গিয়া সবেগে নীচে পড়িলেন। তিনি মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলেন, কলের ভিতর পড়িয়া তিনি তৎক্ষণাৎ নিষ্পেষিত হইবেন, তাঁহার দেহের সমুদয় অস্থি চূর্ণ হইবে। শোচনীয় মৃত্যু

সুনিশ্চিত! কলের শাণিত দাঁতগুলি যেন শুভ্র জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া তাঁহার অস্থি মাংস চর্ব্বণের জন্য ঘস্-ঘস্ শব্দে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিল "আয় আয়!"

কিন্তু জীবনের সেই ভীষণ সঙ্কটময় মুহূর্ত্তেও মিঃ ব্লেকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অভাব হইল না; তিনি পড়িতে পড়িতেই সবেগে হস্তপদ সঞ্চালিত করিয়া এক পাশে ঝোঁক দিলেন। সেই ঝোঁকে তিনি কলের ঘূর্ণ্যমান চক্রের উপর না পড়িয়া তাহার পার্শ্বস্থ জালের এক প্রান্তে নিপতিত হইলেন, এবং জালের উপর হইতে গড়াইয়া কলের চাকার উপর পড়িবার পূর্ব্বেই একটি লৌহদণ্ড জড়াইয়া ধরিলেন। লৌহার জাল ও লৌহদণ্ড এতই উত্তপ্ত হইয়াছিল—যে মুহূর্ত্তে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঝল্সাইয়া গেল! সেই কক্ষের মেঝে প্রায় কুড়ি ফিট নীচে ছিল, কলের ভিতর পড়িয়া নিষ্পেষিত ও চূর্ণ হওয়া অপেক্ষা মেঝের উপর লাফাইয়া পড়িয়া খোঁড়া হওয়াও বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া, দেওয়ালের পাশে যে সঙ্কীর্ণ স্থান ছিল, মিঃ ব্লেক জালের উপর হইতে সেই স্থানে লম্ফ প্রদান করিলেন!

কলে যে সকল কুলি কায করিতেছিল তাহারা ভীতিব্যাকুল নেত্রে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় চিত্তে তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল; এই আকস্মিক দুর্ঘটনা দর্শনে তাহারা এতই স্তম্ভিত হইয়াছিল যে, তাঁহাদের মুখ হইতে একটি শব্দও নিঃসারিত হয় নাই! তাঁহাকে নীচে লাফাইয়া পড়িতে দেখিয়া আট দশ জন কুলি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে ভান সিমেল তাড়াতাড়ি গেলারী হইতে নামিয়া আসিয়া স্খলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "সব শেষ! বেচারা কি মারা গেল?"

একজন কুলি মাথা তুলিয়া বলিল, "না, বোধ হয় বাঁচিয়া আছে; কিন্তু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে!—ধুক-ধুক করিতেছে।"

প্রকৃতপক্ষে মিঃ ব্লেক তেমন গুরুতর আহত হন নাই। তিনি দুর্ব্বল ও ভীরু প্রকৃতির ক্ষীণজীবী লোক হইলে অবসাদেই তাঁহার হৃৎযন্ত্রের গতিরোধ হইত; কিন্তু তাঁহার দেহে অপরিমিত বল, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও অটুট জীবন

শক্তি ছিল ; মৃত্যুর সহিত প্রচণ্ড সংগ্রামে তিনি জয়লাভ করিলেন। তিনি এরূপ কৌশলে লাফ দিয়াছিলেন যে, পায়ে অল্পই আঘাত পাইলেন। দৈবের সহিত পুরুষকারের সহায়তায় তিনি সুনিশ্চিত মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন।

পতনের দুই তিন মিনিট পরেই মিঃ ব্লেক চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সম্মুখেই ভান সিমেলকে দেখিতে পাইলেন ; তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রেলিং ভাঙ্গিয়া পড়িলাম কি রূপে বলিতে পারেন ?"

ভান সিমেল অজ্ঞতার ভান করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মহাশয়, আপনি কিরূপে পড়িলেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আর আপনাকে পড়িতে দেখিলেও কারণটা বুঝিতে পারিতাম ; কিন্তু আপনি যে সময় পড়েন সেই সময় আমার দৃষ্টি অন্য দিকে ছিল। রেলিং ভাঙ্গিবার শব্দ শুনিবামাত্র আমি ফিরিয়া দেখি—আপনি পড়িয়া গিয়াছেন ! উঃ কি বাঁচনটাই বাঁচিয়াছেন এ আপনার পুনর্জ্জন্ম বলিতে হইবে ! আপনি রেলিং ভাঙ্গিয়া কিরূপে পড়িলেন তাহা বুঝিতে পারেন নাই ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি যখন রেলিংএ ভর দিয়া নীচের দিকে চাহিয়া ইঞ্জিন-পরিচালন কৌশল দেখিতেছিলাম, সেই সময় চাকাগুলি প্রচণ্ড বেগে ঘুরিতে দেখিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দ শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য আমার মাথা যেন ঘুরিয়া উঠিয়াছিল ! কিন্তু তাহাতে আমার নীচে পড়িবার সম্ভাবনা হইল না ; আমার মনে হইল সেই মুহূর্ত্তে কে যেন আমার পিঠে ধাক্কা মারিয়া আমাকে ফেলিয়া দিল !"

ভান সিমেল মহা বিস্ময়ে দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "কেহ আপনার পিঠে ধাক্কা মারিয়া আপনাকে নীচে ফেলিয়া দিল ? অসম্ভব ! এ অতি অসম্ভব কথা। যদি ভূতে আপনাকে ধাক্কা দিয়া থাকে ত বলিতে পারি না, কিন্তু মানুষে ধাক্কা দেয় নাই ; কারণ সেখানে আপনি ও আমি ভিন্ন অন্য লোক কেহই ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ভূতে কি মানুষে—তা বলিতে পারি না, ব্যাপারটা

আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই ; তবে আমার যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, তা আপনাকে বলিলাম।"

ভান সিমেল অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ভূতেও নয় মানুষেও আপনিই আথা ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন! ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দে অসম্ভব ; ইহা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। যাক, আপনি যে বাঁচিয়াছেন ই পরম সৌভাগ্য। আপনি এখন কিছুকাল ইঞ্জিনিয়ারের বিশ্রাম-কক্ষে শয়ন কি সুস্থ হউন, আমি আমার মোটরে আপনাকে আপনার হোটেলে রাখিয়া আসি কাযের কথা পরে হইবে।"

মিঃ ব্লেক আর সেখানে বিশ্রাম না করিয়া ভান সিমেলের মোটরে তাঁ হোটেলে প্রত্যাগমন করিলেন। হোটেলে আসিয়া তিনি একা সোফায় শয়ন করিলেন, এবং এই দুর্ঘটনার কথা মনে মনে আলো করিতে লাগিলেন। তিনি ভান সিমেলের কথার প্রতিবাদ না করি তাঁহার পতন সম্বন্ধে যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা তিনি ত্যাগ করিতে পারি না। তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন কেহ ধাক্কা না দিলে রেলিং ভাঙ্গিয়া তাঁহার নী পড়িবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

তিনি স্মিথকে তাঁহার বিপদের কথা আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। সকল ক শুনিয়া স্মিথ বলিল, "ভান সিমেলের অজ্ঞাতসারে কেহ আপনাকে ধাক্কা মারি ফেলিয়া দিয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, তাহা বিশ্বাসের যোগ্য নহে। যদি সত্যই কে আমাকে ধাক্কা দিয়া থাকে—তাহা হইলে ভান সিমেল নিশ্চয়ই তা জানে, কিন্তু সে আমার নিকট অজ্ঞতার ভান করিয়াছে ; সুতরাং এ হত্যাকাণ্ডের চেষ্টায় তাহার সম্মতি ছিল বলিয়াই সন্দেহ হয়! কেহ আমা পিঠে ধাক্কা না দিলে আমি নিশ্চয়ই পড়িতাম না।"

স্মিথ বলিল, "ভান সিমেলকে আপনার সন্দেহ হয় না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না ; সে আমার পাঁচ ছয় হাত তফাতে দাঁড়াইয়াছি রেলিংটার এক পাশে ৩ পাকার পালের কাপড় হাঁদ পর্য্যন্ত উঁচু হইয়া পড়ি

ছিল। আমার বিশ্বাস, কোন লোক সেই স্তূপের আড়ালে লুকাইয়া ছিল, হঠাৎ বাহির হইয়া আমাকে ধাক্কা দিয়াছিল। কাঠের রেলিংটা কি অবস্থায় ছিল তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, যদি উহা নূতন করিয়া ভাঙ্গিয়া জোড়া দিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে; ভান সিমেল দুরভিসন্ধিতেই আমাকে সেখানে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "তবে কি এই দুর্ঘটনা কোন ষড়যন্ত্রের ফল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার ত তাহাই মনে হইতেছে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু আপনাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া হত্যা করিবার চেষ্টায় ভান সিমেলের কি স্বার্থ আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার কোন স্বার্থ আছে কি না বলা কঠিন, তবে রিংউডের স্বার্থ আছে বটে; আমার বিশ্বাস সে-ই আমাকে ধাক্কা দিয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু তাহার সেখানে যাইবার পূর্ব্বেই ত আপনার সেখানে পৌঁছিবার কথা ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা ছিল বটে কিন্তু আমি ভান সিমেলের খাস কামরায় যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ সে সেখানে যায় নাই; তাহার পরেও সে যায় নাই। এই জন্যই আমার বিশ্বাস, সে পূর্ব্বেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে হত্যা করিবার পরামর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, পরে কারখানায় গিয়া গোপনে আমার অনুসরণ করিয়াছিল। আমি ভান সিমেলের আফিসে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম সে তখন আর একজন লোকের সহিত আলাপ করিতেছিল। সেই লোকটাই রিংউড!"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু আপনি এখানে আসিয়াছেন রিংউড তাহা কিরূপে জানিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারও গোয়েন্দার অভাব নাই; তুমি ও টাইগার আমার সঙ্গে থাকিলে ছদ্মবেশে ও আমাকে সন্দেহ করা তেমন কঠিন নহে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু আপনার অনুমান সত্য হইলেও এমন কি গুরুতর কারণ আছে যে রিংউড আপনাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ; হয় ত রিংউড তাহার ভগিনী এরূপ কোন ভীষণ অপরাধ করিয়াছে—যাহা প্রকাশ হইলে তাহাদের কঠোর দণ্ড হইতে পারে। আমার চেষ্টায় তাহাদের অপরাধ প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে ভাবিয়াই রিংউড আমাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। মিস্ মিলিকে অবৈধ ভাবে কয়েদ করিয়া রাখা অপেক্ষা অনেক অধিক গুরুতর অপরাধে তাহারা অপরাধী বলিয়াই আমার সন্দেহ হইতেছে !"

স্মিথ বলিল, "এখন আপনি কি করিবেন, কর্ত্তা ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজ রাত্রেই আমরা এই হোটেল ত্যাগ করিব। আমরা আজ রাত্রের ট্রেণেই ইংলণ্ডে চলিয়া গিয়াছি, তাহাদের এই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আমরা রেলষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে উঠিব ; তাহার পর নূতন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রটারডাম ষ্টেশনে নামিয়া পড়িব। পরে অন্য ট্রেণে এখানে ফিরিয়া আসিয়া হাই ব্রীজের নিকট আর একটা হোটেলে বাসা লইব।"

স্মিথ বলিল, "হাই ব্রীজের নিকট বাসা লইয়া কি ফল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহাই আমষ্টার্ডামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাশ্য স্থল। এই পথের উপর দৃষ্টি রাখিলে কোন না কোন দিন রিংউডকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব। আমষ্টার্ডামে আসিয়া সকলেই হাইব্রীজে বেড়াইতে যায়।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু সেখানে তাহার সাক্ষাতের জন্য কতদিন অপেক্ষা করিতে হইবে, ইহা অনুমান করা অসম্ভব। তাহা অপেক্ষা ভান সিমেলের উপর নজর রাখিলেই কি আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না ? সে কোন না কোন সময় নিশ্চয়ই রিংউডের সহিত দেখা করিতে যাইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার উপর নজর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছি ; আজ যে ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহার পর ভান সিমেলের সহিত রিংউডের শীঘ্র দেখা-সাক্ষাৎ হইবে এরূপ বোধ হয় না। তাহাদের ভাই-ভগিনীর মধ্যে একজনের সন্ধান পাইলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তুমি তাড়াতাড়ি জিনিসপত্রগুলি গুছাইয়া লও ; আমি হোটেলওয়ালাকে বলিয়া আসি—আজ রাত্রেই আমরা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিব।"

নবম পরিচ্ছেদ

হাইব্রীজে পাহারার ফল

মিঃ ব্লেক স্মিথ ও টাইগার সহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া ট্রেণে চাপিলেন। যথাসময়ে তাঁহারা রটারডাম নগরে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছদ্মবেশে পরদিন সায়ংকালে আমষ্টার্ডাম নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া তাঁহারা একখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন, এবং হাইব্রীজের সন্নিহিত একটি অট্টালিকায় উপস্থিত হইলেন। এই অট্টালিকায় একজন ইংরাজ ভাড়াটে বাস করিত, তাহার নাম মার্টিন। এই লোকটির সহিত মিঃ ব্লেকের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল; তিনি জানিতেন মার্টিন খাঁটি লোক, এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র।

এই অট্টালিকাটি আমষ্টেন নামক নদীর অদূরে একখণ্ড উচ্চ ভূমির উপর নির্ম্মিত। অট্টালিকার পার্শ্বে হাইব্রীজটি অবস্থিত। অট্টালিকাটি ক্ষুদ্র হইলেও দোতালা। মিঃ ব্লেক একতালায় রাস্তার সম্মুখস্থ কুঠুরীটি ভাড়া লইলেন; তন্মধ্যে রাস্তার দিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটি বৃহৎ বাতায়ন ছিল; সেই বাতায়ন হইতে পথের দুই দিকেই বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইত।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "এই জানালায় বসিয়া তোমাকে পথিকদের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কাযটি বড়ই বিরক্তিজনক ও একঘেয়ে; কিন্তু এই ভার গ্রহণ করিয়া তোমার অধীর হইলে চলিবে না। আমিও পথের উপর নজর রাখিব, কিন্তু অন্য ভাবে।"

স্মিথ বলিল, "আপনি কোথায় থাকিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাল সকালে তাহা জানিতে পারিবে।"

পরদিন প্রভাতে মিঃ ব্লেক ভ্রমণে বাহির হইলেন; কিছুকাল পরে তিনি কতগুলি পার্শেল লইয়া বাসায় ফিরিলেন।

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "এ সব কি, কর্ত্তা? আপনি কোথায় গি যে ছিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর, পরে বলিতেছি।"

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে মিঃ ব্লেক তাঁহার শয়ন-কক্ষ হইতে স্মিথের নিক ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নূতন ছদ্মবেশ দেখিয়া স্মিথ বিস্ময়বিস্ফারিত নে হা করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল!

মিঃ ব্লেকের সেই মূর্ত্তি দেখিলে সকলেরই মনে হইত, তিনি প্রৌঢ় ওলন্দা ফেরিওয়ালা, যেন বাল্যকাল হইতে পণ্যদ্রব্যের ফেরি করিয়াই জীবিকার্জ্জ করিতেছেন! তাঁহার মাথায় সাধারণ ফেরিওয়ালাদের ব্যবহৃত একটা বি গোল টুপি, পায়ে কাঠপাদুকা। মুখে দাড়ি গোঁফ না থাকিলেও এরূপ কৌশ মুখাকৃতির পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল যে, সে মুখ দেখিলে ওলন্দাজের মুখ ভি ইংরাজের মুখ বলিয়া কাহারও বুঝিবার উপায় ছিল না! তাঁহার মুখের সহি সে মুখের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না। তাঁহার টুপির পাশ দিয়া যে কেশগু দেখা যাইতেছিল তাহা কাঁচা-পাকায় মিশ্রিত; তাহা তাঁহার স্বাভাবিক কে বলিয়াই ধারণা হইত।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আপনার ওলন্দাজ ফেরিওয়ালার বেশ নিখুঁত হইয়াছে আমারই তাক্ লাগিয়া গিয়াছে, অন্যের ত কথাই নাই! আপনার মতলবটা কি?"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া কাঠের একখানি চৌকা বারকোষ ফিতা সাহায্যে গলায় ঝুলাইয়া বুকের কাছে সংস্থাপিত করিলেন। সেই বারকো কাঠের ও কাচের নানাপ্রকার সুদৃশ্য খেলানা সাজাইয়া লইলেন। ক্রেতৃবর্গে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি ঘণ্টাও সঙ্গে লইলেন।

অনন্তর তিনি বলিলেন, "এগুলি খাঁটি ওলন্দাজী শিল্পদ্রব্য। যে সক বিদেশী লোক দেশভ্রমণ উপলক্ষে এদেশে আসে, তাহারা এই সকল জিনিস দু চারিটি ক্রয় করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারে না। ইহা লইয়া আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করিতে যাইব। সাঁকোর উপর গিয়া এমন স্থানে দাঁড়াইব

যেখান হইতে দুই ধারে বহুদূর পর্য্যন্ত নজর চলে। বিশেষতঃ আমার সম্মুখ দিয়া যাহারা কোন দিকে যাইবে, তাহাদের কেহই আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিবে না।"

স্মিথ বলিল, "ও কাযটা আমাকেই কিন্তু ভাল মানাইত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, তা বটে, কিন্তু তোমাকে আমার উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে; যদি দেখ আমি স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছি, তাহা হইলে বুঝিবে আমি কাহাকেও সন্দেহ করিয়া তাহারই অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তখন তুমি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দূরে দূরে থাকিয়া অত্যন্ত সতর্ক ভাবে আমার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইবে।"

স্মিথ বলিল, "আপনার মতলব বুঝিয়াছি; টাইগারকেও সঙ্গে লইব কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, হাঁ তাহাকেও সঙ্গে লইও, সে কাযে লাগিতেও পারে। আমি আর বিলম্ব করিব না, চলিলাম; আমার সঙ্গে কিছু খাবার আছে, ক্ষুধা পাইলে তাহাই খাইব, খাইবার জন্য বাসায় আসিব না।"

মিঃ ব্লেক পথে আসিলেন। স্মিথ সেই কক্ষের জানালার কাছে বসিয়াই দেখিতে পাইল—তিনি সাঁকোর উপর উঠিয়া একটি স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া সেই স্থানে আড্ডা লইলেন।

মিঃ ব্লেক পথিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ঘণ্টা বাজাইয়া বলিতে লাগিলেন তাই "ভাল ভাল খেলানা, খাঁটি স্বদেশী মাল—বড় সস্তা!"

সে দিন তিনি যতগুলি খেলানা বিক্রয় করিলেন—যে কোন পেশাদার ফেরিওয়ালাই তাহাতে খুসী হইত; কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি এই বিড়ম্বনায় প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন তাহা সফল না হওয়ায় তিনি সন্ধ্যার সময় বিমর্ষ চিত্তে বাসায় ফিরিলেন। তাঁহার একটি দিন বৃথা নষ্ট হইল।

মিঃ ব্লেক সেই রাত্রির মত ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া আটপৌরে ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন, স্মিথকে বলিলেন, "প্রথম দিনের চেষ্টায় কার্য্যসিদ্ধি হইলে আর ভাবনা ছিল কি? এখনও কয়দিন এই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে কে বলিবে?"

স্মিথ বলিল, "কার্য্যসিদ্ধি হইলে এই কর্ম্মভোগ সার্থক মনে হইবে; কি ভান সিমেলের উপর নজর রাখিবার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে ব্যবস্থা না করিয়াই কি নিশ্চিন্ত আছি ? যে বীকে লণ্ডন হইতে আসিবার জন্য তার করিয়াছি। সম্ভবতঃ কাল সকালে সে এখানে আসিয়া পড়িবে। সে আসিয়া ভান সিমেলের উপর নজর রাখিবে

ডানিয়েল হেল্‌বী স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুদক্ষ ডিটেক্টিভ ছিল, দীর্ঘকা যোগ্যতার সহিত সরকারী চাকরী করিয়া এখন সে পেন্সন ভোগ করিতেছে মিঃ ব্লেক অনেক কার্য্যেই তাহার সহায়তা গ্রহণ করিতেন। লোক বহুদর্শী, সতর্ক, বুদ্ধিমান, ও বিশ্বাসী। মিঃ ব্লেক স্মিথের ন্যায় তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেন।

হেল্‌বী পরদিন প্রভাতে মিঃ ব্লেকের সহিত যোগদান করিল। মিঃ ব্লেক দিনই তাহাকে ভান সিমেলের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার ভার দিলে কিন্তু মিঃ ব্লেক ফেরিওয়ালা সাজিয়া ক্রমাগত নয় দিনেও রিংউড তাহার ভগিনীকে মুহূর্ত্তের জন্যও দেখিতে পাইলেন না; তিনি অস্থির হ পড়িলেও তখন সে পথ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। এদিকে হেল্‌বীও না স্থানে ভান সিমেলের অনুসরণ করিয়া মিঃ ব্লেককে কোন নূতন খবর দি পারিল না। সে কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রাণ হইতে লাগিল! ভান্ সি একদিনও রিংউডের সহিত দেখা-করিতে গেল না।

অবশেষে স্মিথ হতাশ হইয়া বলিল, "কর্ত্তা, আমরা অনর্থক এখানে সময় করিতেছি। রিংউড আপনাকে হত্যা করিতে না পারিয়া ধরা পড়িবার বোধ হয় হল্যাণ্ড হইতে চম্পট্ দান করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, তাহারা এখনও এই নগরেই আছে

স্মিথ বলিল, "আপনার এরূপ ধারণার কোন কারণ আছে কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা আমাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে ত এখা আসে নাই, উহা ছিল লাভের উপর ফাউ মাত্র! তাহারা লর্ড লিন্‌ডে নেকলেস্ ছড়াটার সদ্গতি করিতে আসিয়াছে; এরূপ মহামূল্য হীরকহার

শীঘ্র তাহারা বিক্রয় করিতে পারে নাই। এ ত আলু পটোল নয় যে, বোঝা নামাইবামাত্র মাল সাবাড় হইয়া যাইবে।"

দশমদিনেও মিঃ ব্লেক পণ্যদ্রব্য লইয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন; নানা দ্রব্য বিক্রয় করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গাঢ় কুয়াসায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল! মিঃ ব্লেক হঠাৎ দেখিতে পাইলেন একটি পরমাসুন্দরী যুবতী আড়ম্বরপূর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া তাঁহার সম্মুখদিয়া চলিয়া যাইতেছে; যুবতীর তরল চক্ষুতে লালসার শিখা যেন বিদ্যুৎ-বিকাশ করিতেছিল! মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিনিতে পারিলেন—সে মিস্ রিংউড!

মিঃ ব্লেক তাঁহার পরিচিত পার্শ্ববর্ত্তী একজন ফেরিওয়ালাকে তাঁহার পণ্যভার জিম্মা করিয়া দিয়া মিস্ রিংউডের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। দশদিন চেষ্টার পর তাঁহার আশা পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার হৃদয় আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

ফাঁদে পা!

মিস্ রিংউড মন্থরগতিতে তাহার গন্তব্যপথে অগ্রসর হওয়ায় কিছু থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিতে মিঃ ব্লেকের কোন অসুবিধা হইল কুজ্ঝাটিকা ক্রমেই এতই গাঢ় হইয়া উঠিল যে, মিঃ ব্লেক ক্রমশঃ তা অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইলেও সে তাঁহাকে দেখিতে পাইল না; রিংউড নিঃশঙ্কচিত্তে চলিতে লাগিল। সে একবারও মুখ ফিরাইয়া পশ্চা দৃষ্টিপাত করিল না। যদি সে পশ্চাতে চাহিত—তাহা হইলেও সে তাঁহা সন্দেহ করিতে পারিত না।

মিস্ রিংউড সাঁকো পার হইয়া কিছুদূর গিয়া আর একটি পথে প্র করিল। এই পথের ধারে কতকগুলি বড় বড় জমকালো বাঁড়ী বাড়ীগুলি বিচ্ছিন্ন, প্রত্যেক বাড়ীর আশেপাশে অনেকখানি ফাঁকা মা পড়িয়া ছিল। মিস্ রিংউড এইরূপ একটি অট্টালিকার প্রকাণ্ড দেউ ভিতর প্রবেশ করিল। দেউড়ীর ভিতর ফুলবাগান, তাহার ভিতর অট্টালিকায় উঠিবার পথ। এ পথে একখানি গাড়ী অনায়াসে যাইতে পারে।

মিঃ ব্লেক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেউড়ীতে প্রবেশ করিয়া ফুলবাগানে গুল্মের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই স্থান হইতে তিনি দে পাইলেন, মিস্ রিংউড অট্টালিকার বারান্দায় উঠিয়া পকেট হইতে চাবি বা করিল, এবং তদ্দ্বারা একটি দ্বার খুলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ কর বারান্দায় একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছিল।

মিস্ রিংউড ভিতর হইতে সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিল।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "বুঝিলাম সুন্দরি! এখানেই তো বাসা! তোমার ভাই এখানে থাকে কি না জানিতে পারিলে সুবিধা হই যখন এখানে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন সকল সন্ধান না লইয়া ফিরিতেছি না

কিন্তু সন্ধান লওয়ায় বিপদের আশঙ্কা ছিল। অন্য লোক হইলে সেরূপ অসমসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইতস্ততঃ করিত; কিন্তু মিঃ ব্লেক বিপদকে অঙ্গের ভূষণ মনে করিতেন! তিনি ভাবিলেন, "এই ছদ্মবেশে যদি হঠাৎ ধরা পড়িয়া যাই, তাহা হইলে উহারা আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া ভাবিবে আমি চুরি করিতে আসিয়াছি; সুতরাং আমাকে ধরিতে পারিলে পুলিশের হাতে সমর্পণ করিবে। পুলিশের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ আমার পক্ষে কঠিন হইবে না। ইহা ভিন্ন অন্য বিপদের আশঙ্কা নাই; কিন্তু যদি আমাকে চোর মনে না করিয়া আমার অন্য কোন মতলব আছে বলিয়া সন্দেহ করে—এবং কোনরূপে আমার ছদ্মবেশ ধরা পরে—তাহা হইলেই অবস্থাটা জটিল হইয়া উঠিবে; এমন কি, দড়ির কলের ঘটনার মত কাণ্ডও ঘটিতে পারে!"

মিঃ ব্লেক সেই অট্টালিকার বারান্দা ঘুরিয়া একটি কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলেন; বাতায়নপথে দীপরশ্মি প্রতিফলিত না হওয়ায় কক্ষটি অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তিনি সেই কক্ষের রুদ্ধদ্বারে কর্ণস্থাপন করিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরে তিনি দেখিতে পাইলেন মিস্ রিংউড সেই কক্ষের জানালা খুলিয়া মাথা বাড়াইয়া কি দেখিল! তখন সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই সে মাথা সরাইয়া লইয়া জানালা বন্ধ করিল।

কয়েক মিনিট পরে মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। স্বর অত্যন্ত মৃদু, বিশেষতঃ রিংউডের কণ্ঠস্বর তাঁহার অপরিচিত; সুতরাং লোকটা রিংউড কি না তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

কিন্তু তাঁহার কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া লোকটি কে, সে রিংউড কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিয়ৎকাল পরে পদশব্দ শুনিয়া তাঁহার বোধ হইল তাহারা সিঁড়িদিয়া দ্বিতলে উঠিতেছিল।

মিঃ ব্লেক দ্বিতলের দিকে চাহিলেন। নিম্নস্থ কক্ষের উর্দ্ধে আর একটি কক্ষ

আছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রেলিংএর উপর উঠিলেন। রেলিংএর পাশেই জোড়া থাম; রেলিংএর উপর দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া থামের কার্ণিশ স্পর্শ করিতে পারিলেন। তিনি উভয় হস্তে কার্ণিশ ধরিয়া সার্কাশওয়ালার মত বাহুদ্বয়ের মাংসপেসীর সাহায্যে এবং পদদ্বয় দ্বারা স্তম্ভ অবলম্বনে অল্প চেষ্টায় কার্ণিশে উঠিতে সমর্থ হইলেন। এই কার্ণিশের উপর দ্বিতলের বারান্দা। কার্ণিশে উঠিয়া সেই বারান্দায় আরোহণ করিতে তাঁহাকে অধিক কষ্ট পাইতে হইল না।

মিঃ ব্লেক সেই বারান্দা দিয়া দ্বিতলস্থ কক্ষের দেওয়ালের নিকট উপস্থিত হইলেন; দেওয়ালে কান পাতিয়া এবার তিনি পুরুষটির কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। কণ্ঠস্বরে মার্কিণ্ মুলুকের লোকের কথার টান!

মিঃ ব্লেকের স্মরণ হইল, মিনি বলিয়াছিল রিংউড ও তাহার ভগিনীর কণ্ঠস্বরে সে মার্কিণবাসীদের কথার টান লক্ষ্য করিয়াছিল; সুতরাং তাঁহার ধারণা হইল, উহারা ভ্রাতা ভগিনী উভয়েই সেই কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মিঃ ব্লেক নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্ত হইতে আলোকিত বাতায়নের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেই বাতায়নের খড়খড়ির পাখীগুলি বন্ধ ছিল না, এজন্য তিনি ছাদে দাঁড়াইয়া সেই কক্ষের অভ্যন্তরভাগ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

তিনি সেই বাতায়নের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটিল! জানালার খড়খড়ির পাল্লা-জোড়াটা বাহিরের দিকে না থাকিয়া ভিতরের দিকে ছিল, এবং তাহার ছিট্‌কিনি আঁটা ছিল না। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস আসায় সেই খড়খড়ির পাল্লা দুইখানি সশব্দে খুলিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে ছাদের সেই অংশ গৃহকক্ষস্থ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইল! রিংউড তৎক্ষণাৎ সেইদিকে চাহিয়া ছদ্মবেশী ব্লেককে জানালার বাহিরে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। মিঃ ব্লেক ধরা পড়িবার আশঙ্কায় সেখান হইতে সরিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই রিংউড এক লম্ফে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং টোটা-ভরা পিস্তল মিঃ ব্লেকের ললাটে উদ্যত করিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "ওরে বেটা

চোর, এখানে কি চুরি করিবার মতলবে আসিয়াছিস্? মাথার উপর দুইহাত তুলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাক্, পলাইবার চেষ্টা করিলেই গুলি করিব।"

মিঃ ব্লেক সহজে আত্মসমর্পণ করা সঙ্গত মনে করিলেন না; তিনি বুঝিলেন আত্মসমর্পণ করিলেই তাঁহার ছদ্মবেশ ধরা পড়িবে, এবং যদি এই দুর্ব্বৃত্ত তাঁহাকে চিনিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইবে; সে নিশ্চয়ই তাঁহাকে হত্যা করিবে।

কিন্তু মিঃ ব্লেককে ধরিতে হইলে ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া ধরিবার উপায় ছিল না; জানালায় লোহার শিক তাহার গতিরোধ করিল, সুতরাং সে জানালার পার্শ্বস্থ দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য ছাদে আসিল; সেই অবসরে মিঃ ব্লেক বারান্দার ছাদ হইতে থামের কার্ণিশের উপর নামিয়া পড়িলেন। তিনি কার্ণিশ হইতে নীচের বারান্দার রেলিংএর উপর অবতরণ করিয়াছেন এমন সময় বারান্দার ছাদে রিংউডের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। তখন রেলিংএর উপর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়াও পলায়নের সুযোগ পাইলেন না; তিনি পলায়নের উপক্রম করিতেছেন—এমন সময় সেই অট্টালিকার দ্বার খুলিয়া কয়েকজন লোক দ্রুতবেগে তাঁহাকে ধরিতে আসিল।

মিঃ ব্লেক সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার আততায়ীরা সংখ্যায় চারি-পাঁচজন! এতগুলি লোকের কবল হইতে বলে বা কৌশলে মুক্তিলাভ করা অসম্ভব বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে তাহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের তিনজন চক্ষুর নিমিষে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল, আর একজন একটা ক্যাম্বিসের বস্তার মুখ ফাঁক করিয়া তাহার মধ্যে তাঁহার মাথা পুরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল! এই ভাবে তাঁহার মুখ বন্ধ হওয়ায় শ্বাসরোধের উপক্রম হইল; এবং অতঃপর মুক্তিলাভের চেষ্টাও অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় তাঁহার আততায়ীরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া চলিল। তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারের অর্গল রুদ্ধ করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ছদ্মবেশ ধরা পড়িল !

অতঃপর কি ঘটিল, মিঃ ব্লেক তাহা জানিতে পারিলেন না ; তিনি গৃহমধ্যে নী হইবার অব্যবহিত পরেই মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আততায়ীরা তাঁহাকে হইয়া সেই কক্ষ হইতে অট্টালিকার পশ্চাদ্বর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিল তাঁহার আততায়ীরা সকলেই জেম্‌স রিংউড ও তাহার ভগিনী ইভেলীর স্বদে বাসী, আমেরিকান। মিঃ ব্লেক সেই ক্ষুদ্র কক্ষে নীত হইবার অব্যবহিত পরে জেম্‌স রিংউড ও তাহার ভগিনী ব্যগ্রভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

রিংউড উত্তেজিত স্বরে বলিল, "চোর বেটা ধরা পড়িয়াছে ত ? চুরী মতলবে এই শয়তান দোতালার ছাদে উঠিয়াছিল ! কি সাহস ! ভাগ্যে দমক বাতাসে জানালার খড়খড়ি খুলিয়া গিয়াছিল, নতুবা উহার শুভাগমনের ক জানিতে পারিতাম না। আমি উহাকে সেইখানেই গুলি করিতাম, পা বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া পুলিশ আসিয়া হাজির হয়, এই ভয়ে আমি উহাকে তখন গুলি করি নাই ; ছাদে গিয়া ধরিবার পূর্ব্বেই সট্‌কাইয়াছিল !"

একজন অনুচর বলিল, "গুলি না করিয়া ভালই করিয়াছেন, শেষে হয় কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ উঠিয়া পড়িত ! পুলিশকে কাছে আসিতে দেও আমাদের পক্ষেও ত নিরাপদ নহে। আপনার চেঁচামেচি শুনিয়া আমর তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখি—বেটা চম্পট দেওয়ার যোগা করিতেছে ; কিন্তু যমের হাত ছাড়াইয়া কি পলাইবার যো আছে ?—সে যাহা হোক, লোকটা কে ? চোর না আর কিছু ?"

রিংউড বলিল, "আগে তাহাই জানা দরকার। সাধারণ চোর হইতে হইতে পারে। বস্তার মুখ খুলিয়া উহার মাথাটা বাহির করিয়া দাও, চাঁদে মুখখানা দেখি।"

তাহার আদেশে মিঃ ব্লেকের মস্তক হইতে ক্যাম্বিশের বস্তাটি অপসারিত হইল। রিংউড একটা বাতি লইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাঁহিল। এবং তাঁহার চোখ মুখ ও কেশরাশি দেখিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "লোকটা ওলন্দাজই বটে, পাতি চোর!" অর্থাৎ তাহাদের মত উচ্চশ্রেণীর চোর নহে।

মিস্ রিংউড মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; তাহা শুনিয়া রিংউড সবিস্ময়ে বলিল, "কি হইল ইরেণী! তোমার এরূপ ভাবান্তরের কারণ কি?"

ইরেণী রিংউড বলিল, "এ যে আমার চেনা মুখ!"

রিংউড বলিল, "চেনা মুখ! ইহাকে কোথায় দেখিয়াছ বল ত।"

ইরেণী বলিল, "লোকটা হাইব্রীজে দাঁড়াইয়া কতকগুলা খেলানা লইয়া ফেরি করিতেছিল, আমাকে উহার সম্মুখ দিয়া আসিতে দেখিয়া বোধ হয় আমার অনুসরণ করিয়াছিল।"

রিংউড দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "তোমার অনুসরণ করিয়াছিল! এত লোক থাকিতে তোমার অনুসরণ করিবার কারণ কি?"

ইরেণী বলিল, "উহার মনের কথা কিরূপে বলিব? এই মাত্র বলিতে পারি আমার অনুসরণ না করিলে আমার এখানে পৌঁছিবার অল্প পরেই উহাকে এখানে দেখিতে পাওয়া যাইত না।"

রিংউড বলিল, "তোমাকে চিনিতে না পারিলে এ বেটা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করিত না। ওলন্দাজ ফেরিওয়ালা—কি উদ্দেশ্যে তোমার অনুসরণ করে? লোকটা সত্যই ফেরিওয়ালা কি না সন্দেহ হইতেছে! চুরি ভিন্ন তবে কি উহার অন্য কোন রকম মতলব ছিল?—দাঁড়াও দেখি—।" সে বাতিটা মিঃ ব্লেকের মুখের উপর ধরিয়া অঙ্গুলী দ্বারা তাঁহার গলার উপর ঘর্ষণ করিতে লাগিল, তাহার পর অঙ্গুলীটা পরীক্ষা করিয়া বলিল, "চর্ব্বি মিশাইয়া মুখে রঙ্গের পোঁচ দিয়াছে দেখিতেছি!—লোকটা ছদ্মবেশী।"

রিংউডের একজন অনুচর মিঃ ব্লেকের মস্তকস্থ কেশের গুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে পরচুলাগুচ্ছ খসিয়া আসিল; কিন্তু রিংউড

তখনও তাঁহাকে চিনিতে পারিল না, সে তাহার ভগিনীকে বলিল, "ইরেণী তোমার কাছে নারিকেলের মাখম আছে ?"

ইরেণী বলিল, "হাঁ আছে, আনিতেছি।—সে তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে নারিকেলের মাখমের কৌটা আনিয়া রিংউডের হাতে দিল।

রিংউড কৌটা খুলিয়া আঙ্গুলে করিয়া কিঞ্চিৎ মাখম তুলিয়া লইল, এবং তাহা দিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের উপর ঘষিতে লাগিল। এই প্রক্রিয়ায় মিঃ ব্লেকের মুখের সমস্ত রঙ্গ উঠিয়া গিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক বর্ণ পরিস্ফুট হইল। রিংউড ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল,—কি সর্ব্বনাশ! এ যে রবার্ট ব্লেক!"

ইরেণী সভয়ে বলিল, "গোয়েন্দা ব্লেক!—হল্যাণ্ড পর্য্যন্ত আমাদের অনুসরণ করিয়াছে ?"

একজন অনুচর বলিল, "ভাগ্যে আমরা ইহাকে ধরিতে পারিয়াছি। ইঁদুর খাচায় পড়িয়াছে, আমাদের হাত ছাড়িয়া পলাইবে কোথায় ?"

রিংউড বলিল, "আমাদের একটা মস্ত ফাঁড়া কাটিয়া গেল। বেটা সেদিন মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছে; আজ আর উহার রক্ষা নাই। উহাকে সাবাড় করাই চাই, নতুবা আমাদের বিপদের সীমা থাকিবে না।"

ইরেণী বলিল, "কি কৌশলে ইহাকে ভবপারে পাঠাইবে ?"

রিংউড বলিল, "খুন করিয়া বাগানের পশ্চাতে খালের জলে বস্তাবন্দী করিয়া ফেলিয়া দিলেই চলিবে।"

রিংউডের আদেশে তাহার অনুচরেরা মিঃ ব্লেকের দেহের উর্দ্ধভাগ বস্তায় পুরিয়া তাঁহাকে কাঁধে তুলিয়া লইল, এবং সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বাগানের দিকে চলিল। ইরেণী তাহাদের অনুসরণ না করিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

কয়েক মিনিট মধ্যে মিঃ ব্লেক সংজ্ঞাহীন অবস্থায় খালের ধারে নীত হইলে রিংউডের আদেশে তাঁহার মাথা ও পা ধরিয়া সশব্দে খালের জলে নিক্ষেপ করা হইল। তিনি খালের জলে জীবন্ত সমাহিত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

উদ্ধার

এইবার আমরা স্মিথের কথা বলিব। সে তাহার ঘরে জানালার ধারে বসিয়াই পথের উজ্জ্বল আলোকে দেখিতে পাইল মিঃ ব্লেক পণ্যদ্রব্যপূর্ণ বারকোষ-খানি অন্য একটি লোকের হাতে দিয়া একটি রমণীর অনুসরণ করিলেন।— ইহা দেখিয়াই সে অনুমান করিল এই রমণী মিস্ রিংউড ভিন্ন অন্য কেহ নহে। মিঃ ব্লেকের পূর্ব্ব-উপদেশ স্মরণ করিয়া সে তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল, এবং টাইগারের শিকল ধরিয়া মিঃ ব্লেকের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। সে বুঝিয়াছিল, মিঃ ব্লেক যদি কোনরূপে বিপন্ন হন, তাহা হইলে তাহার ও টাইগারের সাহায্য গ্রহণ তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইবে।

মিস্ রিংউড আগে আগে চলিতেছিল; নিবিড় কুঞ্জঝটিকান্তর ভেদ করিয়া স্মিথ তাহাকে দেখিতে না পাইলেও মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার দৃষ্টি অতি-ক্রম করেন নাই। সে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক যখন মিস্ রিংউডের বাসার দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, তখন সে টাইগারকে সঙ্গে লইয়া দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করা সঙ্গত মনে করিল না। যদি টাইগার হঠাৎ চীৎকার করে, কিম্বা কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পায়, তাহাহইলে বিপদ ঘটিতে পারে ভাবিয়া স্মিথ দেউড়ীর বাহিরে একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক দীর্ঘকাল ফিরিলেন না দেখিয়া স্মিথ চঞ্চল হইয়া উঠিল; অতঃপর তাহার কি করা উচিত তাহাই ভাবিতেছে—এমন সময় সে সেই অট্টালিকার সন্নিকটে কয়েকজন লোকের সোরগোল ও ধস্তাধস্তির শব্দে শুনিতে পাইল! ইহাতে সে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও ভীত হইয়া নিঃশব্দে দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। সে দূর হইতে দেখিল, কয়েকজন লোক একটা বোঝা ধরা-

ধরি করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল ও ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

স্মিথের সন্দেহ হইল, মিঃ ব্লেক হঠাৎ ধরা পড়িয়াছেন, তাঁহার আততায়ীরা তাঁহাকেই বহিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল! সম্ভবতঃ তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছে, নতুবা তিনি উদ্ধার লাভের চেষ্টা করিতেন; অন্ততঃ সাহায্য লাভের জন্য চীৎকারও করিতেন।—স্মিথের আতঙ্কের সীমা রহিল না! তাহার বিশ্বাস হইল কেবল মিস্ রিংউড নহে, তাহার ভ্রাতা অনুচরবর্গের সহিত সেই অট্টালিকায় বাস করিতেছে; মিঃ ব্লেক যদি ধরা পড়িয়া থাকেন—তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই তাঁহাকে হত্যা করিবে!

স্মিথ অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিল, মিঃ ব্লেক সত্যই শত্রু-কবলে নিপতিত হইয়াছেন কি না অগ্রে তাহার সন্ধান লইবে, তাহার পর পুলিশের সাহায্যে তাঁহাকে উদ্ধার করিবে।

এইরূপ স্থির করিয়া স্মিথ টাইগারকে সঙ্গে লইয়া অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইল। ধরা পড়িবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও বিপন্ন প্রভুর প্রাণরক্ষার জন্য সে কোন বিপদকেই আলিঙ্গন করিতে তখন কুণ্ঠিত হইল না।

স্মিথ দরজায় কর্ণসংলগ্ন করিয়া মিনিট-দুই দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু কাহারও সাড়াশব্দ না পাইয়া সে বুঝিল লোকগুলা ভিতরবাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে; সুতরাং সে আর সেখানে না দাঁড়াইয়া টাইগারকে লইয়া সেই অট্টালিকার পার্শ্ব দিয়া খিড়কীর দিকে চলিল। কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না, সে দেখিল উচ্চ বাঁশের বেড়া দিয়া খিড়কীর পথ বন্ধ রহিয়াছে! এই বেড়া বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত। উচ্চ বেড়া, তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার উপায় ছিল না; সে ভাবিল, বেড়া ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করিবে, কিন্তু বেড়া ভাঙ্গিবার শব্দে সন্দেহক্রমে কেহ সেই দিকে আসিতে পারে ভাবিয়া, সে এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিল; হঠাৎ তাহার মনে হইল দুই তিনটা বাড়ী ঘুরিয়া যদি সে সেই অট্টালিকার পশ্চাতস্থিত খালের ধারে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই দিক দিয়া অট্টালিকার খিড়কীতে যাওয়া অসম্ভব হইবে না।—স্মিথ আর সেখানে সময় নষ্ট না করিয়া টাইগার সহ দেউড়ী দিয়া বাহিরে ফিরিয়া গেল,

এবং কয়েকটি বাড়ী অতিক্রম করিয়া একটি সরু গলি দিয়া খালের ধারে উপস্থিত হইল। এই স্থানে যাইতে তাহার অনেকটা সময় নষ্ট হইল।

খালের ধারে আসিয়া স্মিথ দেখিল সে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, রিংউডের বাসার খিড়কীর নিকট যাইতে হইলে খালের ধারে ধারে কয়েক শত গজ যাইতে হইবে,-তাহার পর সেখান হইতে রিংউডের খিড়কীর পথ খুঁজিয়া লইতে হইবে। এক অন্ধকার তাহার উপর নিবিড় কুজ্ঝটিকা, খালের ধার দিয়া অগ্রসর হইতে সে পদে পদে বাধা পাইতে লাগিল, কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সে পা টিপিয়া চলিতে লাগিল।

এই ভাবে সে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় সে নদীর জলে কোন গুরুভার দ্রব্য পতনের 'ঝপাং' শব্দ শুনিতে পাইল! সে আর অগ্রসর না হইয়া টাইগারের শিকল দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া সেই স্থানেই স্থির ভাবে দাঁড়াইল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া কিছু দূরে কয়েকটা মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখিতে না পাইলেও, কয়েকজন মানুষ যে দল বাঁধিয়া খালের ধার হইতে রিংউডের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না।

"তবে কি ইহারা কর্ত্তাকে মারিয়া জলে ফেলিয়া গেল?"—এই কথা ভাবিয়া স্মিথ ক্ষিপ্তবৎ হইয়া যথাসাধ্য দ্রুতগতি সেই দিকে চলিল! প্রতিপদক্ষেপে সেই দুর্গম পথে তাহার পদস্খলন হইতে লাগিল, তাহার পায়ে পুনঃ পুনঃ আঘাত লাগিল; কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে অগ্রসর হইল। যে স্থানে সে সেই মনুষ্য-মূর্ত্তিগুলিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল—সেই স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই টাইগার সবেগে তাহার হাত হইতে শিকল ছাড়াইয়া লইয়া, মুহূর্ত্তে খালের জলে লাফাইয়া পড়িল! টাইগারের এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ বুঝিতে পারিয়া স্মিথের সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল; সে তৎক্ষণাৎ টাইগারের অনুসরণ করিল। কিন্তু তাহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না, টাইগার প্রায় একগলা জলে ডুব দিয়া দাঁতে করিয়া কি টানিয়া তুলিল! স্মিথ তাহা স্পর্শ করিয়াই বুঝিতে পারিল—তাহা কোটের একটা অংশ! স্মিথ তৎক্ষণাৎ

সেই স্থানে ডুব দিয়া হাত বাড়াইতেই মিঃ ব্লেকের একখানা পা তাহার ঠেকিল ; তখন সে দুই হাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি তীরে টা তুলিল।

কিন্তু মিঃ ব্লেক জীবিত আছেন কি না তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তা চোখ ফাটিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল ; সে তাড়াতাড়ি বস্তাটা খুলিয়া ফে তাঁহার কোটের ও সার্টের বোতামগুলি খুলিয়া দিল, এবং তাঁহার বক্ষ করতল সংস্থাপিত করিয়া বক্ষের স্পন্দন পরীক্ষা করিতে লাগিল।

সে তাঁহার বক্ষে মৃদুস্পন্দন অনুভব করিয়া আনন্দাতিশয্যে আত্মহারা হ অস্ফুটস্বরে বলিল, "এখনও প্রাণ আছে ; আঃ, বাঁচিলাম! বোধ হয় চেষ্টা কর এখনও কর্ত্তাকে বাঁচাইতে পারিব। কিন্তু একা কি করিব? এখানে এ কাহার সাহায্য পাইব? কাহারও সাহায্য ভিন্ন ত কর্ত্তার প্রাণরক্ষা হইবে —কি করি? এখন কি করি?"

জলমগ্ন ব্যক্তির প্রাণরক্ষার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হয় স্মিথের সুবিদিত ছিল। সে সেই সকল প্রক্রিয়া-সাহায্যে মিঃ ব্লেকের সং সঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রায় পনের মিনিট চেষ্টার পর তাঁহার ধমনী বেগ সে বুঝিতে পারিল, বক্ষের স্পন্দনও স্পষ্টতর হইল, এবং শ্বাস বহি লাগিল। স্মিথ বুঝিল তাহার চেষ্টা বিফল হয় নাই। সে অধিকতর উৎসা সহিত তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

হঠাৎ পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শুনিয়া স্মিথ চমকাইয়া উঠিল, শত্রুরা হ সন্ধান লইতে আসিয়াছে মনে করিয়া সে টাইগারকে সতর্ক করিয়া বিছা উঠিয়া দাঁড়াইল ; মুহূর্ত্ত পরেই সে বুঝিল তাহারা শত্রু নহে, দুইজন পু কনষ্টেবল বেগে বাহির হইয়া খালের ধার দিয়া যাইতেছে!

স্মিথ সংক্ষেপে সকল কথা তাহাদের গোচর করিল। তাহার কথা শুনি তাহারা তখনই দলবল লইয়া বদমায়েসদের গ্রেপ্তার করিতে চাহিল ; কিন্তু স্মি বলিল, "তাহাদিগকে কিছু পরে গ্রেপ্তার করিলেও চলিবে, আগে ইঁহাকে বাঁচাও। নিকটে কোন ডাক্তার আছে কি?"

একজন কন্‌ষ্টেবল বলিল, "ঐ গলির মোড়েই ডাক্তার হ্যাগবেনের বাড়ী। চল, উহাকে তুলিয়া লইয়া ডাক্তারের বাড়ীতে রাখিয়া আসি।"

কন্‌ষ্টেবলদ্বয় ও স্মিথ মিঃ ব্লেককে ধরাধরি করিয়া ডাক্তারের গৃহে লইয়া গেল। ডাক্তার বাড়ীতেই ছিলেন; তিনি প্রাচীন ও বহুদর্শী চিকিৎসক। তিনি স্মিথের নিকট মিঃ ব্লেকের বিপদের কথা শুনিয়া তাঁহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহার সিক্ত বস্ত্রাদি অপসারিত করিয়া তাঁহাকে সুকোমল শয্যায় শয়ন করাইলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি স্মিথকে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার প্রাণের আশঙ্কা নাই। তাঁহার ঘুম আসিয়াছে; সুনিদ্রায় তাঁহার অবসাদ দূর হইবে। আশা করি নিদ্রাভঙ্গে তিনি সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিয়া বসিতে পারিবেন। তুমি এখন যাইতে পার, কাল সকালে আসিয়া সুসংবাদই পাইবে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

লোমহর্ষণ সংঘর্ষণ

স্মিথ ডাক্তার হ্যাগবেনের কথায় আশ্বস্ত হইয়া টাইগার সহ বাসায় প্রত্যা করিল; তখন রাত্রি গভীর হইয়াছিল। বাসায় আসিয়া সে দেখিতে প পূর্ব্বোক্ত পুলিশ কর্ম্মচারিদ্বয় তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। তা বলিল, "আমরা অবিলম্বে সেই বাড়ীতে গিয়া বদমায়েসগুলাকে গ্রে করিব; তাহাদের অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর। তবে তাহাদের দলে অ লোক থাকিলে আমাদিগকে দলপুরু হইয়া যাইতে হইবে; এজন্য প্র আমাদের থানায় যাওয়া আবশ্যক।"

স্মিথ বলিল, "সেই ভাল; আপনারা প্রস্তুত হইয়া আসুন।"

থানাটি সেই পল্লীতেই অবস্থিত, সেস্থান হইতে তাহার দূরত্ব অধিক না কন্‌ষ্টেবলদ্বয় তাড়াতাড়ি থানায় গিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টরকে দুর্ঘ সংক্রান্ত সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিল। তিনি এরূপ গুরুতর তদন্তের কন্‌ষ্টেবলদের উপর অর্পণ না করিয়া দ্বাদশজন কন্‌ষ্টেবলসহ অপরাধী গ্রেপ্তার করিতে চলিলেন।

পুলিশ ফৌজ সেই অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইয়া দুইদলে বিভক্ত হই একদল খিড়কীতে খালের দিকে পাহারায় রহিল, অন্যদল সদর দরজা দি অট্টালিকায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল; ইন্‌স্পেক্টর স্বয়ং এই দলের নে গ্রহণ করিলেন।

বহির্দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ দেখিয়া তাহারা কি উপায়ে অট্টালিকায় প্র করিবে, তাহারই আলোচনা করিতে লাগিল। কেহ বলিল, 'দ্বার খুলিয়া দি বল।' কেহ বলিল, 'দ্বার খুলিয়া দিবে না, দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ ক

যাউক।'—ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "উহাদিগকে অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করিতে হইবে, নতুবা খুনজখম হইবার সম্ভাবনা আছে। উহাদের অজ্ঞাতসারে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে কার্ণিশের উপর দিয়া ছাদে উঠিতে হইবে। আমি রেলিংএর উপর দিয়া এই থামের সাহায্যেই ছাদে উঠিতে পারিব—তোমরা আমার অনুসরণ কর।" একজন বহির্দ্বারে পাহারায় থাকিল, অন্যান্য কনষ্টেবল ইন্‌স্পেক্টরের অনুসরণ করিল। ইন্‌স্পেক্টরটি যেমন বলবান, সেইরূপ চটপটে; তিনি অল্প চেষ্টাতেই ছাদে উঠিতে পারিলেন। স্মিথ টাইগারকেও লইয়া আসিয়াছিল, যে কনষ্টেবল সদর দরজায় পাহারায় থাকিল—স্মিথ টাইগারকে তাহার জিম্মায় রাখিয়া অন্যান্য কনষ্টেবলের সঙ্গে ছাদে উঠিল।

তাহারা ছাদ দিয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। দ্বার খোলা ছিল, সুতরাং এ জন্য তাহাদিগকে আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। সেই কক্ষে দীপ জ্বলিতেছিল। ইহা উপবেশন-কক্ষ, বেশ সুসজ্জিত। সেই কক্ষে তাহারা কাহাকেও দেখিতে পাইল না; অন্যদিকে একটি দ্বার ছিল, সেই দ্বার-অভিমুখে তাহারা অগ্রসর হইবে, এমন সময় একজন গৃহবাসী হঠাৎ অন্যদিক হইতে সেই দ্বারটি বন্ধ করিয়া তাহাতে তালা লাগাইয়া দিল।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আমরা আসিয়াছি এ বেটারা ইহা জানিতে পারিয়াছে; দরজায় তালা বন্ধ করিয়া চম্পট দেওয়ার মতলব! না, আর লুকোচুরির আবশ্যক নাই; ভাঙ্গ দরজা। উহাদের অনুসরণ করিয়া গ্রেপ্তার করাই চাই।"

স্মিথ বলিল, "দরজা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে উহারা সরিয়া পড়িবে; এতক্ষণ বোধ হয় অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছে।"

স্মিথের অনুমান মিথ্যা নহে। ইন্‌স্পেক্টর অট্টালিকার সেই অংশে কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না; অল্পক্ষণ পরে সিঁড়িতে ছপ্‌দাপ্‌ পদশব্দ শুনিয়া তাহারা বুঝিতে পারিলেন ব্লেকের আততায়ীরা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া পলাইতেছে।

দুই তিন মিনিট পরে খিড়কীদ্বার খুলিবার শব্দ শুনিয়া স্মিথ বলিল, "খিড়কী দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিলেন না? বদমায়েস্‌গুলা খিড়কী দিয়া বাগানে প্রবেশ

করিয়াছে, ঐ পথে পলাইবে। চলুন আমরা তাহাদের সম্মুখে গিয়া পলায়ন বাধা দিই ; আর এখানে সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন।”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “খিড়কীতে আমি পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি, তাহারাই উহাদের পথ-রোধ করিবে।”

স্মিথ বলিল, “অসম্ভব! আপনি চারিজন প্রহরী মোতায়েন রাখিয়াছেন, ইহারা সংখ্যায় অনেক অধিক ; তাহারা এতগুলি লোকের মহড়া লইতে পারিবে না। বদমায়েসগুলা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে ; প্রহরীদের সাহায্যের জন্য আমাদের শীঘ্র সেখানে যাওয়া উচিত।”

স্মিথ তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া যে দিক দিয়া দ্বিতলে উঠিয়াছিল, সেই দিক দিয়াই তাড়াতাড়ি নীচে নামিতে লাগিল। ইন্‌স্পেক্টর ও তাঁহার অনুচরেরা তাহার অনুসরণ করিলেন। নীচে আসিয়া তাঁহারা খিড়কীর দিকে যাইতেই পূর্ব্বোক্ত বেড়ায় বাধা পাইলেন।

বেড়া ভাঙ্গিয়া তাঁহারা খিড়কীর দিকে অগ্রসর হইতেই বন্দুকের গম্ভীর নির্ঘোষ শুনিতে পাইলেন। ক্রমে ‘হুড়ুম,’ ‘হুড়ুম’ করিয়া চারি পাঁচটি আওয়াজ হইল, সঙ্গে সঙ্গে আহতের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল!

ইন্‌স্পেক্টর, স্মিথ ও অনুচরবর্গ সহ দ্রুতবেগে খিড়কীর দিকে অগ্রসর হইয়া কাহারও কোন শব্দ পাইলেন না, তাঁহারা বুঝিলেন খিড়কীর প্রহরীদের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দুর্ব্বৃত্তেরা খালের দিকেই পলায়ন করিয়াছে ; সুতরাং তাঁহারা খালের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা কিছু দূরে থাকিতেই দেখিতে পাইলেন একখানি নৌকা হইতে দাঁড়ের ঝুপ্‌ঝাপ্‌ শব্দ হইতেছে, নৌকাখানি যেন তীর-বেগে ছুটিতেছে! তাঁহারা নৌকায় পাঁচ ছয় জন আরোহী দেখিতে পাইলেন ; স্মিথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তাহাদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোকও আছে!

নৌকাখানি অপর পারে যাইতেছে দেখিয়া স্মিথ ইন্‌স্পেক্টরকে বলিল, “শীঘ্র চলুন, উহাদের ধরিতে হইবে!”

ইন্‌স্পেক্টর স্মিথকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিলেন,

বলিলেন, না না, নৌকা নাই ; খালে গভীর জল, আমার কন্‌ষ্টেবলেরা সকলে সাঁতার জানে না, ডুবিয়া মরিবে। আমার যে সকল প্রহরী খিড়কীতে পাহারায় ছিল তাহারা কোথায়, আগে সন্ধান লওয়া আবশ্যক।"

কিন্তু ইন্‌স্পেক্টরকে সে জন্য অধিক দূর যাইতে হইল না, কুয়াসাচ্ছন্ন খালের ধার হইতে যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ তাঁহার শ্রবণগোচর হইতেই তিনি শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সাড়া পাইয়া একজন কন্‌ষ্টেবল ক্ষীণস্বরে বলিল দস্যুরা তাহাকে জখম করিয়াছে, একটা গুলি তাহার কাঁধে বিঁধিয়া আছে! তাহার উঠিবার শক্তি নাই।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আর তিনজন কোথায়?"

আহত কন্‌ষ্টেবল বলিল, "বোধ হয় তাহারা ওপারে চলিয়া গিয়াছে?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ও পারে! কোন্ পারে গিয়াছে?"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "আজ্ঞে, ভবপারে! কেবল আমিই আধমরা হইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া আছি। তাহারা তিনজনেই অক্কা পাইবার পর শেষ গুলিটা আমার কাঁধে বিঁধিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "তিনজন কন্‌ষ্টেবল খুন হইয়াছে? তাহাদের মৃতদেহ অবিলম্বে খুজিয়া বাহির করা আবশ্যক।"

অল্প চেষ্টাতেই তাহাদের মৃতদেহ পাওয়া গেল। একজন আহত হইয়া শোণিতস্রাবে অত্যন্ত পিপাসাতুর হইয়াছিল ; সে জলপানের আশায় খালের ধারে গিয়া আর উঠিতে পারে নাই, সেই স্থানেই তাহার পিপাসার চিরশান্তি হইয়াছিল। অন্য দুইজন খিড়কীর অদূরে পাশাপাশি মরিয়া পড়িয়াছিল, গুলি তাহাদের হৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর হাসপাতালের গাড়ী আনাইয়া মৃত দেহগুলি পাঠাইয়া দিলেন। আহত কন্‌ষ্টেবলটিকেও চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হইল।

রিংউড সদলে খাল পার হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইল, তাহাদের আর সন্ধান পাওয়া গেল না। আমষ্টার্ডাম ও তাহার সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে ও নগরে সেই রাত্রেই পুলিশের হুলিয়া বাহির হইল ; কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ডাক্তারের কাহিনী

ডাক্তার হ্যাগবেনের কথা মিথ্যা হয় নাই ; পর দিন মধ্যাহ্ন কালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে মিঃ ব্লেক শয্যায় উঠিয়া বসিতে সমর্থ হইলেন ; দীর্ঘকাল সুনিদ্রায় তাঁহার দেহের অবসাদ ও গ্লানি বিদূরিত হইয়াছিল। স্মিথ সেই দিন প্রভাতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তখনও তিনি নিদ্রিত আছেন দেখিয়া, সে দস্যুদের সন্ধানের জন্য পুলিশের সঙ্গে গিয়াছিল।

মিঃ ব্লেকের যে সময় নিদ্রাভঙ্গ হয়—ডাক্তার হ্যাগবেন সে সময় তাঁহার শয্যাপ্রান্তে উপবিষ্ট ছিলেন। এই পরোপকারী সহৃদয় ওলন্দাজ ডাক্তার মিঃ ব্লেকের সেবা শুশ্রূষার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারই চিকিৎসা-নৈপুণ্যে ও শুশ্রূষাগুণে মিঃ ব্লেক এরূপ অল্প সময় মধ্যে নিরাময় হইতে পারিলেন। মিঃ ব্লেক পূর্ব্বরাত্রের সকল ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এবং ডাক্তার হ্যাগবেনের অনুগ্রহেই তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়াছে বুঝিয়া তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

ডাক্তার লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "না না, ও সকল কথা বলিয়া আমাকে লজ্জা দিবেন না ; আমি আমার কর্ত্তব্যের অধিক কিছুই করি নাই ; আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে—ইহাই আমার শ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার বলিয়া মনে করিতেছি ; কিন্তু মিঃ ব্লেক, একটা কথা জানিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে। আপনার নাম আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম ; আপনার অসাধারণ খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা কে-ই বা না জানে ?—কিন্তু আপনি যে বাড়ীতে আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এরূপ মহাবিপদে পড়িয়াছিলেন, সেই বাড়ীতে আপনি কি উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন ?"

মিঃ ব্লেক তাঁহার জীবনদাতার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, লর্ড লিনডেলের হীরক-নেকলেস অপহরণের পর হইতে আমষ্টার্ডামে আসিয়া মিস্ রিংউডের অনুসরণ করা পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল—তাহা সমস্তই তিনি হ্যাগবেনের গোচর করিলেন; কোনও কথা গোপন করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। দুর্ব্বৃত্ত রিংউড সেই মহামূল্য হীরকালঙ্কার বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যেই আমষ্টার্ডামে আসিয়াছে, তাঁহার এই ধারণার কথাও তিনি ডাক্তারকে বলিলেন।

ডাক্তার স্তব্ধ ভাবে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "নেকলেস্! মহামূল্য হীরার নেকলেস্ চুরীর তদন্তে আপনি এদেশে আসিয়াছেন? অদ্ভুত, আশ্চর্য্য, বিস্ময়কর ব্যাপার!"

ডাক্তারকে হঠাৎ বিচলিত দেখিয়া মিঃ ব্লেকও বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না।—তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ব্যাপারে আপনি এত বিস্মিত হইতেছেন কেন? ইহা অদ্ভুত বলিয়াই বা আপনার ধারণা হইল কেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "কাল আমি একজন রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলাম, সে প্রলাপ-ঘোরে মধ্যে মধ্যে 'হীরার নেকলেস্' 'হীরার নেকলেস্' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল! আপনার কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, আপনি যে নেকলেসের কথা বলিতেছেন, তাহার সহিত কি এই রোগীটার প্রলাপের কোন সম্বন্ধ আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার এরূপ মনে হইবার কারণ কি? যাহার দুই চারিখানি অলঙ্কার আছে—তাহার ঘরেই একছড়া নেকলেস্ থাকিতে পারে।—বিশেষতঃ যাহারা জহরতের ব্যবসায় করে তাহাদের ত কথাই নাই।"

ডাক্তার বলিলেন, "কিন্তু এই রোগীটা জহরীও নয়, নেকলেস্ কিনিতে পারে এরূপ সচ্ছল অবস্থারও লোক নয়! তবে সে যে চরিত্রের লোক তাহাতে কাহারও সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ইহা অপহরণ করা তাহার অসাধ্য নহে। তদ্ভিন্ন আর একটা আশ্চর্য্য মিল আছে। আপনি বলিলেন না, রিংউড ও তাহার

ভগিনী মার্কিণ মুলুকের লোক ? এই লোকটাও আমেরিকান। তাহার নাম
হিরাম সেলিক।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হিরাম সেলিক রিংউডের দলের লোক হইতেও পারে।
সে কোথায় থাকে ?"

ডাক্তার বলিলেন, "এই নগরের একটা কদর্য্য অংশে তাহার বাসা। আপনার সেখানে যাইতে সাহস করা উচিত নয়। বোধ হয় সে বাঁচিবে ; সে একটু সুস্থ হওয়া পর্য্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন। সে সারিয়া উঠিয়া যখন চলাফেরা করিবে—সেই সময় সুযোগ বুঝিয়া আপনি তাহার অনুসরণ করিবেন।—লোকটা ভয়ানক মাতাল, অতিরিক্ত মদ খাইয়াই সে মরিতে বসিয়াছিল ; কিন্তু এ অভ্যাস সে ছাড়িতে পারিবে না, খাড়া হইতে পারিলেই মদের আড্ডায় দৌড়াইবে, সেই সময় আপনি তাহার অনুসরণের সুযোগ পাইবেন।"

এই সময় স্মিথ মিঃ ব্লেককে দেখিতে আসিল। তিনি সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিয়া ডাক্তারের সহিত গল্প করিতেছেন দেখিয়া তাহার দুর্ভাবনা দূর হইল। অন্যান্য কথার পর মিঃ ব্লেক স্মিথকে রিংউড ও তাহার ভগিনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্মিথ তাহার ও পুলিশের ব্যর্থ চেষ্টার ফল তাঁহার গোচর করিল।

মিঃ ব্লেক ডাক্তার হ্যাগবেনের নিকট হিরাম সেলিকের প্রসঙ্গে যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন তাহা সমস্তই স্মিথকে বলিলেন। হিরাম সেলিক সুস্থ হইলে তিনি তাহার অনুসরণ করিবেন, একথাও স্মিথকে জানাইলেন। হিরাম সেলিকের মদের আড্ডাটি কোথায়, মিঃ ব্লেক ডাক্তার হ্যাগবেনের নিকট তাহা জানিয়া লইলেন।

দুইদিন পরে মিঃ ব্লেক ডাক্তারের নিকট সন্ধান পাইলেন হিরাম সেলিক তখনও আরোগ্য লাভ করে নাই।

মিঃ ব্লেক সেই দিনই ছদ্মবেশে হিরাম সেলিকের আড্ডা দেখিতে বাহির হইলেন। কিন্তু এবার আর তিনি ওলন্দাজ ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন না ; এবার তিনি ওলন্দাজ দোকানদারের দোকানের গোমস্তার ছদ্মবেশে সজ্জিত হইলেন।

হিরাম সেলিক যে মদের আড্ডায় মদ খাইতে যাইত, সেই আড্ডার মালিকের নাম ট্রম্প। নগরের একটি কদর্য্য পল্লীতে একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে এই আড্ডাটি অবস্থিত। একটা জীর্ণ হতশ্রী দোতালার নীচে ট্রম্পের আড্ডা। ঘরটি বেশ প্রশস্ত, তাহাতে অনেকগুলি চেয়ার বেঞ্চি ছিল; বিস্তর ছোট লোক সেখানে দলবদ্ধ হইয়া মদ খাইত ও রাজা উজীর মারিত। দোতালায় একটি হোটেল; অনেক সাধারণ গৃহস্থ সেখানে খানা খাইতে যাইত। মিঃ ব্লেকও দুইদিন ছদ্মবেশে সেখানে গিয়া খানা খাইয়া আসিলেন।

মিঃ ব্লেক দ্বিতীয় দিন সেই ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অনেকগুলি লোক একটা টেবিলে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিতেছে! তিনি উৎকর্ণ হইয়া তাহাদের পরামর্শ শুনিতে লাগিলেন; তাহাদের সকল কথা তাঁহার কর্ণগোচর না হইলেও তিনি বুঝিলেন, তাহারা হীরা জহরৎ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে।

আমষ্টার্ডাম নগর ইউরোপের মধ্যে জহরৎ-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র; সুতরাং পাটের হাটে পাট-ক্রয়বিক্রয় সম্বন্ধে আলোচনা শুনিলে যেমন তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকে না,—এখানে জহরতের আলোচনা শুনিয়াও তিনি বিস্মিত হইলেন না। মিঃ ব্লেক লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন সকলে ওলন্দাজী ভাষাতেই সেখানে স্ব স্ব বক্তব্য প্রকাশ করিলেও সমাগত ব্যক্তিগণের সকলে ওলন্দাজ নহে; তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন দেশবাসী অনেকগুলি ইহুদী ছিল, তদ্ভিন্ন কয়েকজন ফরাসী, জর্ম্মাণ, ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় ছিল, এবং দুই একজন মাত্র আমেরিকাবাসী ছিল। মিঃ ব্লেক তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও পুনঃ পুনঃ তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাদের কাহাকেও রিংউডের সহযোগী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিলেন না; কিন্তু ইহাতে তিনি হতাশ না হইয়া হিরাম সেলিকের আরোগ্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইভাবে আরও তিন দিন অতীত হইল। চতুর্থ দিন মিঃ ব্লেক ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারিলেন, সেলিক তখন পর্য্যন্ত আরোগ্যলাভ না।

করিলেও সে বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। সেই দিনই সে একখানি পত্র পাইয়া পত্রের লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক ডাক্তারকে বলিলেন, "সে কখন বাহিরে যাইবে জানিতে পারিয়াছেন কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ সে আজ সন্ধ্যার সময় দুইঘটিকার জন্য ঘুরিয়া আসিবার অনুমতি চাহিতেছিল। আমি বলিলাম, 'এরূপ অসুস্থ শরীরে বাহিরে না যাওয়াই উচিত, যদি নিতান্তই যাও তাহা হইলে মদ-টদ খাইও না বাপু!'—সে মদ খাইবে না. বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে, আজ রাত্রি আটটার সময় বাহিরে যাইবে। তবে ট্রম্পের আড্ডায় যাইবে, কি অন্য কোথাও যাইবে তাহা বলিতে পারি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেজন্য অসুবিধা হইবে না, আমি তাহার অনুসরণ করিলেই জানিতে পারিব—সে কোথায় যায়।—তবে আমি তাহাকে চিনি না ভ্রমক্রমে অন্য লোকের অনুসরণ না করি!"

ডাক্তার বলিলেন, "আমি সন্ধ্যা আটটার পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব; তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিলেই আপনি তাহাকে চিনিতে পারিবেন; তখন গোপনে তাহার অনুসরণ করিবেন, তাহা হইলে আর আপনার ভ্রম হইবে না।"

সেই দিন সায়ংকালে মিঃ ব্লেক সেলিকের বাসার অদূরে লুকাইয়া থাকিলেন। রাত্রি প্রায় আটটার সময় ডাক্তারের সঙ্গে একটি লোক সেই বাসা হইতে পথে আসিল, মিঃ ব্লেক বুঝিলেন—সেই লোকটিই হিরাম সেলিক।

হিরাম সেলিক বৃদ্ধ ওলন্দাজ ডাক্তারের সঙ্গে পথপ্রান্তবর্ত্তী আলোক-স্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইলে মিঃ ব্লেক সেই আলোকে তাহার মুখ মণ্ডল সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। লোকটাকে তিনি পূর্ব্বে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। রিংউডের দলের সহিত তাহার সংস্রব আছে কি না জানিবার জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইলেন।

মিঃ ব্লেক পথের ধারে একটি ঘরের দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া হিরাম সেলিকের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় অদূরবর্ত্তী একটি গৃহের দ্বার খুলিয়া একটি রমণী বাহিরে আসিল। মিঃ ব্লেক তাহার দিকে দুই তিন বার চাহিলেন; চেনা মুখ বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল; কিন্তু তিনি এই যুবতীর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার চেষ্টা না করিয়া হিরাম সেলিকের অনুসরণ করিলেন।

সেলিকের নিকট বিদায় লইয়া ডাক্তার তাঁহার গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলে হিরাম সেলিক অন্য পথে অগ্রসর হইল; তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিলেন ট্রম্পের আড্ডাই তাহার লক্ষ্য স্থল।—সে কয়েক মিনিট পরে ট্রম্পের আড্ডাঘরে প্রবেশ করিল; মিঃ ব্লেক দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, হিরাম সেলিক সমাগত লোকগুলির মুখের দিকে চাহিয়া বিভিন্ন টেবিলের পাশ দিয়া সেই কক্ষের এক প্রান্তে উপস্থিত হইল।

মিঃ ব্লেক দ্বারপ্রান্তে আর অপেক্ষা না করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং একখানি টেবিলের কাছে বসিয়া আড়চোখে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন সেই কক্ষের একপ্রান্তে একটি টেবিলের কাছে বসিয়া হিরাম সেলিক দুইজন লোকের সহিত নিম্নস্বরে গল্প করিতেছে। মিঃ ব্লেক যেন তাহাদিগকে দেখিতে পান নাই এই ভাবে উঠিয়া তাহাদের অদূরবর্ত্তী একখানি খালি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, তাহার পর পকেট হইতে একখানি সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহাতে দৃষ্টিসংযোগ করিলেন।

মিঃ ব্লেক যখন সংবাদ-পত্রখানি খুলিলেন তখন তাহার ভিতর হইতে এক-খানি ক্ষুদ্র আয়না বাহির হইয়া পড়িল; কিন্তু অন্য কেহ তাহা দেখিতে পাইল না। এই আয়নাখানি তাঁহার স্বহস্তনির্ম্মিত, এবং তাহাতে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক কৌশল ছিল। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ভাঁজ করিয়া ইহার আয়তন সঙ্কুচিত করা যাইত। এতদ্ভিন্ন ইহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, তাহা সম্মুখে রাখিয়া ভাঁজের পরিবর্ত্তনে অদূরে উপবিষ্ট যে কোন লোকের মুখ তাহার উপর প্রতিবিম্বিত করা যাইত; অর্থাৎ মুখ ফিরাইয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিবার আবশ্যক হইত না।

মিঃ ব্লেক সংবাদপত্রখানি পাঠ করিবার ছলে—কাগজের উপর সংলগ্ন দর্পণে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মুখ দেখিতে লাগিলেন ; কিন্তু সেলিকের ন্যায় দুই জনও তাঁহার অপরিচিত। সুতরাং তিনি তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। ইহাতে তিনি বড়ই হতাশ হইয়া পড়িলেন ; তাঁহার মনে হইল কষ্ট স্বীকার করিয়া সেখানে যাওয়া অনর্থক হইয়াছে।

কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল ! একজন ভৃত্য সেলিকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে একখানি লেফাপা দিল। পত্রখানি পাইয়া সেলিকের মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইল, সে উৎকণ্ঠিত চিত্তে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিল, তাহার চক্ষুতে ভয়ের চিহ্ন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের অদূরে সমাসীন লোকগুলিকে দেখিতে লাগিল।

মি ব্লেক যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে তাহারা তাঁহার মুখ দেখিতে পাইল না, কিন্তু মিঃ ব্লেক স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন তাহারা তাঁহার মুখ দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে ! তাহাদের চেষ্টা সফল না হওয়ায় হিঃ সেলিক অতঃপর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ইংরাজীতে বলিল, "মহাশয়, আপনার খবরের কাগজখানা মিনিটখানেকের জন্য আমাকে দেখিতে দিলে বড়ই বাধিত হইব।"

অন্য কেহ হইলে হিরাম সেলিকের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া ধরা পড়িয়া যাইত, কিন্তু মিঃ ব্লেককে চাতুর্য্যে পরাস্ত করা তাহার সাধ্য ছিল না ; তিনি একটা নগণ্য দোকানদারের গোমস্তা; তিনি ইংরাজী ভাষা বুঝিতে পারিবেন ইহা সম্ভব নহে, এইজন্য তিনি সবেগে মাথা নাড়িয়া তাহাকে ইঙ্গিতে জানাইলেন, তাহার কথা তিনি বুঝিতে পারেন নাই !

হিরাম সেলিক তখন গুলন্দাজী ভাষায় সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিল। এবার তিনি সেই ভাষায় তাহাকে উত্তর দিতে পারিতেন ; কিন্তু তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে কাগজখানির অন্তরাল-সংরক্ষিত দর্পণখানি সে দেখিয়া ফেলিবে ভাবিয়া তিনি ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "এই কাগজখানা দেখিবেন

ইহা আপনাকে দেখিতে দিতে আমার কোন আপত্তি নাই ; তবে একটু অপেক্ষা করুন, আমি যে প্যারাটি পড়িতেছি তাহা শেষ করিয়া লই।"

হিরাম সেলিক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার যায়গায় ফিরিয়া গেল। মিঃ ব্লেক ক্ষিপ্রহস্তে আয়নাখানি ভাঁজ করিয়া অন্যের অলক্ষ্যে পকেটে ফেলিলেন, তাহার পর কাগজখানি সহ দক্ষিণ হস্ত হিরাম সেলিকের দিকে প্রসারিত করিলেন।

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন হিরাম সেলিক ও তাহার সঙ্গীদ্বয় তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা তাঁহার মুখ দেখিলেও তিনি যে ওলন্দাজ নহেন—ইহা বুঝিতে পারিবে না বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস ছিল ; সুতরাং কাগজখানি দেওয়ার সময় তাহারা আড়চোখে তাঁহার মুখ দেখিয়া লইলেও তিনি বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। অতঃপর কি ঘটে তাহা জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত কৌতূহল হইল ; এইজন্য তিনি মদের নেশার ভান করিয়া মুদিত নেত্রে বসিয়া রহিলেন, এবং যেন নিদ্রাঘোরেই তাঁহার মাথা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তাঁহার চক্ষু মুদিত থাকিলেও তাঁহার কর্ণ সজাগ রহিল।

হিরাম সেলিকের সঙ্গীদ্বয় দুই একটি কথার পর জহরৎ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিল। উৎসাহে ও কৌতূহলে মিঃ ব্লেকের বক্ষঃস্থল সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল ; তিনি উৎকর্ণ হইয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাহাদের পরামর্শ শুনিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হীরক-নেকলেস্ কোথায়

হিরাম সেলিকের একজন সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিল, "নেকলেস্ ছড়াটা এ
কোথায় ?"—প্রশ্নকর্ত্তার বয়স প্রায় চল্লিশ ; ছিপ্‌ছিপে, লম্বা, মুখে ছুচলো দা
চক্ষুদুটি ক্ষুদ্র, কিন্তু উজ্জ্বল, যেন ধূর্ত্ততামাখা।

সেলিক বলিল, "এখনও ইংলণ্ডেই আছে। এসেক্স জেলায় একটা রা
ধারে এরোপ্লেনের ষ্টেশন আছে ; সেখানে একটি ট্রেঞ্চে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার ম
লুকাইয়া রাখা হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, যে স্থান হইতে রিংউড ও তাহার ভগিনী এ
প্লেনে উঠিয়া হল্যাণ্ডে পলাইয়া আসিয়াছিল—এ সেই স্থান! যদি তি
এসংবাদ পূর্ব্বে জানিতে পারিতেন তাহা হইলে কি মজাই হইত!

পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল, "আর কত দিন সেখানে তাহা থাকিবে ?"

সেলিক বলিল, "সুযোগ হইলেই তাহা স্থানান্তরিত করা হইবে। আ
দুই একজন গিয়া তাহা এখানে লইয়া আসিব। ইতিমধ্যে উহা বিক্র
সকল বন্দোবস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে। আমার বখ্‌রার টাকাগুলা এখন
নির্ব্বিঘ্নে হাতে আসিলে বাঁচি!"

ইহার পর তাহারা একবার সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া গলার আওয়া
এত খাটো করিল যে, মিঃ ব্লেক তাহাদের আর কোন কথা শুনি
পাইলেন না ; কিন্তু সেজন্য তাঁহার আক্ষেপ হইল না। তিনি য
শুনিয়াছিলেন, তাহাই যথেষ্ট। এই নেকলেস্‌ই যে লর্ড লিন্‌ডেলের সিন্ধ
হইতে অপহৃত হীরক-নেকলেস্ এবিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না।

কিন্তু তাহা যে আর অধিক দিন সেখানে থাকিবে না, ইহাও নি

বুঝিতে পারিলেন। শীঘ্রই তাহা বিক্রয়ের জন্য আমষ্টার্ডাম নগরে আনীত হইবে, এবং বিক্রয়ের পূর্ব্বে হীরকগুলি নেকলেস্ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে। হীরকগুলি খণ্ড খণ্ড হইলে তাহাদের পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হইবে বুঝিয়া মিঃ ব্লেক বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "উহারা সেখানে গিয়া হস্তগত করিবার পূর্ব্বেই তাহা সরাইয়া ফেলিতে হইবে। অন্যের সাহায্যে ইহা সম্ভব হইবে না, আমাকে কালই ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিতে হইবে। আমার এরোপ্লেনখানি এখানে থাকিলে আজ রাত্রেই উড়িয়া যাইতাম।—কিন্তু আজ রাত্রে এখানে কোন এরোপ্লেন হঠাৎ ভাড়া পাইবার আশা নাই, অগত্যা কাল সকালের ট্রেণে যাত্রা করাই নিরাপদ।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া তিনি জৃম্ভণ করিয়া চক্ষু মেলিলেন, চারিদিকে চাহিয়া ঘড়ি খুলিলেন, এবং এতক্ষণ ঘুমাইয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছেন—এইরূপ ভাব দেখাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। সেলিক তাহার সঙ্গীদ্বয়ের সঙ্গে তখনও মদ গিলিতেছিল। তিনি আড়চোখে তাহাদের দিকে চাহিয়া সেই আড্ডা ত্যাগ করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে মিঃ ব্লেক স্মিথ ও টাইগার সহ হারউইচ্‌গামী জাহাজ ধরিবার জন্য রেলট্রেণে রটারডাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে জাহাজ ইংলণ্ডের বন্দরে উপস্থিত হইলে তাঁহারা জাহাজ হইতে নামিয়া অদূরবর্ত্তী মোটরের আড্ডায় উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "লণ্ডনে পরে যাইলেই চলিবে। চল আগে আমরা নেকলেসের সন্ধানে এসেক্সে এরোপ্লেনের ষ্টেশনে যাই। তাড়াতাড়ী একখানি মোটর ভাড়া করিয়া তাহাতেই যাই চল।"

সেখানে মোটর ভাড়া পাওয়া কঠিন হইল না; তাঁহারা একখানি বেগবান মোটর ভাড়া করিয়া ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে চলিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট পল্লীতে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ব্লেক প্রথমেই পূর্ব্বোক্ত এরোপ্লেনের ষ্টেশনে না গিয়া স্থানীয় থানায় পদার্পণ করিলেন।—সৌভাগ্যক্রমে ইন্‌স্পেক্টর সেলিং তখন থানাতেই ছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর হাসিয়া বলিলেন, "তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার বড়ই হইলাম ; কোন নূতন সংবাদ আছে কি ?"

মিঃ ব্লেক সংক্ষেপে তাঁহার আমষ্টার্ডাম-ভ্রমণের কাহিনী ইন্‌স্পেক্টর গোচর করিলেন ; ইন্‌স্পেক্টর অখণ্ড মনোযোগসহকারে সেই বিবরণ শ্রবণ করিলেন। সকল কথা শুনিয়া তিনি ব্লেককে বলিলেন, হইলে এখানে তুমি চোরা নেকলেসের উদ্ধারের আশায় আসিয়াছ ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ওলন্দাজটার কথা শুনিয়া আশা হইয় এরোপ্লেনের সাবেক ষ্টেশনেই তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। একটা ট্রেঞ্চে মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহা না কি লুকাইয়া রাখিয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কিন্তু তোমার আশা পূর্ণ হইবে কি না সন্দে আজ সকালে তুমি এখানে আসিবার পূর্ব্বেই দস্যুদলের দুইজন লোক সেই ষ্টেশনের কাছে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, "কিরূপে আসিল ? তাহারা কো দিকে গিয়াছে ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তাহারা এরোপ্লেনে উড়িয়া আসিয়াছিল, আর এরোপ্লেনেই চম্পট দিয়াছে ! বোধ হয় আমষ্টার্ডামেই ফিরিয়া গিয়াছে তাহারা কিছু দূরে এরোপ্লেন রাখিয়া আসিয়াছিল। আমার কনষ্টেবলে প্রথমে তাহা জানিতে পারে নাই ; দুইজন কনষ্টেবল পরে তাহাদের সহা পাইয়া ষ্টেশনেই তাহাদের অন্বেষণ করিয়াছিল। কনষ্টেবল পেনিংটন তাহ দিগকে একটি 'ট্রেঞ্চের' ভিতর হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছিল। সে তাহা দিগকে গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর হইলে একবেটা ডাকাত রিভলবার তুলিয় তাহাকে গুলি করে ! সে তখন দশ বার হাত দূরে ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পেনিটন কি আহত হইয়াছে ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, কিন্তু আঘাত সাংঘাতিক নহে ; গুলিটা তাহা পায়ে লাগায় সে চলৎশক্তিহীন হইয়াছিল। গুলি খাইয়াই সে বসিয় পড়ে, সেই সময় কনষ্টেবল র‍্যাম্‌জে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সেখানে উপস্থি

হইল, কিন্তু দস্যুদ্বয় অন্যদিক দিয়া পলায়ন করিল। তখনও বেশ অন্ধকার ছিল, র‍্যামজে আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না; কয়েক মিনিট পরে তাহারা এরোপ্লেনে উঠিয়া চম্পট দিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "খদটা কি রকম?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "অনেকটা ট্রেঞ্চের মত; জর্ম্মান জেপেলীনের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের এরোপ্লেনের কর্ম্মচারীরা এই খদে আশ্রয় গ্রহণ করিত। পেনিংটন তাহাদের সন্ধান পাইবার পূর্ব্বেই বোধ হয় তাহারা সেখানে লুকাইয়াছিল। আমি সেই খদের ভিতর নামিয়া তাহা পরীক্ষা করিবার অবসর পাই নাই; হাতে বিস্তর জরুরি কায ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেটারা আমাকে বড় ফাঁকি দিয়াছে; নেকলেস্ ছড়াটা লইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই; তথাপি খদটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই। আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে না?

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "চল, কিন্তু গিয়া কোন ফল হইবে না।"

"মিঃ ব্লেক বলিলেন, আমিও তাহা জানি, তবু যদি কোন রহস্যের সূত্র আবিষ্কার করিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর সহ খদের নিকট উপস্থিত হইলেন, স্মিথও তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। মিঃ ব্লেক প্রথমে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু স্মিথ চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "কর্ত্তা, এখানে কতকগুলি পদচিহ্ন দেখিতেছি! এ ত আমাদের পায়ের চিহ্ন নহে!"

মিঃ ব্লেক সাবধানে অগ্রসর হইয়া সেই সকল পদচিহ্ন পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময় ইন্‌স্পেক্টর একটি গর্ত্তের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। মিঃ ব্লেক তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এ গর্ত্তটি যেন আজই খোঁড়া হইয়াছে, টাট্‌কা মাটী তোলা!—আমার বোধ হয় নেকলেস্‌ছড়াটা এই খানেই লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। শয়তানেরা তাড়াতাড়িতে গর্ত্তটা বুঁজাইবারও অবসর পায় নাই।—দেখি টাইগার কিছু খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে কি না।"

মিঃ ব্লেক টাইগারকে ইঙ্গিতে কি আদেশ করিলেন, টাইগার তাঁহার ম ভাব-বুঝিতে পারিয়া সম্মুখস্থ পদদ্বয় দ্বারা সেই স্থান আঁচড়াইতে লাগিল; ক মিনিট পরে মিঃ ব্লেক সেই দিকে চাহিয়া আগ্রহ ভরে বলিলেন, "কি এ দেখা যাইতেছে না?"

তিনি টাইগারকে সরাইয়া দিয়া উভয় হস্তে সেই স্থানের নরম খুঁড়িতে লাগিলেন; কয়েক ইঞ্চি নীচে একটি কৃষ্ণবর্ণ মখমলের বাক্স দে পাওয়া গেল। মিঃ ব্লেক তাহা টানিয়া তুলিলেন। বাক্সটা কি শূন্যগ তিনি রুদ্ধনিশ্বাসে কম্পিত হস্তে তাহার ডালা খুলিলেন।

বাক্সের চাবি তাহার গায়েই লাগান ছিল, সুতরাং বাক্স খুলিতে তাঁহা বেগ পাইতে হইল না। বাক্সের ভিতর দুইটি খোপ ছিল, খোপ দুইটির স আবরণ ছিল; সেই আবরণদ্বয় টানিয়া তুলিয়া দেখা গেল—খোপের ভি কিছুই নাই! এই খোপ দুইটি একখানি ডালায় বসান ছিল। ডালার নী আর একটি খোপ আছে অনুমান করিয়া মিঃ ব্লেক সেই ডালাটি টানিয়া তু লেন। তৎক্ষণাৎ সকলের মুখ হইতে অস্ফুট হর্ষধ্বনি যুগপৎ উত্থিত হই সুবর্ণশৃঙ্খলে গ্রথিত শ্রেণীবদ্ধ শুভ্র হীরকখণ্ডগুলিতে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হই মুহূর্ত্তে যেন উজ্জ্বল বিদ্যুৎপ্রবাহের বিকাশ করিল! মিঃ ব্লেক আনন্দে অ হইয়া বলিলেন, "জয় জগদীশ্বর! ইহাই লর্ড লিন্‌ডেলের ভুবন-বিখ্যাত হীর নেকলেস্!"

স্মিথ সহর্ষে বলিল, "কি সৌভাগ্য! কর্ত্তা, পাওয়া গেল?—আমা সকল পরিশ্রম সফল হইল। আয়রে টাইগার! তোর মুখে চুমা খাই, তুই-ই বাক্স খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিস্!"

মিঃ ব্লেক নেকলেস্‌ছড়াটি হাতে লইয়া সতর্কভাবে পরীক্ষা করি লাগিলেন, হঠাৎ তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। চক্ষুতে উদ্বেগের চিহ্ন প স্ফুট হইল।

ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি, ব্লেক! তোমাকে হঠাৎ এরূপ অন্যমনস্ক দেখিতেছি কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পাগল! বেটাদের কি পাগল বলিয়া মনে হয় না? তাহারা নেকলেস ছড়াটা লইয়া যাইবার জন্য আমষ্টার্ডাম হইতে উড়িয়া আসিল, খদে নামিল, একজন কন্‌ষ্টেবলকে জখম করিয়া এরোপ্লেনে উঠিয়া চম্পট দিল, অথচ নেকলেস্ ছড়াটা বাক্স সমেত ফেলিয়া গেল! কেবল তাহাই নহে, আমাদের কার্য সহজ করিবার জন্য বাক্সে চাবি পর্য্যন্ত লাগাইয়া রাখিয়া গেল, পাছে বাক্স খুলিতে কষ্ট হয়!"

স্মিথ বলিল, "তাহারা ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে—এরূপ সন্দেহের কারণ কি? সম্ভবতঃ তাহারা বাক্সটি হাতে পাইবার পূর্ব্বেই পুলিশের তাড়া খাইয়া তাড়াতাড়ি পলাইয়াছে। তাহারা পাগল কি না সে কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; নেকলেস ত পাওয়া গিয়াছে। চলুন এখন লণ্ডনে ফিরিয়া যাই। লর্ড লিন্‌ডেল এই সুসংবাদে বোধ হয় আনন্দে নৃত্য করিবেন।"

মিঃ ব্লেক অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "হাঁ, এইরূপই আশা করিতে পারি। এখন চল বাড়ী যাই। লর্ড লিন্‌ডেলের কিরূপ আনন্দ হয়—দেখা যাইবে।"

স্মিথ দেখিল মিঃ ব্লেকের যেন স্ফূর্ত্তি নাই, কি একটা ভার যেন তাঁহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে! সে বলিল, "কর্ত্তা আপনি কি ভাবিতেছেন বলিবেন না? আপনাকে চিন্তাকুল বোধ হইতেছে, ইহার কারণ কি?"

চিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা তোমার এখন শুনিবার আবশ্যক নাই; শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিবে।"

স্মিথ বলিল, "সে কি! আপনি আমার নিকট কোন কথা গোপন করেন না, আর আজ একথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন! এ কি রহস্য?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড লিন্‌ডেলের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইলেই তুমি তাহা জানিতে পারিবে। হয় ত আমার সন্দেহ অমূলক। আমার সকল সন্দেহই কি তোমাকে বলি স্মিথ!"—তিনি পুনর্ব্বার নীরব হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জটিল সমস্যা

মিঃ ব্লেক লণ্ডনে পদার্পণ করিয়া প্রথমেই লর্ড লিন্‌ডেনের সহিত সা করিতে যাইলেন না। লর্ড লিন্‌ডেনের নেকলেস্ চুরির তদন্তভার ডিটে ইন্‌স্পেক্টর থ্রেলের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছিল ; সুতরাং তাঁহার অজ্ঞাতসারে নেকলেস্ লর্ড লিনডেনের হস্তে প্রত্যর্পণ করা তিনি সঙ্গত মনে না. প্রথমেই ইন্‌স্পেক্টর থ্রেলের সহিত সাক্ষাতের জন্য স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চলি সেখানে ইন্‌স্পেক্টর থ্রেলের সহিত তাঁহার দেখা হইল।

ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল মিঃ ব্লেকের সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হই এবং অপহৃত নেক্‌লেস্ দেখিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া বার্কলে স্কোয়ারে যাত্রা করিলেন।

লর্ড লিন্‌ডেন তখন গৃহেই ছিলেন ; তিনি আহার শেষ করিয়া কি করিতেছেন এমন সময় ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল ও মিঃ ব্লেকের কার্ড পাই তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে তাঁহার উপবেশন-কক্ষে লইয়া যাইতে ক করিলেন। তাঁহারা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে লর্ড লিন্‌ডেন বলি "আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বড়ই আনন্দিত হইলাম। আশাকরি নাদের নিকট কোন নূতন সংবাদ শুনিতে পাইব।"

ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, সুসংবাদ আছে। মিঃ ব্লে আন্তরিক চেষ্টা যত্নে আপনার অপহৃত নেক্‌লেস্ পাওয়া গিয়াছে।"

লর্ড লিন্‌ডেন এই সংবাদে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া ব্যগ্রভাবে বলি "পাওয়া গিয়াছে ? কি সৌভাগ্য ! আপনারা আমার জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বী করিয়াছেন, এজন্য আমি আপনাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ রহিলাম।

ব্লেকের আন্তরিক চেষ্টা যত্ন ভিন্ন এই নেকলেস্ পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আশা ছিল না। মিঃ ব্লেক আপনি কি তাহা লইয়া আসিয়াছেন ?"

মিঃ ব্লেক তাঁহার পকেট হইতে নেকলেস্ বাহির করিয়া লর্ড লিন্‌ডেনের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি, ইহা আপনারই সেই নেকলেস্ কি না !"

লর্ড লিনডেন্ বলিলেন, "হাঁ, ইহা আমারই সেই অপহৃত নেকলেস্, অন্য কোন নেকলেস্ আমার নেকলেস্ বলিয়া ভ্রম হইবার আশঙ্কা নাই।"—তিনি নেকলেসের বিভিন্ন হীরকগুলি ক্রমে পরীক্ষা করিতে করিতে একখানি হীরকের দিকে চাহিয়া আর যেন দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন না! তাঁহার চক্ষুতে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট, হইল এবং তাঁহার মুখ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিবর্ণ হইল।

ইন্‌স্পেক্টার তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি মহাশয়! কান খুঁত বাহির হইয়াছে কি ?"

লর্ড লিন্‌ডেন যেন অন্যমনস্কভাবে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "খুঁত ? খুঁত কি না ক বুঝিতে পারিতেছ না ; কিন্তু এই হীরাখানা ফাটা কি ইহাতে কি যেন দোষ আছে বলিয়া মনে হইতেছে।—আমার নেকলেসের কোন হীরার কিছুমাত্র খুঁত ছিল না; সকলগুলিই অতি দুষ্প্রাপ্য প্রথম শ্রেণীর হীরা।"

লর্ড লিন্‌ডেনের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল ও স্মিথ উভয়েই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, কেবল মিঃ ব্লেক অত্যন্ত গভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ ভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না।

ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল নেকলেস্ হাতে লইয়া সেই হীরকখানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, হীরাখানি ফাটা বটে !"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "আমার নেকলেসের প্রথমশ্রেণীর হীরায় এরূপ খুঁত থাকিতে পারে না, কোন হীরাই ফাটা ছিল না, ইহার এখুঁত কিরূপে হইল ? অথচ ইহা আমারই নেকলেস্, আমার নিজের জিনিস আমি চিনিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার নেক্‌লেস্ এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই ?

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "না, তবে এই হীরাখানি সন্দেহ জনক হইতেছে। মিঃ ব্লেক আপনি একথা বলিতেছেন কেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যে বাক্স মধ্যে নেকলেস্ পাওয়া গিয়াছে—সেই বাক্সটির অবস্থা দেখিয়া ও অন্যান্য কোন কোন কারণে আমার মনে হইয়াছিল আমি প্রতারিত হইয়াছি।"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "প্রতারিত হইয়াছেন ? আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তাহা আপনাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারি না ; তবে আমষ্টার্ডামে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা শুনিলে আপনি আমার সন্দেহের কারণ—কিছু কিছু বুঝিতে পারিবেন।"—মিঃ ব্লেক আমষ্টার্ডামে নেকলেসের অনুসন্ধান করিতে গিয়া যে ভাবে বিপন্ন হইয়াছিলেন তাহা লিন্‌ডেনকে সংক্ষেপে বলিলেন।

লর্ড লিন্‌ডেন সেই বিচিত্র কাহিনী শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন, পরে বলিলেন, "আপনার সন্দেহের কথা শুনিয়া আমার উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইল। এই নেকলেস্ জহুরী লোরেণ বিয়ানকে না দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। জহরৎ চিনিতে সে অদ্বিতীয় ; বিশেষতঃ আমার নেকলেশ সে চিনে। আমি এখনই হ্যাট্টন গার্ডেনে যাইব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বোধ হয় এতক্ষণ তাহার কারখানার ছুটী হইয়াছে। সেখানে গিয়া এখন তাহার দেখা পাইবেন কি না সন্দেহ।"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "তবে কালই সেখানে যাইব। এই এক হীরার জন্যই আমার সন্দেহ, এখানি নিখুঁত হইলে বিন্দুমাত্র সন্দেহ মনে স্থান পাইত না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাল সকালে জহুরী এই নেকলেস্ পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করে—দয়া করিয়া তাহা আমাকে জানাইবেন কি ? কাল মধ্যাহ্নে আমার বাড়ীতে যাইলেই আমার সাক্ষাৎ পাইবেন।"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই যাইব। আশাকরি আপনি

পাইবেন এই নেকলেস্ আমারই সেই নেকলেস্, ঝুটা হীরা নহে ; তবে এই ফাটা হীরাখানা সম্বন্ধে সে নিশ্চয়ই অনুকূল মত প্রকাশ করিবে না।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল লর্ড লিন্‌ডেনের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। পথে আসিয়া স্মিথ মিঃ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, আমি আপনার মনের ভাব কতক কতক বুঝিতে পারিয়াছি ; কিন্তু আপনি নেকলেস্‌ছড়াটা কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ করিলেন কেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড লিনডেনও কি সন্দেহ করেন নাই ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, আপনার সন্দেহের কথা শুনিয়া তিনি আপনার মতের সমর্থন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখনও তিনি স্পষ্ট কিছুই স্বীকার করেন নাই। আপনি উহা দেখিবামাত্রই—গম্ভীর হইয়াছিলেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি ফাটা হীরাখান সর্ব্বপ্রথমেই দেখিতে পাইয়াছিলাম। প্রথম শ্রেণীর হীরকে কখন কোন খুঁত থাকে না। কাল লর্ড লিন্‌ডেনের নিকট সকল কথা জানিতে পারিব।"

পরদিন বেলা বারটার সময় মিঃ ব্লেক লর্ড লিন্‌ডেনের গৃহে উপস্থিত হইলেন। লর্ড লিন্‌ডেনের মুখ দেখিয়াই মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন তাঁহার আশঙ্কা অমূলক নহে। তথাপি তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি জহরী লোরেণ থিয়ানের সঙ্গে সকালে দেখা করিতে গিয়াছিলেন ?"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "হাঁ, তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল ; সে যাহা বলিল তাহাতে বুঝিলাম আপনার সন্দেহ অমূলক নহে। এই নেকলেস্ আমার নেকলেসেরই নকল ; ঝুটা হীরা দিয়া এরূপ কৌশলে এই জাল নেকলেস্ প্রস্তুত হইয়াছে যে, আসলে নকলে কোন প্রভেদ নাই। অন্ততঃ জহরী ভিন্ন এই প্রভেদ অন্য কেহ বুঝিতে পারিবে না। এই নকল হীরাগুলি শৈলস্ফটিকে (rock-crystal) নির্ম্মিত। ইহার মূল্য নিতান্তই অল্প।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয় লর্ড লিন্‌ডেন! আমার সকল চেষ্টা বিফল হইল, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "আমার অনুরোধে আপনি যথেষ্ট কষ্ট ও

অসুবিধা সহ্য করিয়াছেন, এজন্য আপনার নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ রহিলাম কিন্তু এই নেকলেস্ নকল হীরায় নির্ম্মিত, ইহা আপনি পূর্ব্বে বুঝি পারিলেও বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করেন নাই, ইহাই আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের বিষয়। আমি ইহার কারণ বুঝিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড লিনডেন, এই নেকলেস্ ঝুটা হীরায় প্রথি ইহা আবিষ্কার করিয়া আমি এতই মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম যে, আমা বিস্ময়ের অবসর হয় নাই। আমি নির্ব্বোধ শিশুর ন্যায় প্রতারিত হইয়াছি প্রথম হইতেই দুর্বৃত্তেরা এভাবে আমার চোখে ধূলা দিয়া আসিয়াছে সে কথা স্মরণ করিয়া ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে ; নিজে উপর আমার অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছে! বিস্ময়ের কথা আপনি কি বলিতেছেন!

লর্ড লিনডেন বলিলেন, "আমি আপনার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না চেষ্টা যত্ন মাত্র মনুষ্যের সাধ্য, কিন্তু সাফল্য লাভ সর্ব্বত্র সুলভ নহে সে জন্য কেন আপনি নিজেকে এ ভাবে ধিক্কার দিতেছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার আত্মগ্লানির যথেষ্ট কারণ আছে ; সকল ব্যাপারই আমি এখন সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি। আমস্টার্ডামে মদে আড্ডায় যে মার্কিণগুলাকে আমি সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহারা বুঝিয়াছি আমি তাহাদের গুপ্ত রহস্যের সন্ধান লইবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছি কিন্তু আমি তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারি নাই! আমি মাতলামী ভানে যখন নিদ্রিতের ন্যায় চক্ষু মুদিয়া বসিয়া ছিলাম—সেই সময় তাহা আমার চাতুরী বুঝিয়া আপনার নেকলেস সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় আমি মনে করিলাম তাহারা সত্যই আপনার নেকলেস এসেক্সের এরোপ্লেন ষ্টেশনে লুকাইয়া রাখিয়াছে। এখন বুঝিয়াছি আমার ভ্রান্তি উৎপাদনই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল।"

লর্ড লিনডেন বলিলেন, "আপনার ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া তাহাদে কি লাভ হইত? আপনার সাক্ষাতে তাহারা কি জন্যই বা এসকল কথা

আলোচনা করিয়াছিল?—তাহাদের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিয়াই আমার ধারণা হইতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আদৌ অনাবশ্যক নহে; তাহারা বুঝিয়াছিল সে সময় আমাকে আমষ্টার্ডাম হইতে বিদায় করিতে না পারিলে নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি করা সম্ভব হইবে না।—এ বিষয়ে তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছিল।"

লর্ড লিনডেন বলিলেন, "তাহারা বোধ হয় আশা করিয়াছিল তাহাদের এই চাতুরী আমিও বুঝিতে পারিব না, আমরা সন্দেহ ক্রমে কোন জহরীকে এই ঝুটা হীরার নেকলেস্ পরীক্ষা করিতে দিব—ইহাও সম্ভবতঃ তাহারা প্রত্যাশা করে নাই। যদি ঝুটা হীরাখানি দেখিয়া সন্দেহ না হইত, তাহা হইলে সত্যই আমি এ নেকলেস্ জহরী দ্বারা পরীক্ষা করাইতাম না;—আমার নেকলেসের অনুকরণে এরূপ অপূর্ব্ব কৃত্রিম নেকলেস্ নির্ম্মিত হইতে পারে, ইহা না দেখিলে আমি বিশ্বাস করিতাম না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, হাঁ, আমষ্টার্ডাম নগরে এরূপ সুদক্ষ শিল্পীর অভাব নাই। আপনার অপহৃত নেকলেসের পরিবর্ত্তে এই কৃত্রিম হীরার নেকলেস্ আপনার হস্তগত হয়, এই উদ্দেশ্যেই তাহারা এসেক্সের এরোপ্লেনের ষ্টেশনে উহা লুকাইয়া রাখিয়া কৌশলে সেই সংবাদ আমাকে জানাইয়াছিল। ইহাতে তাহাদের অন্য উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইয়াছিল; আমি হঠাৎ আমষ্টার্ডাম ত্যাগ করিয়াছিলাম।"

লর্ড লিনডেন বলিলেন, "এখন বুঝিলাম যে দুইজন এরোপ্লেনে পলায়ন করিয়াছে, তাহারা এই কৃত্রিম নেকলেস্ লুকাইয়া রাখিতে আসিয়াছিল; আসল নেকলেস্ কোন দিনই সেখানে ছিল না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমারও ত তাহাই মনে হয়। আমি এরোপ্লেনের ষ্টেশনে শীঘ্রই উপস্থিত হইব বুঝিয়া তাহারা সেই রাত্রেই এরোপ্লেনে সেখানে গিয়া খদের ভিতর ইহা লুকাইয়া রাখিয়াছিল; পুলিশ যখন তাহাদের সন্ধান পাইয়াছিল তখনই খদের ভিতর প্রোথিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "আমার নেকলেস্ কি এখনও আমষ্টার্ডামে আছে মনে হয় ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একথা বলা অত্যন্ত কঠিন। হয় ত ইত্যবসরে তাহারা তাহা বিক্রয় করিয়াছে। আমি অবিলম্বে আমষ্টার্ডামে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার নেকলেসের সন্ধান লইবার চেষ্টা করিব ; তবে দস্যুরা তিনজন পুলিশ খুন করায় ও আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করায় ধরা পড়িবার ভয়ে হল্যাণ্ড হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে কি না অনুমান করা অসম্ভব।"

মিঃ ব্লেকের অনুমান মিথ্যা নহে ; তিনি লর্ড লিন্‌ডেনের নিকট বিদায় গ্রহণের অব্যবহিত পরেই আমষ্টার্ডামে প্রত্যাগমন করিয়া বহু অনুসন্ধানেও ক্লিউড, সেলিক প্রভৃতিকে দেখিতে পাইলেন না ; কয়েক দিন ধরিয়া তিনি ছদ্মবেশে রাজধানীর সর্ব্বস্থানে ঘুরিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাহারা ধরা পড়িবার আশঙ্কায় আমষ্টার্ডাম হইতে ব্রুসেল্‌স, প্যারিস, ভিয়েনা, বার্লিন প্রভৃতি বিভিন্ন রাজধানীতে পলায়ন করিয়াছে কি না তাহাও তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক অগত্যা আমষ্টার্ডামের পুলিশের হস্তে তাহাদের সন্ধানের ভার অর্পণ করিয়া পুনর্ব্বার লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন।

মিঃ ব্লেক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "সকল চেষ্টাই বিফল হইল স্মিথ! দস্যুদল আমাদের চোখে ধূলা দিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। আমাদিগকে নূতন পথে অগ্রসর হইতে হইবে ; নূতন প্রণালীতে তদন্ত আরম্ভ করিতে হইবে।"

স্মিথ বলিল, "আবার চালিয়া সাজিতে হইবে ? এবার কোন্ পথে চলিবেন মনে করিতেছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আর্ল লিন্‌ডেনের পুত্র লর্ড মার্সডনের আরোগ্যের উপর তাহা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। তিনি সুস্থ হইয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই

এরূপ কোন সন্ধান দিতে পারিবেন—যাহার সাহায্যে রহস্যভেদ অপেক্ষাকৃত সহজ হইতেও পারে। হতভাগ্য রাল্‌ফ মেরিক ও তাহার প্রণয়িনী শিলির কোন উপকার করিতে পারিলে আমি বড়ই সুখী হইতাম; কিন্তু প্রকৃত অপরাধীরা ধরা না পড়িলে রাল্‌ফের অনুকূলে কোন চেষ্টাই সফল হইবে না। পুলিশ কাহাকেও অপরাধী সন্দেহে গ্রেপ্তার করিলে তাহাকে দণ্ডিত করিবার জন্য তাহারা কি ভাবে আসামীর বিরুদ্ধে মামলা সাজাইয়া তোলে, তাহা ত তোমার অজ্ঞাত নহে।"

স্মিথ বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল এই চুরীর তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছেন, আপনি তাঁহাকে অপহৃত নেবলেস্-সংক্রান্ত সকল কথাই বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়াও কি তিনি রিংউড ও তাহার দলের লোক ভিন্ন অন্য কাহাকেও অপরাধী মনে করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু রিংউডের দলের সকল লোকেরই ত সন্ধান হয় নাই; রাল্‌ফ মেরিকের সহিত তাহাদের সংস্রব আছে—এ ধারণা তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই।—রাল্‌ফ মেরিক জেল-খালাসী আসামী; তাহার উপর তাহার নিকট যে চোরা ব্যাঙ্ক-নোটখানি পাওয়া গিয়াছে—তাহা তাহার প্রতিকূলে একটা প্রকাণ্ড প্রমাণ, ইহা খণ্ডন করা সহজ নহে। সুতরাং তাহাকে নিরপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্যই আমি প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান করিতে এতদূর ব্যাকুল হইয়াছি। যদি লর্ড মার্সডন চেতনা লাভ করিয়া কথা বলিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জবানবন্দী দ্বারা সুফলের আশা আছে। চল আমরা বার্কলে স্কোয়ারে তাঁহাকে দেখিতে যাই।"

মিঃ ব্লেক স্মিথ সহ বার্কলে স্কোয়ারে লর্ড লিন্‌ডেনের গৃহে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা লর্ডের সম্মুখে নীত হইলেন। লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "আর কোন নূতন সংবাদ আছে কি, মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না মহাশয়, আমি আমষ্টার্ডামে প্রত্যাগমন করিয়া দস্যুদলের আর কোন সন্ধান পাই নাই, সম্ভবতঃ তাহারা ফেরার হইয়াছে।"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "তাহা হইলে বোধ হয় নেকলেস্ উদ্ধারের আশা ত্যাগ করিয়াছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, সে আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করি নাই; তবে আমাদিগকে পুনর্ব্বার নূতন করিয়া তদন্ত আরম্ভ করিতে হইবে। এইজন্য কিরূপে দস্যুরা আপনার সিন্দুক হইতে নেকলেস্ অপহরণ করিল, এবং আপনার পুত্রই বা কি ভাবে আহত হইয়াছিলেন, তাহা জানা আবশ্যক।"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "এই কক্ষ হইতেই নেকলেস্ চুরি হইয়াছিল; ঐ দেখুন সেই সিন্দুক।"

মিঃ ব্লেক সিন্দুকটির নিকট গিয়া তাহা পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর লর্ড লিন্‌ডেনকে বলিলেন, "এই সিন্দুকের চাবি আপনার কাছেই থাকে ত ?"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "হাঁ, উহার চাবি আমার কাছেই আছে। আমি তাহা আমার ডেস্কের দেরাজে আবদ্ধ রাখিয়াছি; কারণ, সিন্দুকের চাবি সর্ব্বদা সঙ্গে রাখা সম্ভব নহে। আমি দুর্ঘটনার দিন অপেরায় যাইবার সময়েও ইহার চাবি আমার ডেস্কের দেরাজেই রাখিয়া গিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সেদিন আপনি বলিয়াছিলেন, অপেরা দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া এই কক্ষে আসিয়া আপনার সিন্দুক খোলা দেখিয়াছিলেন; তখন কি আপনার দেরাজও যথানিয়মে চাবি দিয়া বন্ধ করা ছিল ?"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "সে কথা সত্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অথচ আপনি সিন্দুক চাবি দিয়াই খোলা দেখিয়াছিলেন! সিন্দুকের দ্বিতীয় কোন চাবি আছে কি ?"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "না, ইহার অন্য কোন চাবি নাই। কেবল তাহাই নহে, সিন্দুক-নির্ম্মাতা আমাকে বলিয়াছিল—তাহারা ভিন্ন অন্য কোন কারিগর ইহার চাবি প্রস্তুত করিতে পারিবে না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তথাপি চাবি দিয়া ইহা খোলা হইয়াছিল, এবং নেকলেস্ চুরির পর দেরাজও বন্ধ ছিল ?"

লর্ড লিডেন বলিলেন, "হাঁ, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু কিরূপে ইহা

সম্ভব হইয়াছিল তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই; ইহা বড়ই বিস্ময়কর রহস্য!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিস্ময়কর রহস্য বটে, কিন্তু দুর্ভেদ্য নহে।"

লর্ড লিনডেন বলিলে,ন "আপনি কি এই রহস্যভেদ করা সম্ভব মনে করেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই। এই সিন্দুকের চাবি যদি দেরাজে না থাকে তাহা হইলে আমরা ধরিয়া লইতে বাধ্য যে, আসল চাবি দিয়াই সিন্দুক খোলা হইয়াছে।"

লর্ড লিনডেন বলিলেন, কিন্তু আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি সিন্দুকের চাবি দেরাজে বন্ধ থাকে, দেরাজের চাবি সর্ব্বদাই আমার পকেটে থাকে। আমার দেরাজ হইতে সিন্দুকের চাবি কিরূপে বাহিরে আসিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অগ্রে আপনার দেরাজের চাবিটা দেখি।"

লর্ড লিনডেন দেরাজের চাবি মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিলেন, তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আপনার দেরাজের এই চাবির অনুরূপ চাবি প্রস্তুত করা অসম্ভব নহে।"

লর্ড লিনডেন বলিলেন, "তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে? আমার দেরাজে অনেক মূল্যবান দলিলপত্র থাকে বলিয়া আমি দেরাজের চাবি সর্ব্বদা নিজের কাছেই রাখি; ইহা আমার পকেটে থাকে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আপনার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের সময় পকেট হইতে চাবিটা অল্প কালের জন্যও অন্যের হস্তগত হইতে পারে।"

লর্ড লিনডেন বলিলেন, "হাঁ, আমার সর্দ্দার খানসামা রবার্ট এস্‌কুমের হস্তগত হইতে পারে—ইহা অস্বীকার করি না; কিন্তু গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ সে আমার সংসারে চাকরী করিতেছে, আমার সর্ব্বস্বই তাহার হস্তে বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারি—এই চাবি ত তুচ্ছ সামগ্রী।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার ভৃত্য এস্‌কুম নিশ্চয়ই সন্দেহের অতীত; আপনার দেরাজের চাবি কি আর কাহারও হাতে পড়িবার আশঙ্কা ছিল না?"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার পুত্র লর্ড মার্সডন ?"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া লর্ড লিনডেন সক্রোধে বলিলেন, "মিঃ রবার্ট ব্লেক ; আপনি বিজ্ঞ ও সুবিবেচক বলিয়া আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে; সেই শ্রদ্ধা বিলুপ্ত হয় এরূপ কোন কথা আপনার বলা উচিত নয়। আমার পুত্র ওরূপ কোন অপরাধ করিতে পারে—এ ধারণা আপনার মনে স্থান পাইল,—ইহা বিস্ময়ের কথা বটে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না মহাশয়, আমার মনে এ ধারণা স্থান পায় নাই, লর্ড মার্সডন কোন অপরাধজনক কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিবে; ইহা সম্ভব নহে।"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "তবে আমার দেরাজের চাবির প্রসঙ্গে তাহার নাম উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোন দুরভিসন্ধি না থাকিলেও তিনি আপনার দেরাজের জন্য একটি চাবি প্রস্তুত করাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিতে পারেন। ইহা অপরাধের কার্য্য বলিয়া মনে করি না।"

লর্ড লিন্‌ডেন বিরক্তি-ভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আমার অজ্ঞাতসারে আমার দেরাজের অন্য একটি চাবি প্রস্তুত করাইয়া সে নিজের কাছে রাখিবে, ইচ্ছামত ব্যবহার করিবে—অথচ তাহার এই কায আপনি অবৈধ মনে করেন না ? এ কিরূপ যুক্তি বুঝিতে পারিলাম না! বিশেষতঃ, আমার দেরাজের চাবি তাহার কাছে আছে—এরূপ সন্দেহই বা কেন আপনার মনে স্থান পায় ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড লিন্‌ডেন, আমি আপনার যুক্তিরই সমর্থন করিয়াছি, নিজে কিছুই অনুমান করিয়া লই নাই। আপনি বলিয়াছেন আপনার দেরাজের চাবি, আপনার ব্যতীত আরও দুইজনের হস্তগত হইতে পারে; প্রথম আপনার সর্দ্দার খানসামা, দ্বিতীয় আপনার পুত্র। আপনি বলিয়াছেন—আপনার সর্দ্দার খানসামা সন্দেহের অতীত; সুতরাং আপনার পুত্র সেই চাবি বা তাহার অনুরূপ চাবি দ্বারা দেরাজ খুলিয়াছিলেন,—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত

নহে। আমার কথা শুনিয়া আপনি বিরক্ত হইবেন না; যদি আপনার পুত্র দ্বারাই দেরাজ খোলা সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে হয়ত ইহাও প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, তিনি কোন দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত হইয়া এই কার্য্য করেন নাই। —এখন বলুন আপনার পুত্র কেমন আছেন?"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "আজ সে ভালই আছে; তবে আঘাতটা গুরুতর হইয়াছিল বলিয়া সে এখনও সেই ধাক্কা সম্পূর্ণরূপে সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারে নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি কি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পাই না?"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "তা পারেন; কিন্তু আপনি তাহাকে এই চাবি সংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না কি? এ কথায় সে মনে অত্যন্ত আঘাত পাইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমি ততদূর বর্ব্বর নহি; এই দুর্ঘটনার প্রসঙ্গে তাঁহাকে দুই একটি কথা মাত্র জিজ্ঞাসা করিব, তাঁহার মনে আঘাত লাগে এরূপ কিছুই বলিব না।"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "তবে আমার সঙ্গে তাহার শয়ন-কক্ষে চলুন; কিন্তু আপনি তাহার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবেন।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নির্ব্বাক কেন ?

লর্ড মার্সডন তাহার শয়ন-কক্ষে একখানি কৌচে শায়িত ছিল; তা বয়স কুড়ি একুশ বৎসরের অধিক নহে। দেহ ক্ষীণ, মুখের ভাব রমণী সুলভ আঘাতজনিত যন্ত্রণায় সে অধিকতর দুর্ব্বল হইয়াছিল।

লর্ড লিন্‌ডেন ও মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র সে হাস্যে তাহার পিতাকে অভিবাদন করিল। লর্ড লিন্‌ডেন মিঃ ব্লে তাহার সহিত পরিচিত করিবার জন্য বলিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই এই ভদ্রলো নাম শুনিয়াছ; ইনি সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক। অপ হীরক-নেক্‌লেস্ উদ্ধারের ভার আমি ইহাঁরই হস্তে অর্পণ করিয়াছি। চোর ধরিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন; তোমাকে দুই-একটি জিজ্ঞাসা করিবেন।"

যুবক ক্ষীণ স্বরে বলিল, "উনি চোর ধরিতে পারেন ভালই, সে আমাকে জেরা করা কেন? পুলিশ ত এ ভার পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছে শুনিয়াছি তাহারা যথেষ্ট চেষ্টা যত্নও করিতেছে,—তবে আবার অন্য লো নিযুক্ত করিবার আবশ্যক কি?"—তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক লর্ড মার্সডনের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "লর্ড মার্স এই রহস্যভেদের জন্য আমাদের সকলেরই অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে; আপনা সহায়তায় কিছু ফল হইতেও পারে ভাবিয়া আপনাকে একটু বিরক্ত করি উদ্যত হইয়াছি; আমাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করাই আপনার কর্ত্তব্য।"

লর্ড মার্সডন বলিল, "আমি কি চোর বেটাদের দেখিয়াছি যে, আপনা সাহায্য করিব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার কথায় বুঝিতেছি চোর একজন নহে; একাধিক লোক চুরি করিতে আসিয়াছিল।"

লর্ড মার্সডন বলিল, "একাধিক! আমি কি তাহাই বলিয়াছি?—না, না, আমি একজনের বেশী লোক দেখি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম, সেই লোকটার চেহারা কিরূপ বলুন।"

লর্ড মার্সডেন বিরক্ত ভাবে বলিল, "আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই, আপনি কেন আমাকে জেরা করিতেছেন? বাবা, উহাকে বল আমি এ সকল জেরার উত্তর দিতে পারিব না, আমি কিছুই জানি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই আপনাকে দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি; ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট হইতেছেন কেন? যে ব্যক্তি আপনাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে আপনি কি কোন কথাই বলিতে পারিবেন না?"

লর্ড মার্সডন সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, একদম কিছুই বলিতে পারিব না; আমি কিছুই জানি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার সহিত কাহারও শত্রুতা আছে কি? কাহাকেও আপনার সন্দেহ হয়?"

লর্ড মার্সডন বলিল, "না মহাশয়, কাহারও সহিত আমার শত্রুতা নাই, কাহাকেও সন্দেহ করিবার কোন কারণও নাই; এ সাধারণ চুরি মাত্র, চোর চুরি করিতে আসিয়া আমাকে ঘরে দেখিয়া আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল। ইহার অধিক আমার কিছুই বলিবার নাই। আপনি অনন্তকাল ধরিয়া জেরা করিলেও ইহার অধিক কিছুই আমি বলিতে পারিব না—পারিব না, পারিব না। আপনি দয়া করিয়া আমাকে নিষ্কৃতি করুন।"

লর্ড লিন্‌ডেন মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "দেখুন, আমার ছেলে কিছুই জানে না; উহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা নিষ্ফল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাই ত দেখিতেছি! কিন্তু আমি এখনও আশা ত্যাগ করি নাই।"

মিঃ ব্লেক লর্ড লিন্‌ডেনের নিকট বিদায় লইয়া স্মিথ সহ গৃহে প্রত্যাগ করিলেন; তিনি স্মিথকে বলিলেন, "লর্ড মার্সডন অনেক কথাই জা কিন্তু স্বেচ্ছায় তাহা গোপন করিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "কিরূপে বুঝিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া।—যে সত্যই ঘুমায়, তা ঘুম ভাঙ্গাইতে পারি; কিন্তু যে নিদ্রার ভাণ করে, তাহার নিদ্রা ভঙ্গ ক অসম্ভব।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু জানিয়া-শুনিয়া তিনি একথা গোপন করিলেন কেন

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা জানিতে পারিলে রহস্য ভেদ করা স হইবে! লর্ড মার্সডন তাহার আততায়ীকে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিয়াছি কিন্তু সে কোন কারণে তাহার নাম প্রকাশ করিবে না।"

স্মিথ বলিল, "আততায়ীর নাম গোপন করিবার কারণ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমিই অনুমান কর।"

স্মিথ বলিল, "না, ইহা অনুমান করা আমার অসাধ্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই ব্যাপারে কোন যুবতীর সংস্রব আছে। র ঘটিত কাণ্ড কেহ স্বেচ্ছায় প্রকাশ করিতে চাহে না।"

স্মিথ বলিল, "এই ব্যাপারে রমণীর সংস্রব আছে? কে সেই যুবতী?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ক্রমে তাহা জানিতে পারিবে; তখন বুঝিতে পা আমার অনুমান মিথ্যা নহে।"

কিন্তু কয়েকদিন ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও মিঃ ব্লেক এই চৌর্য্য-ব্যা কোন রমণীর সংস্রব আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। কয়েক দিন প মিলি উইলসন মিঃ ব্লেকের সহিত দেখা করিতে আসিল। মিলি তখন মি লক্‌ইয়ার নাম্নী মহিলার সংসারে চাকরী করিতেছিল; তাঁহার তেমন অব না থাকিলেও সে মধ্যে মধ্যে মিঃ ব্লেকের সহিত দেখা করিতে আসিত।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন, মিলির মুখ বিশুষ্ক হইলেও তাহার চক্ষুদুটি জ্বলিতেছে!—তিনি তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "মি

তোমার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে—তোমার যেন বিশেষ কিছু বলিবার আছে।"

মিলি বলিল, "আমি ইরেণী রিংউডকে দেখিতে পাইয়াছি! কিন্তু তাহাকে সশরীরে দেখি নাই; আমি মিসেস্ লকইয়ারের সহিত আজ বৈকালে নাটিংহিলে 'সিনেমা' দেখিতে গিয়াছিলাম; তাহাতে একখানি মার্কিন নাটকের অভিনয় কালে যে নায়িকার মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহার নাম ষ্টেলা সেণ্ট মার্ভিন।—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই মূর্ত্তি ইরেণী রিংউডের!—সেই কথা আপনাকে বলিতে আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বটে! সেই 'সিনেমা' কোম্পানীর ঠিকানা কি?"

মিলি বলিল, "নাটিংহিল্ গেট।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মূল্যবান সংবাদ বটে! আবার কবে 'সিনেমা' দেখান হইবে?"

মিলি বলিল, "আজই সন্ধ্যা ছয়টা হইতে আটটার মধ্যে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি সন্ধ্যা পৌনে ছয়টার সময় নাটিংহিল গেট-ষ্টেশনের বাহিরে তোমার জন্য অপেক্ষা করিব; তুমি সেখানে যাইলে আমরা একত্র সিনেমা দেখিব।"

মিলি বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ, আজ নিশ্চয়ই রহস্যভেদের উপায় আবিষ্কৃত হইবে।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রঙ্গমঞ্চে.

সেই দিন সন্ধ্যা ছয়টার সময় মিঃ ব্লেক রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া যথাস্থানে আসন গ্রহণ করিলেন ; তাঁহার একপাশে মিলি ও অন্য পাশে স্মিথ বসিয়া চিত্রে নাটকাভিনয় দেখিতে লাগিল।

নাটক খানি গীতি-নাট্য। নাটকের নাম "প্রেমের জয়"। নাটকের আখ্যায়িকা অত্যন্ত করুণ রসে পূর্ণ। একটি সরলা সুশীলা যুবতী কোন যুবককে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু একটি মায়াবিনী ছলনাময়ী 'পিশাচী' তাহার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া তাহার প্রণয়ীকে বশীভূত করে। দীর্ঘকাল বহু কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে প্রণয়িযুগলের মিলন হয়। মায়াবিনী পিশাচী তাহার পূর্ব্ব-প্রণয়ীর হস্তে নিহত হয়। ইহাই নাটকখানির প্রতিপাদ্য বিষয়। নানা বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকখানি যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক করা হইয়াছিল। মিলি উইলসন বলিয়াছিল, মিস্ রিংউড ষ্টেলা সেণ্ট মারভিন নামে সেই মায়াবিনী পিশাচীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক অভিনয় দর্শন করিয়া মিলিকে বলিলেন, "তোমার অনুমান সত্য। এই যুবতীই ইরেণী রিংউড।"

স্মিথও মিঃ ব্লেকের উক্তির সমর্থন করিল। যথাসময়ে অভিনয় শেষ হইলে মিঃ ব্লেক রঙ্গমঞ্চের বাহিরে আসিয়া স্মিথকে বলিলেন, "ইরেণী রিংউড এই নাটকের অভিনয়ে যোগদান করায় আমার আশা হইয়াছে রহস্য ভেদ করা এখন তেমন কঠিন হইবে না।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু কিরূপেই বা তাহা সহজ হইবে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি একটা কৌশল স্থির করিয়াছি। কিন্তু সেই কৌশল কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে কোন কথা তোমাকে বলিব না। আমার পরীক্ষার ফল শীঘ্রই তুমি জানিতে পারিবে।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক মিলিকে বিদায় দান করিয়া বলিলেন, "স্মিথ, এই নাট-কের 'ফিল্ম' কাহারা নির্ম্মাণ করিয়াছে ?"

স্মিথ বলিল, "পিনাকল্ ফিল্ম্ কোম্পানী।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম, আপাততঃ আমি এই 'সিনেমা' কোম্পানীর ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

মিঃ ব্লেক ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার আফিসে গিয়া নামের কার্ড পাঠাইলে ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া আমি পরম সৌভাগ্য মনে করি। আপনি নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন বশতঃ এখানে আসিয়াছেন, আমাকে কি করিতে হইবে বলুন। আপনি দয়া করিয়া আমাদের 'সিনেমা' দর্শন করিলে বড়ই সুখী হইব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি এ অনুরোধ করিবার পূর্ব্বেই আমি আপনা-দের প্রদর্শিত চিত্রাভিনয় দেখিয়াছি, চিত্রগুলি বড়ই চমৎকার হইয়াছে! শুনিলাম—পিনাকল্ ফিল্ম্ কোম্পানী ইহার নির্ম্মাতা; তাহাদের ঠিকানাটি দয়া করিয়া বলিবেন কি ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "নিশ্চয়ই; তাহাদের ঠিকানা ৩৯৯ নং জেরার্ড ষ্ট্রীট।"

মিঃ ব্লেক ম্যানেজারের নিকট বিদায় লইয়া স্মিথ্ সহ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি পরদিন প্রভাতে ৩৯৯ নং জেরার্ড ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া উক্ত 'ফিল্ম্' কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ মিঃ ব্লেকের পরিচয় পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আমার নিকট আপনার কি আবশ্যক দয়া করিয়া বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি গত রাত্রে 'সিনেমায়' "প্রেমের জয়" নামক একখানি নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি; তাহার 'ফিল্‌ম্' কি আপনারা প্রস্তুত করিয়াছেন?"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ বলিলেন, "হাঁ, আমরাই উহা সংপ্রতি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নাটকখানি বড়ই সুন্দর। উহা আমার এতই ভাল লাগিয়াছে যে, আমি আপনাদের এই 'ফিল্‌ম্' এক রাত্রির জন্য ভাড়া লইবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ বলিলেন, "ভাড়া লইবেন! কেন? ডিটেক্‌টিভগিরি ছাড়িয়া শেষে কি 'সিনেমা'র ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন? আপনি—আপনার ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া এই নূতন ব্যবসায় অবলম্বন করিলে আপনার লাভ হইবে কি না জানি না, কিন্তু দেশের বড়ই ক্ষতি হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি সখের খাতিরে এই ফিল্‌ম্ একরাত্রির জন্য ভাড়া লইব; ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্য নাই।"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ হাসিয়া বলিলেন, "কেবল সখের খাতিরে? কিন্তু আপনি কি উদ্দেশ্যে ইহা এক রাত্রির জন্য ভাড়া চাহিতেছেন তাহা জানিবার জন্য আমি আগ্রহ প্রকাশ করিব না, কারণ আপনি আপনার মনের কথা প্রকাশ করিবেন না তাহা জানি। যাহা হউক, উহা আপনাকে ভাড়া দিতে আমার আপত্তি নাই, কবে চান?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজই পাইলে সুখী হই।"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া ফিল্‌ম্ 'প্যাক' করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কয়েক মিনিট মধ্যে তাহা মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আনীত হইল। তখন মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ বলিলেন, "এই ত আপনার ফিল্‌ম্। আপনার আর কোন কথা আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ আছে। 'প্রেমের জয়' নামক নাটকে ষ্টেলা সেণ্ট মারভিন নাম্নী একটি অভিনেত্রীর ভূমিকা আছে জানেন?"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ বলিলেন, "নিশ্চয়ই ; সেই চতুরা রসিকা অভিনেত্রীর কথা আমার বেশ মনে আছে। সেই যুবতী সুন্দরী বটে !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই অভিনেত্রীর ঠিকানাটি আমাকে দয়া করিয়া বলিবেন কি ?"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ বলিলেন, "তাহার ঠিকানা ত আমার জানা নাই ; এই ফিল্‌ম্ প্রস্তুতের পর সে আমাদের আফিসে একদিনও আসে নাই। সম্ভবতঃ সে এ পথ পরিত্যাগ করিয়াছে ; কিন্তু তাহার ঠিকানা জানিবার জন্য আপনার এত আগ্রহ কেন ? গোয়েন্দাগিরিতে পরিশ্রান্ত হইয়া শেষে কি এই অপ্সরীর প্রেমে আপনার শ্রান্তি দূর করিতে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে ?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "না মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ ! যে বয়সে অভিনেত্রীর চটুল কটাক্ষ পুরুষের মাথা ঘুরাইতে পারে—সে বয়স আমার আর নাই।"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ বলিলেন, "বড়ই সুখের কথা ! এ কথা বলিলাম কেন জানেন ? কথাটা গোপনীয়—কিন্তু আপনাকে বলিতে বাধা নাই। এই যুবতী প্রেমের অভিনয়ে সুনিপুণ ; সে অনেক তরলমতি ধনাঢ্য যুবকের মস্তক চর্ব্বণ করিয়া প্রচুর রস সঞ্চয় করিয়াছে। লণ্ডনের কতগুলি লক্ষপতির অকালকুষ্মাণ্ড বংশধর যে তাহার প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে—তা আপনাকে ঠিক বলিতে পারিব না ; তবে অল্পদিন পূর্ব্বে সে যে লর্ড মার্সডনের কচি মাথাটি গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছিল—এ সংবাদ আমার অজ্ঞাত নহে।"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইল, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টায় মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিয়া বলিলেন, "লর্ড মার্সডন ?"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ বলিলেন, "আর্ল অব্ লিন্‌ডেলের অতুল সম্পত্তির এক-মাত্র উত্তরাধিকারী, বিশ বাইশ বৎসরের তরুণ যুবক ; তাহাকে চেনেন না ? বেচারা এই রূপসী শয়তানীর প্রেম-তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল, এ যাত্রা রক্ষা পায় কি না সন্দেহ ! তবে এই প্রেম-লীলার সংবাদ অধিক লোকে জানে না ; অন্ততঃ বুড়া আর্লের ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি কিরূপে জানিলেন?"

মিঃ ম্যাক্‌কর্নিশ বলিলেন, "ফিল্‌ম্‌ প্রস্তুতের সময় ষ্টেলাকে মধ্যে মধ্যে আমার কারখানায় আসিতে হইত, তাহার সঙ্গে আর্ল-নন্দনকে প্রায়ই আসিতে দেখিয়া আসল ব্যাপারটা অনুমান করা কঠিন হইল না! শেষে ষ্টেলাকে আমার সন্দেহের কথা বলিলে সে স্পষ্টই স্বীকার করিল, লর্ড মার্সডেন তাহাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে! বিবাহটা আর্লের অজ্ঞাতসারে গোপনে সুসম্পন্ন হইবে, ইহাও শুনিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে ত ষ্টেলা খুব বড় কাপ্তেন পাক্‌ড়াইয়াছে! বিবাহ হইয়া গিয়াছে না কি?"

মিঃ ম্যাক্‌কর্নিশ বলিলেন, "না না, বিবাহ হয় নাই। শেষ যে দিন ষ্টেলার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, সে দিন সে বলিয়াছিল—বাগ্দান হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বিবাহটা কিছুদিনের জন্য মুলতুবি আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কত দিনের জন্য?"

মিঃ ম্যাক্‌কর্নিশ বলিলেন, "তাহা জানিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস, আর্ল অব্ লিন্‌ডেন না মরিলে এ বিবাহ হইবে না; কারণ, লর্ড মার্সডেন এখন যে অধিক টাকা হাতে পাইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সে ষ্টেলার অর্থলালসা তৃপ্ত করিতে পারিবে না; ষ্টেলা যে নিঃস্বার্থ প্রেমের খাতিরে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে, সে তেমন নির্ব্বোধ নহে। তবে বুড়া মরিলে সে যে সহজে তাহার শিকার ছাড়িবে, এরূপও বোধ হয় না।"

মিঃ ব্লেক মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশের নিকট বিদায় লইয়া ফিল্‌ম্‌ সহ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি যে নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিলেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া রহস্য-সূত্র আবিষ্কারে কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি যে পরীক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তাহাতে বিরত হওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না।

মিঃ ব্লেকের সঙ্গে ফিল্‌ম্‌পূর্ণ যে প্যাকিং-বাক্স আসিল, তাহা খুলিয়া

বায়স্কোপের ফিল্‌ম্ দেখিয়াই স্মিথের চক্ষু স্থির!—সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তা, এ আবার আপনার কি খেয়াল!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড মার্সডনের মনের ভাব পরীক্ষার জন্য এ সকল যোগাড়-যন্ত্র।"

স্মিথ বলিল, "যদি আপনি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অকৃতকার্য্য হইব না—ইহাই আমার বিশ্বাস। অকৃতকার্য্য হইলেও ক্ষতি নাই, কারণ আমার উদ্দেশ্য অন্যে বুঝিতে পারিবে না।—আমি কোন কৌশলে লর্ড মার্সডনকে এই নাটকের অভিনয় দেখাইব।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু আর্ল লিন্‌ডেন কি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাঁহার আপত্তি হইবে না। তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসক বলিয়াছেন—লর্ড মার্সডনের মন বিষয়ান্তরে লিপ্ত করিতে পারিলে তাহার বিষণ্ণ ভাব দূর হইতে পারে; এজন্য অল্প উত্তেজনা-জনক কোন আমোদ-প্রমোদে তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিলে তাহার ফল হিতকরই হইবে। এমন কি, যে আঘাতে তাহার মন অবসাদগ্রস্ত, তাহার উপর প্রতিঘাত হইলে আশু উপকারের প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু লর্ড মার্সডন বাড়ীর বাহিরে যাইতে অসম্মত; এজন্য লর্ড লিন্‌ডেনের বাড়ীতেই 'সিনেমা' দেখাইতে হইবে। লর্ড লিন্‌ডেন আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। সিনেমার বিষয় কি, তাহা তাঁহাকে বলিয়াছি; কিন্তু সকল কথা খুলিয়া বলি নাই। যদি আমি কোন উপায়ে লর্ড মার্সডনের গুপ্তকথা জানিতে পারি, তাহা হইলে নেকলেস্ চুরির রহস্যভেদ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।"

স্মিথ বলিল, "পরমেশ্বর আপনার আশা-পূর্ণ করুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজ রাত্রেই পরীক্ষা-ফল জানিতে পারিব।"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

পরীক্ষা-ফল

ডাক্তার হার্মার মস্তিষ্ক-রোগের চিকিৎসায় অদ্বিতীয় বলিয়া লর্ড লিন্‌ডেন তাঁহার হস্তেই তাঁহার পুত্রের চিকিৎসাভার অর্পণ করিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক যে রাত্রে লর্ড লিন্‌ডেনের গৃহে 'সিনেমা' দেখাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই রাত্রে মিঃ ব্লেক ও ডাক্তার হার্মার লর্ড লিন্‌ডেন কর্ত্তৃক তাঁহার গৃহে ভোজনের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। রাত্রে তাঁহারা তিনজন একত্র ভোজন করিলেন। লর্ড লিন্‌ডেনের পুত্র আহারের সময় তাঁহাদের সহিত যোগদান না করিলেও আহারান্তে 'সিনেমা' আরম্ভ হইলে সে তাহা দেখিতে আসিল। লর্ড লিন্‌ডেনের সুপ্রশস্ত 'ড্রয়িং রুমে' সিনেমা প্রদর্শনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক স্মিথের উপর সিনেমা পরিচালন-ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং দর্শকগণের নিকট বসিয়া রহিলেন; লর্ড মার্সডনের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, এইজন্য তিনি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকিতে পারিলেন না।

সিনেমার দর্শকসংখ্যা নিতান্ত পরিমিত, কারণ, লর্ড লিন্‌ডেন বাহিরের কোন লোককেই নিমন্ত্রণ করেন নাই। লর্ড লিন্‌ডেন ও তাঁহার পুত্র পাশাপাশি বসিয়া 'সিনেমা' দেখিতে লাগিলেন; ডাক্তার ও মিঃ ব্লেক কিছু দূরে বসিলেন।

সিনেমার প্রারম্ভ ভাগে কতকগুলি হাস্যোদ্দীপক দৃশ্য ছিল; তাহা দেখিয়া পিতাপুত্র উভয়েই অত্যন্ত আমোদ পাইলেন, এবং বিমর্ষ পুত্রকে মন খুলিয়া হাসিতে দেখিয়া লর্ড লিন্‌ডেন আনন্দিত হইলেন। তাঁহার আশা হইল, সিনেমা দেখিয়া তাঁহার পুত্রের মানসিক অবসাদ অন্তর্হিত হইবে।—মিঃ ব্লেক বা তাঁহার পুত্র তাহা জানিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, কয়েকটি কৌতুকময় প্রহসনের অভিনয় শেষ হইলে ষ্টেলা সেণ্ট মাভিনের ছায়ামূর্ত্তি দর্শকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই লর্ড মার্সডন হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল; সে বিস্ফারিত নেত্রে রুদ্ধ নিশ্বাসে অভিনয় দেখিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিলেন ঔষধ ধরিয়াছে!

অভিনয় ক্রমে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, লর্ড মার্সডনের উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা ততই যেন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; তাহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, ললাটে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু সঞ্চিত হইল; তাহার চক্ষুতে অস্বাভাবিক দীপ্তি লক্ষিত হইল, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এমন কি, নাটকের শেষভাগে ষ্টেলা যখন জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অভিনয়ের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে লাগিল, তখন লর্ড লিনডেন ও ডাক্তার পর্য্যন্ত রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে তাহার শোচনীয় পরিণামের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক লর্ড মার্সডনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় স্থির, তাহার প্রাণের সমস্ত আবেগ যেন নির্নিমেষ নেত্রে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল!

অবশেষে গুপ্তঘাতকের অস্ত্রাঘাতে ষ্টেলা ছিন্নমূল লতিকার ন্যায় হঠাৎ লুটাইয়া পড়িল। এই দৃশ্য দেখিয়া লর্ড মার্সডন চেয়ার হইতে সবেগে লাফাইয়া উঠিল, এবং যেন ষ্টেলাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া রঙ্গমঞ্চের দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু দুই পা না যাইতেই সে তাহার পিতার পদপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল!

দর্শকগণ যে কক্ষে বসিয়া অভিনয় দেখিতেছিলেন, যথানিয়মে সেই কক্ষটির সমস্ত দীপ নির্ব্বাপিত করা হইয়াছিল; লর্ড মার্সডনের মূর্চ্ছার সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষের সমুদয় বৈদ্যুতিক দীপ যুগপৎ প্রজ্জ্বলিত হইল। লর্ড লিনডেন ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার মূর্চ্ছিত পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন, এবং উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "হায়, হায়, এ কি সর্ব্বনাশ হইল! এই সিনেমা দেখিয়াই কি ছেলেটা মনে কঠোর আঘাত পাইয়াছে? উহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই কি এই আমোদের অনুষ্ঠান?"

ডাক্তার হার্মারকে মিঃ ব্লেক তাঁহার মনের কথা কতক কতক বলিয়াছিলেন ; হঠাৎ মনে আঘাত পাইলে প্রতিক্রিয়ায় সুফল হইতে পারে ভাবিয়া ডাক্তার মিঃ ব্লেকের প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ লর্ডের আক্ষেপোক্তি শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আপনার আশঙ্কা অমূলক ; আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। উনি শীঘ্রই সুস্থ হইবেন। চলুন আমরা ধরাধরি করিয়া উঁহাকে তুলিয়া শয়ন-কক্ষে লইয়া যাই। মিঃ ব্লেক, উঁহার পা দুখানা উচু করিয়া তুলিয়া ধরুন, দেহের রক্ত মাথায় উঠুক, শীঘ্রই মূর্চ্ছাভঙ্গ হইবে।"

মিঃ ব্লেক ও ডাক্তার লর্ড মার্সডনকে তাঁহার শয়নকক্ষে তুলিয়া লইয়া আসিলেন। সেখানে ডাক্তার তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক লর্ড লিন্‌ডেনের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না, আপনার পুত্র শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইবেন।"

লর্ড লিন্‌ডেন্ বলিলেন, "কিন্তু হঠাৎ এরূপ হইবার কারণ কি? আমার মনে হয়, উত্তেজনাপূর্ণ অভিনয় দর্শনে তাহার মাথা গরম হওয়াতেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু ইহার শেষ ফল ভালই হইবে। এরূপ কোন কাণ্ড ঘটিবে—ইহা আমি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম। আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন ; এরূপ কোন কাণ্ড ঘটে কি না পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি এই সিনেমা দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।"

লর্ড লিন্‌ডেন্ বলিলেন, "আপনি বড়ই অদ্ভুত কথা বলিতেছেন! আপনি আমার নেকলেস্ চুরির তদন্তভার গ্রহণ করিবার পর হইতেই আপনার কথায় ও কাজে প্রতিপদে আমাকে অবাক্ করিয়া দিতেছেন!" তাহার উপর এখন আপনি যে কথা বলিলেন আমি তাহার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার ছেলে আপনার সিনেমা দেখিয়া কেনই বা হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িল, আর তাহার শেষ ফল কিরূপেই বা ভাল হইবে—তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি—এত বুদ্ধি আমার নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ সকল কথা এখন আপনাকে খুলিয়া বলিবার জন্য আপনি আগ্রহপ্রকাশ করিবেন না—ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। আপনার স্ত্রী শীঘ্রই সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইবেন; তখন আমি তাঁহাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। সেই সময় পর্য্যন্ত আপনাকে ধৈর্য্যধারণ করিতেই হইবে।"

লর্ড লিন্‌ডেন অধীরভাবে বলিলেন, "কি! আবার তাহাকে জেরা করিবেন? তাহাকে এত কষ্ট দিয়াও আপনার আশা মেটে নাই, আবার জেরা? বেদনার উপর বেলেস্তারা! না, আপনি আর তাহাকে বিরক্ত করিতে পাইবেন না, আমি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে দিব না।"

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "এ অনুমতি আপনাকে দিতেই হইবে। আপনার আশঙ্কার কারণ নাই। ডাক্তারের ঔষধ কটু হইলেও হিতকর; আপনার স্ত্রীর মানসিক বিকারের মহৌষধ আমার কাছেই আছে, তাহার প্রয়োগে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। একটি অতি গুরুতর গুপ্তকথা তিনি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না; ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক—তাহা প্রকাশ না করিলে তাঁহার মনের ভার লঘু হইবে না।"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "গুপ্ত কথা! নিতান্ত বালক সে, সংসারের কিছুই বুঝিবার তাহার শক্তি হয় নাই;—তাহার আবার কি গুপ্ত কথা থাকিবে? আপনি অতি অসম্ভব কথা বলিতেছেন!"

মিঃ ব্লেক ইহার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ডাক্তার তাঁহার সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "লর্ড মার্সডন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, তিনি মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। মিঃ ব্লেক, আপনি তাঁহার সহিত দেখা করিবেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড লিন্‌ডেনের অনুমতি হইলে যাইতে পারি।"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "আপনার সঙ্গে সে দেখা করিতে চায় কেন? বোধ হয় সিনেমা সম্বন্ধেই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে। তাহাকে এখন বিরক্ত না করিলেই ভাল হইত; কিন্তু আমি তাহার ইচ্ছায় বাধা দিতে চাহি না। মিঃ ব্লেক আপনি যাইতে পারেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না ; আমাদের সাক্ষাতে ফল আপনি পরে জানিতে পারিবেন।"—তিনি লর্ড মার্সডনের সহিত দেখা করিতে চলিলেন ; ডাক্তার তাঁহার অনুসরণ করিলেন না।

মিঃ ব্লেক লর্ড মার্সডনের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলে সে মুখ তুলিয়া তাঁহাকে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আমি আপনার প্রদর্শিত সিনেমা সম্বন্ধে দুইএকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।—আপনি বাছিয়া-বাছিয়া এই নাটকখানি আমাদের দেখাইতে আনিয়াছিলেন কেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস ছিল, অন্যান্য নাটক অপেক্ষা এ খানিই আপনি অধিকতর আগ্রহের সহিত দেখিবেন।"

লর্ড মার্সডন বলিল, আপনার এরূপ বিশ্বাসের কারণ ?"

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর লর্ড মার্সডনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ষ্টেলা ডি মারভিনকে আপনি কতদিন পূর্ব্বে শেষবার দেখিয়াছিলেন ?"

কে যেন লর্ড মার্সডনের মস্তকে মুদ্গরের আঘাত করিল—এই ভাবে সে বিস্মিত ও বিচলিত হইয়া বলিল, "আমি—আমি আপনার এই অসংলগ্ন প্রশ্নের কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না !—আপনার উদ্দেশ্য কি, খুলিয়া বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কারণ আপনি ঠিকই বুঝিয়াছেন, তবে আপনি বুঝিয়াও যদি অজ্ঞতার ভান করেন—সে স্বতন্ত্র কথা ! কিন্তু আপনি এখন সরল ভাবে সকল কথা প্রকাশ করিলে আপনারই মঙ্গল হইবে। এই সিনেমায় যে যুবতী স্বীয় উচ্ছৃঙ্খলতা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রেমের অভিনয় করিতে গিয়া ঘাতক হস্তে নিহত হইয়াছে—ষ্টেলা সেণ্ট মার্ডিন তাহারই ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার অভিনয় এতই উত্তেজনাপূর্ণ ও তাহার পরিণাম এতই শোচনীয় ও লোমহর্ষণ যে, আপনি আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।"

লর্ড মার্সডন বলিল, "আপনি ইহা কিরূপে জানিলেন? কোন্ প্রমাণে নির্ভর করিয়া আপনি একথা বলিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি না জানিয়াই কি একথা বলিয়াছি? আমি জানি আপনি ষ্টেলার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; সেও আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া লর্ড মার্সডনের মুখ লাল হইয়া গেল, তাহার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতে লাগিল; শক্তি ও সাহস থাকিলে সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মিঃ ব্লেকের গলা টিপিয়া ধরিত! কিন্তু তাহা না পারিয়া সে হতাশ ভাবে তাঁহার মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার পর জড়িত স্বরে বলিল, "এ কথা আপনি কিরূপে জানিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে সংবাদ শুনিয়া ফল কি? আপনি জানেন আমার কথা সত্য; আপনি কি ইহা অস্বীকার করিতে পারেন? আপনি কি তাহাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হন নাই?"

লর্ড মার্সডন কোন উত্তর না দিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল; মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিতেও তাহার সাহস হইল না।

মিঃ ব্লেক কোমল স্বরে বলিলেন, "লর্ড মার্সডন, আপনার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে—আমাকে আপনার শত্রু বলিয়াই ধারণা হইয়াছে! কিন্তু আপনার এই ধারণা সত্য নহে, আমি আপনার হিতৈষী মিত্র; আমি আপনার মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কামনা করি না। আমি চিরদিন ন্যায়ের পক্ষই অবলম্বন করিয়া আসিয়াছি; এই জন্য আমি আপনার পিতার পক্ষ সমর্থন করিতেছি। আপনি হৃদয়ের অন্তস্তলে যে বেদনা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায়—আপনার গুপ্তকথা প্রকাশ করা। আপনি তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন, তাহাতে আপনার ক্ষতি হইবে না; আপনার মানসিক শান্তি ও প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইবেন।"

মিঃ ব্লেকের সহানুভূতিপূর্ণ উক্তি লর্ড মার্সডনের হৃদয় স্পর্শ করিল, তাহার নয়নে অশ্রুসঞ্চার হইল; সে কাতর স্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেক! সে

কথা যদি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার যোগ্য হইত, তাহা হইলে আমি তাহা নিশ্চয়ই আপনাকে বলিতাম ; কিন্তু তাহা আপনাকেও বলিতে পারিব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বলিতে পারিবেন না কেন ?"

লর্ড মার্সডন বলিল, "তাহা প্রকাশ হইলে অন্যের বিপদের আশঙ্কা আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি কাহার বিপদের আশঙ্কা করিতেছেন ? ষ্টেলা সেণ্ট মারভিনের ?"

লর্ড মার্সডন বলিল, "আপনি আর আমাকে জেরা করিবেন না ; আপনাকে এইমাত্র বলিতে পারি আপনার অনুমান মিথ্যা নহে। আমি সত্যই ষ্টেলাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কারণ আমি তাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ষ্টেলাও আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি কি তাহাকে বিবাহ করিবেন ?"

লর্ড মার্সডন বলিল, "না মিঃ ব্লেক, আমি সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এতদূর অগ্রসর হইয়া সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলেন ! কেন ভাঙ্গিলেন ?"

লর্ড মার্সডন বলিল, "পরে আমি জানিতে পারি—সে এই ভাবে অনেক মোহান্ধ ধনাঢ্য যুবকের মাথা খাইয়াছে ; স্বার্থই তাহার একমাত্র দেবতা ! সে আমাকে ভালবাসে না, আমার পৈতৃক সম্পত্তিই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। যাহার হৃদয় এরূপ স্বার্থপরতা ও কুটিলতাপূর্ণ, তাহাকে আমি বিবাহ করিতে পারি না।—আমি তাহার প্রেমাভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া প্রথমে একথা বিশ্বাস করি নাই ; কিন্তু শেষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। আমি আমার অশান্তির কথা আমার পিতাকে জানিতে দিই নাই, তাই রক্ষা !—যেদিন আমি ষ্টেলার দুরভিসন্ধি জানিতে পারিলাম, সেই দিনই বিবাহের প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া দিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি তাহাকে আশা দিয়া নিরাশ করিলেন, সে রাগ করিল না ?"

লর্ড মার্সডন বলিল, "হাঁ, সে রাগিয়া আগুন হইল; প্রথমে কাকুতি-মিনতি করিয়াও যখন আমার সঙ্কল্প টলাইতে পারিল না, তখন সে নালিশ করিবার ভয় দেখাইল। আমি তাহাকে আপোশের কথা বলিলে, সে বিশ হাজার পাউণ্ড চাহিয়া বসিল! কিন্তু এতটাকা আমি কোথায় পাইব? আমি আমার অক্ষমতা জানাইয়া তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তখন সে কি আপনাকে মুক্তিদান করিল?"

লর্ড মার্সডন বলিল, "হাঁ, কিন্তু একসর্ত্তে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, সর্ত্তটা কি?"

লর্ড মার্সডন বলিল, "সে কথা আপনাকে বলিতে পারিব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না বলুন, আমি কিন্তু তাহা বুঝিয়াছি; সে বিশ হাজার পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে আপনাদের পরিবারের গৌরবস্বরূপ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হীরার নেকলেস্‌ছড়াটি আপনার নিকট চাহিল; আপনি অগত্যা তাহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।—আর বলিতে হইবে না।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া লর্ড মার্সডন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। মিঃ ব্লেকের অনুমান সত্য নহে, একথা না বলিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। যে কথা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না সঙ্কল্প করিয়াছিল, —বাধ্য হইয়া তাহা তাহাকে মিঃ ব্লেকের নিকট প্রকাশ করিতে হইল। সে বলিল, "ষ্টেলা একরাত্রির জন্য নেকলেস্‌ছড়াটি আমার নিকট ধার চাহিল; বলিল, সে উহা পরিয়া একটা মজলিসে যাইবে, তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া আমাকে ফেরত দিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অদ্ভুত আব্দার বটে! বোধ হয় এই মহামূল্য নেকলেস্ পরিয়া বন্ধুসমাজে বড়মানুষি দেখাইতে তাহার আগ্রহ হইয়াছিল।"

লর্ড মার্সডন বলিল, "আমারও তাহাই মনে হইয়াছিল; কিন্তু আমি তাহাকে নিরাশ করিতে পারিলাম না। সিন্দুকের চাবি বাবার দেরাজে থাকিত। অন্য চাবির সাহায্যে তাঁহার সিন্দুক খুলিবার উপায় ছিল না; এজন্য আমি কোন কৌশলে তাঁহার দেরাজের চাবিটা হস্তগত করিয়া তাহার

মোমের ছাঁচ লইলাম; সেই ছাঁচের সাহায্যে দেরাজের আর একটি চাবি প্রস্তুত করাইয়া সিন্দুকের চাবি হস্তগত করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। শেষে একদিন বাবা অপেরা দেখিতে চলিলেন। সেই দিন সিন্দুক খুলিয়া নেকলেস্ বাহির করিবার সুযোগ হইল। আমি টেলিফোঁতে ষ্টেলাকে ডাকিলাম, কিন্তু সে একা আসিল না; সে বাবার পাঁঠ কক্ষে প্রবেশ করিতে তাহার পশ্চাতে একটি পুরুষকেও দেখিতে পাইলাম। লোকটার চেহারা ও ভাব ভঙ্গি দেখিয়া ভাল লোক বলিয়া মনে হইল না; কিন্তু পাছে সে গোলমাল করে আমি তখন তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইতে পারিলাম না। তখন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করিয়া ঝোঁকে পড়িয়া এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছি ভাবিয়া মনে বড় অনুতাপ হইল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অনুতাপটা আগে করিলেই ভাল হইত; তারপর?"

লর্ড মার্সডন বলিল, "ষ্টেলা সেই কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সিন্দুক খুলিয়া নেকলেস্ বাহির করিয়াছিলাম, তাহা আমার হাতে দেখিয়া ষ্টেলার সঙ্গী যেরূপ লুব্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতে লাগিল, সেই দৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তখন আমার সন্দেহ হইল হয় ত নেকলেস ছড়াটা আর ফেরত পাইব না। মনে খুব ভয়ও হইল; আমি ষ্টেলাকে বলিলাম—আমি তাহাকে নেকলেস্ দিতে পারিব না। সে জিদ করিয়া বলিল, তাহা তাহাকে দিতেই হইবে, সে তাহা না লইয়া ফিরিবে না। আমি আর কোন কথা না বলিয়া নেকলেশ সিন্দুকে রাখিতে উদ্যত হইলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে ষ্টেলার সঙ্গী একলম্ফে আমার পশ্চাতে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে আমি মস্তকে অসহ্য বেদনা বোধ করিলাম; আমার আত্মরক্ষার শক্তি হইল না। লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে আমি সেইখানে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলাম। ইহার পর কি হইল, তাহা বলিতে পারি না। আমি যাহা জানি তাহা সমস্তই আপনাকে বলিলাম।"

লর্ড মার্সডন মুখ তুলিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে আর চাহিতে পারিল না, উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

চোরের বাড়ী

মিঃ ব্লেক লর্ড মার্সডনের নিকট যে সকল কথা জানিতে পারিলেন তাহা স্মিথের নিকট প্রকাশ করিলেন। জেমস্ রিংউড ষ্টেলা মারভিনের সহোদর কি না তাহা তিনি জানিতে না পারিলেও সে-ই-যে লর্ড মার্সডনকে লণ্ডড়াঘাতে অচেতন করিয়া, লর্ড লিন্‌ডেনের সিন্দুক হইতে তাঁহার হীরক নেকলেস্ অপহরণ করিয়াছে, এবিষয়ে মিঃ ব্লেক সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। তিনি লর্ড মার্সডনের একটি কথাও অবিশ্বাস করেন নাই।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে মিঃ ব্লেক স্মিথ সহ রিংউডের ব্ল্যাকহিথের পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকায় উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য তাঁহারা এবারও সেখানে জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না।

মিঃ ব্লেক সেই অট্টালিকার বিভিন্ন কক্ষে ঘুরিয়া কি দেখিতেছেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া, স্মিথ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি খুঁজিতেছেন কর্ত্তা! আপনার ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে—আপনি কি একটা জিনিষ দেখিবার আশা করিতেছেন, কিন্তু তাহা দেখিতে পাইতেছেন না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, রিংউড চলিয়া যাইবার পর অন্য কাহাকেও বাড়ীখানি ভাড়া দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা হইয়াছে; সুতরাং নূতন বিজ্ঞাপন কোথায় লট্‌কাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাই খুঁজিতেছি।"

এই সময় খিড়কীতে লণ্ঠনের আলো দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লণ্ঠন আলিয়া কেহ বোধ হয় এই দিকে আসিতেছে; দেখা যাউক লোকটা কে, উহার নিকট হয় ত কোন সন্ধান জানিতে পারিব।

অল্পকাল পরে তাঁহারা একটি লোককে দেখিতে পাইলেন, লোকটি প্রৌঢ়; চেহারা দেখিয়া বোধ হইল সে অবস্থাপন্ন বণিক।

লোকটি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "কেহে তোমরা? এই বাড়ীর ভিতর কি মতলবে আসিয়াছ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা ভদ্রলোক; আমরা কোন মন্দ উদ্দেশ্যে এখানে আসি নাই, আবশ্যক হইলে তাহা সপ্রমাণ করা কঠিন হইবে না।—আপনি কে, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

আগন্তুক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া নীরস স্বরে বলিল, "ভদ্রলোক রাত্রিকালে আমার অজ্ঞাতসারে আমার বাড়ীতে সাধু উদ্দেশ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন শুনিয়া বড়ই আপ্যায়িত হইলাম! আপনার আমার পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই; আমি ডেপ্টফোর্ড ব্রড্‌ওয়ে ক্লিভার কোম্পানী নামক পরিচ্ছদ-ব্যবসায়ী কোম্পানীর সত্বাধিকারী মিঃ ক্লিভার।"

মিঃ ব্লেক নমস্কার করিয়া বলিলেন, "ওঃ, আপনি মিঃ ক্লিভার? ওঃ! মহালোক আপনি, আমার সৌভাগ্য যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধন্য হইতে পারিলাম! আপনিই এই বাড়ীর মালিক? বড়ই সুখের কথা। আপনি আমার দুই একটি প্রশ্নের উত্তর দিলে আমি অধিকতর সুখী হইব।"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "বটে, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে? সে বড় কথা; কিন্তু আপনি লোকটি কে, তাহা আমার আগে জানা দরকার।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার নাম বরার্ট ব্লেক।"

মিঃ ক্লিভার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "রবার্ট ব্লেক আপনিই কি সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্টিভ রবার্ট ব্লেক।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সুপ্রসিদ্ধ হই না হই, আমিই ডিটেক্টিভ ব্লেক। আপনি 'আমার পরিচয় পাইয়াছেন; এখন আমার দুই একটি প্রশ্নের উত্তর দিবেন কি?"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "আপনি কি জানিতে চান বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি আপনার এই বাড়ীখানি অল্পদিন পূর্ব্বে কাহাকে ভাড়া দিয়াছিলেন ?"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "মিঃ রিংউড নামক একটি ভদ্রলোককে; তিনি ও তাঁহার অবিবাহিতা ভগিনী এখানে বাস করিতেন। তাঁহারা এখন এখানে না থাকিলেও বাড়ীর ভাড়া চালাইতেছেন; আগামী সপ্তাহের শেষ পর্য্যন্ত অগ্রিম ভাড়া শোধ করিয়া দিয়াছেন! কেবল তাহাই নহে, আজ বৈকালে আরও তিন মাসের অগ্রিম ভাড়া পাঠাইয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বটে, তাহারা বুঝি খুব টাকার মানুষ?—তিন মাসের অগ্রিম ভাড়ার চেক পাইয়াছেন, না নগদ টাকা?"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "এক পাউণ্ড হিসাবে ট্রেজারী নোট পাইয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নোটগুলি কোন্ ঠিকানা হইতে পাইয়াছেন?"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "ঠিকানা জানিতে পারি নাই; যে লেপাফায় নোটগুলি পাইয়াছি, তাহার উপর প্যারিসের ডাকঘরের মোহর ছিল। নোটের সঙ্গে একখানি রোকা গাঁথা ছিল, তাহাতেই লেখাছিল—'আরও তিন মাস বাড়ী রাখা দরকার—তাহার অগ্রিম ভাড়া প্রেরিত হইল'।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পত্রে ঠিকানা না থাকায় আপনি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হন নাই?"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "না মহাশয়, প্রথম হইতেই তাঁদের রকম-সকম দেখিয়া তাঁহাদের কোন ব্যবহারই আর আমার বিস্ময়কর মনে হয় না। তারি ফূর্ত্তিবাজ, বোধ হয় থিয়েটার করাই পেশা, আপনার আমার মত বিষয় বুদ্ধির ধার ধারে না ত। ভাড়া লইয়া আমার সঙ্গে সম্বন্ধ, সময় মত ভাড়া পাঠাইয়া তাহারা নরকগুলজার করুক্ না, আমার তাহাতে কি ক্ষতি? যদি আজ তাহারা হঠাৎ এখানে আসে—ভাবিয়া বাড়ীখানা কি অবস্থায় আছে দেখিতে আসিয়াছি; কিন্তু আপনি এ সকল খবর জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তাহাদের সন্ধান লইতে আসিয়াছি ; তাহাদের বিরুদ্ধে চুরি ও খুনজখমের অভিযোগ আছে।"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! ব্যাপার কি শুনিতে পাই না?"

মিঃ ব্লেক সংক্ষেপে সকল কথা বলিলেন ; তাহা শুনিয়া মিঃ ক্লিভার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিল, "এ যে ভয়ঙ্কর কথা! অতি ভীষণ অভিযোগ!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আরও গুরুতর কথা এই যে, তাহাদের অপরাধের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ; এ অবস্থায় আমি আপনার সাহায্য পাইতে পারি না?"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "আমার নিকট আপনি কিরূপ সাহায্যের আশা করেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নোটগুলির সঙ্গে আপনি যে রোকাখানি পাইয়াছেন তাহা পাইলে আমাদের উপকার হয়।"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "আমি ন্যায়বিচারের সাহায্য করিতে বাধ্য, হউক না তাহারা আমার ভাড়াটে।—রোকাখানি আমার পকেটেই আছে আপনাকে দিতেছি।"

মিঃ ক্লিভার রোকাখানি বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "আমাকে আর কি করিতে হইবে বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা এখানে আসিবার পূর্ব্বেই আমি বাড়ীখানা তল্লাস করিতে চাই ; আশা করি ইহাতে আপনার আপত্তি নাই।"

মিঃ ক্লিভার সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কোন আপত্তি নাই ; এ অতি সামান্য কথা ; এই চাবি লউন, ঘরদ্বার খুলিয়া দেখিতে পারেন।—কিন্তু তাহাদের অধিকৃত বাসায় আপনাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত কি না—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "অবস্থা বিবেচনায় অসঙ্গত নহে। আমার সঙ্গে ওয়ারেণ্ট নাই বটে, কিন্তু এ দায়িত্বটুকু আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

আর যদি আমার কথায় আপনার বিশ্বাস না হয় ত আপনি আমার সঙ্গে থানায় যাইলেই আপনার সন্দেহ ভঞ্জন হইবে।"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "না, না, সে ফ্যাসাদের আবশ্যক নাই, আপনার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছি; দেখিবেন, না জানিয়া এ রকম লোককে বাড়ীভাড়া দেওয়ায় আমার যেন কোন বিপদ না ঘটে! আমি নিরীহ লোক, দোকানদারী করি, ফৌজদারীকে বড় ডরাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি আমাকে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিয়াছেন বলিয়া রিংউড যদি আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে উদ্যত হয় তাহা হইলে আমি আপনাকে রক্ষা করিব।"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "তাহারা কি করিয়া এই ধাক্কা সাম্‌লাইবে তাহাই ভাবিবে, না আমার বিরুদ্ধে মামলা করিতে যাইবে? না, সে ভয় নাই; কিন্তু তাহারা আরও তিনমাস বাসা রাখিল কেন তাহাই বুঝিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বোধ হয় তাহারা এদেশে ফিরিয়া আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। আমি আজ এখনই খানতল্লাসী আরম্ভ করিব।"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "তবে এখন আমি চলিলাম, আসামী ধরা পড়ে কি না দয়া করিয়া আমাকে জানাইবেন।"

মিঃ ক্লিভার প্রস্থান করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

"সবুরে মেওয়া ফলে।"

ক্লিভার অদৃশ্য হইলে মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা প্রথমবার যখন মিলি উইলসনের সহিত এই বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তখন তেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কক্ষ পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। এবার তাঁহারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন, এজন্য 'সবুখোল' চাবির সাহায্যে প্রত্যেক কক্ষের টেবিল, দেরাজ, আলমারি প্রভৃতি খুলিয়া পরীক্ষা করিবার সুবিধা হইল না; কিন্তু তাঁহারা একটিও কাযের মত জিনিস খুঁজিয়া পাইলেন না। খানাতল্লাসী করা না করা সমান হইল।

স্মিথ হতাশ ভাবে বলিল, "কর্ত্তা সকল পরিশ্রমই বৃথা হইল! এখন কি করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রভাত পর্য্যন্ত এখানে বিশ্রাম,—অথবা নিদ্রা।—সুনিদ্রায় শ্রান্তিদূর করি বাপধন! প্রভাতে যাইবে দেওয়া অন্য কার্য্যে মন।"

স্মিথ বলিল, "এখানেই থাকিবেন! কতক্ষণ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত মিঃ রিংউড বা তাহার দলের কোন জোগাড়দারের দর্শন না পাই।"

স্মিথ বলিল, "তাহারা যে আসিবেই—ইহা কিরূপে বুঝিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন "আরও তিনমাস বাড়ীখানা হাতে রাখিয়াছে। তাহা কি তোমার স্মরণ নাই?—হাঁ, নিশ্চয়ই এখানে আসিবে।"

স্মিথ বলিল, "আসিবার কারণ কি, অনুমান করিতে পারেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন "বোধ হয় এখানে কোন জিনিষ ফেলিয়া গিয়াছে—

হাই লইতে আসিবে। তাহারা এই জন্যই বাড়ীটা হাতছাড়া করিতে নিচ্ছুক হইয়া ভাড়ার মেয়াদ বাড়াইয়া দিয়াছে। এখানে প্রত্যাগমনে বিপদের শঙ্কা আছে জানিয়াও যখন তাহাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে—তখন তাহাদের রজ যে অত্যন্ত অধিক এ বিষয়ে ত সন্দেহ থাকিতে পারে না।"

স্মিথ বলিল, "এমন কি জিনিস কর্ত্তা! আমরা ত সর্ব্বস্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিছু মিলিল কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস আসল নেকলেস্ এই বাড়ীতেই আছে, অবশ্য এরূপ কোনও স্থানে আছে—আমরা তাহার সন্ধান পাইতেছি না। তাহারা কেহ না আসা পর্য্যন্ত এখানেই আমাদের অবস্থান; তুমি ঐ কোনে শয়ন কর, আমি আরাম কেদারায় ঘুমাইবার চেষ্টা করি।"

মিঃ ব্লেক টাইগারকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। একটি কক্ষে তাঁহারা শয়ন করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইলেন। দীর্ঘকাল নিদ্রার পর মিঃ ব্লেক হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন; ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে; প্রভাত হইয়াছে বুঝিয়া তিনি তাড়াতাড়ি জানালা খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন। সূর্য্যোদয় না হইলেও তখন পূর্ব্বাকাশ ঊষালোকে সুরঞ্জিত হইয়াছিল। তিনি স্মিথের নিদ্রাভঙ্গ করিলেন; এবং হাতমুখ ধুইয়া স্মিথকে কিছু খাদ্যসামগ্রী আনিতে পাঠাইলেন। বিস্কুট তাঁহার পকেটেই ছিল। স্মিথ কয়েক মিনিটের মধ্যেই টাট্‌কা ডিম, রুটি, মাখন ও চিনি লইয়া আসিল। তখন তাঁহারা ঘটা করিয়া জলযোগ শেষ করিলেন। আহারান্তে ডিস্ পেয়ালা প্রভৃতি ধুইয়া যথাস্থানে রক্ষা করা হইল।

মধ্যাহ্নও অতীত হইল, ক্ষুধার জ্বালায় পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে আহার করিতে হইল। এবারও স্মিথ বাজার হইতে খাদ্যসামগ্রী কিনিয়া আনিল। আহারান্তে সে বলিল, "কর্ত্তা, এখানে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিয়া একটি দিন নষ্ট করিলাম! বেলা শেষ হইয়া আসিতেছে; সেই বদমাস্ বেটাদের প্রতীক্ষায় আজও এখানে রাত্রিবাস করিবেন না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অগত্যা তাহাই করিতে হইবে।"

তাঁহারা দ্বিতীয় রাত্রিও সেই বাড়ীতে কাটাইয়া দিলেন। তৃতীয় দিনও তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল না, সেইদিন সন্ধ্যার পর স্মিথ অস্থির হইয়া উঠিল। এমন কি, সে মিঃ ব্লেককে দুই চারিটি শক্ত কথা শুনাইয়া দিতেও ছাড়িল না। মিঃ ব্লেকের, সেই এককথা, 'সবুরে মেওয়া ফলে!'

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "আমাদের ভাগ্যে কিন্তু সবুরে কুলা ফলিবে, তোফা কাঁচকলা, কর্ত্তা! সথ করিয়া এরকম অদ্ভুত কারাদণ্ড আর কখনও ভোগ করিয়াছি কি না স্মরণ হয় না।"

তৃতীয় রাত্রে,—তখন গভীর রাত্রি, এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল! সকলেই গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন, এমন সময় গালে কি স্পর্শ হওয়ায় মিঃ ব্লেকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জিনিসটা কি তাহা প্রথমে তিনি ঠাহর করিতে না পারিলেও পরে বুঝিলেন তাহা টাইগারের সম্মুখের পায়ের থাবা!

টাইগার হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে জাগাইল কেন তাহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া একলম্ফে শয্যাত্যাগ করিলেন; তিনি টাইগারের অনুসরণ করিয়া লঘু পদবিক্ষেপে সেই কক্ষের দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সিঁড়িতে কাহার মৃদু পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন!

মিঃ ব্লেক নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া স্মিথকে জাগাইলেন, সে হতবুদ্ধি হইয়া বিস্মিতের ন্যায় মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিতেই—ব্লেক অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "মেওয়া, চুপ্।"

যে লোকটা চুপি চুপি সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিল, সে তখন ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সতর্কভাবে হলঘর অতিক্রম পূর্ব্বক সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর মিঃ ব্লেকের ইঙ্গিতে স্মিথ টাইগারকে শিকল ধরিয়া সেখানে লইয়া আসিলে সকলে সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার পিস্তলটি বাগাইয়া ধরিয়া সর্ব্বাগ্রে চলিলেন।

দ্বিতলে উঠিয়া মিঃ ব্লেক প্রত্যেক কক্ষের দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কক্ষের ভিতর চাহিতে লাগিলেন, কিন্তু 'কা কস্য পরিবেদনা!' কোন

কক্ষে কাহারও সন্ধান পাইলেন না !—অবশেষে দ্বিতলের এক প্রান্তে অবস্থিত একটি কক্ষের দ্বারে আসিয়া মিঃ ব্লেক কাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইলেন। মুখ বাঁধা থাকিলে যেরূপ অনুনাসিক শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দ! স্মিথও সেই শব্দ শুনিতে পাইল, কিন্তু ইহার কারণ নির্ণয় করা উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব হইল! তখন মিঃ ব্লেক ধীরে ধীরে দরজা ঠেলিতেই তাহা খুলিয়া গেল। তিনি একটা আঁধারে লণ্ঠনের সাহায্যে সেই কক্ষের সর্ব্বস্থান পরীক্ষা করিলেন; কিন্তু জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না!—সেই কক্ষে একটা আলমারি ভিন্ন লুকাইয়া থাকিবার কোন স্থান তাঁহার নজরে পড়িল না;—অথচ কে কি উদ্দেশ্যে এমন অসম্ভব স্থানে লুকাইয়া থাকিবে—তাহা অনুমান করা তাঁহার অসাধ্য হইল।

মিঃ ব্লেক এক পা এক পা করিয়া সেই আলমারির কাছে গিয়া তাহা পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় অগ্নিকুণ্ডের শূন্য আধারে খানিক ঝুল খসিয়া পড়িল। টাইগার তৎক্ষণাৎ একটানে স্মিথের হাত হইতে শিকল খুলিয়া লইয়া অগ্নিকুণ্ডের আধারে লাফাইয়া পড়িল, এবং নতমুখে গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে লাগিল; তাহার পর হঠাৎ সে মুখ তুলিয়া চিমনীর ফুকরে মাথা দিয়া ডাকিল 'ভৌ-ও-ও-ভক্!"

সঙ্গে সঙ্গে চিমনীর ভিতর হইতে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। তাহা শুনিয়া মিঃ ব্লেক চিমনীর সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "বেটা মরিতে চিমনীর ভিতর ঢুকিয়াছে!"—তিনি আঁধারে লণ্ঠনের সাহায্যে চিমনীর ফুকরে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছু উচ্চে একজোড়া পা দেখিতে পাইলেন!

মিঃ ব্লেক লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বেশ আরামে আছ দেখিতেছি! তুমি কে হে বাপু! বাহিরে এস, তোমার চেহারাখানা দেখি। পথ ভুলিয়া কি মতলবে চিমনীর ভিতর ঢুকিয়াছ, তাহাও জানা দরকার। আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিলে পিস্তলের গুলি সরল মার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। প্রাণের মায়া থাকিলে বাহিরে আসিয়া পরিচয় দাও।"

লোকটা কোন উত্তর দিল না; সে নীচে না নামিয়া হাতে পায়ে ভর দিয়া চিমনীর উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল!

মিঃ ব্লেক চিমনীর ফুকরে পিস্তল সহ হাত প্রবেশ করাইয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "নামিলে না? তবে গুলি করি?"

তথাপি কোন উত্তর নাই! মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল সে হাঁচড়-পাঁচড় করিয়া ক্রমেই উর্দ্ধে উঠিতেছে! সে কতদূর উঠিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য তিনি আঁধারে লণ্ঠনটা হাতে লইয়া চিমনীর ফুকরে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু লোকটাকে ফুকরের ভিতর দেখিতে পাইলেন না; যেন সে মন্ত্রবলে বাতাসে মিশিয়া গেল! সম্পূর্ণ অদৃশ্য!

মিঃ ব্লেক ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া প্রথমে বিস্মিত হইলেন; কিন্তু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "বুঝিয়াছি, এই চিমনীর পাশ দিয়া দেওয়ালে গর্ত্ত আছে; চিমনীর ফুকর হইতে সেই গর্ত্তে প্রবেশ করিতে পারা যায়। লোকটা নিশ্চয়ই সেই গর্ত্তে বা সুড়ঙ্গে ঢুকিয়াছে। সেখান হইতে কোন দিকে সরিয়া পড়িতে পারিবে কি না বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু যেরূপে হউক—উহাকে গর্ত্ত হইতে বাহির করিতেই হইবে।"

স্মিথ বলিল, "আপনি কি ঐ পথে উহার অনুসরণ করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই; উহাকে ধরিবার অন্য কোন উপায় দেখি না।"

স্মিথ তাঁহাকে নিষেধ করিল, বিপদের ভয় দেখাইল; কিন্তু তিনি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া চিমনীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। স্মিথ লণ্ঠন ধরিয়া নীচে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক কিছু দূর উঠিয়া চিমনীর পাশে একটি সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলেন; তিনি সেই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেন। অল্পকাল পরে হঠাৎ পিস্তলের গম্ভীর শব্দ নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। মুহূর্ত্ত পরে পুনর্ব্বার পিস্তলের শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বস্থ কক্ষের মেঝের উপর ধপ্ করিয়া কি পড়িল!

স্মিথ তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল একজন লোক

দৌড়াইয়া পলায়ন করিতেছে।—স্মিথ চিৎকার করিয়া বলিল, "টাইগার! ধর ধর!"—টাইগারের সঙ্গে স্মিথও পলাতকের অনুসরণ করিল; কিন্তু লোকটা অন্ধকারে এতশীঘ্র অদৃশ্য হইল যে, তাহারা তাহার সন্ধান করিতে পারিল না। মিঃ ব্লেকের কোন বিপদ ঘটিয়াছে আশঙ্কা করিয়া স্মিথ টাইগারকে ফিরাইয়া পূর্ব্বোক্ত কক্ষে চিমনীর নিকট প্রত্যাগমন করিল।

মিঃ ব্লেক তখন কালী ও ঝুলে ভূত সাজিয়া চিমনীর ভিতর হইতে নামিয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহার কাঁধ হইতে রক্ত ঝরিতেছিল!—স্মিথ সভয়ে বলিল, "আপনি কি আহত হইয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, কাঁধে একটু ছড় গিয়াছে, ও কিছুই নয়! লোকটার হাতে পিস্তল ছিল, দুইবার গুলি করিয়াছিল; একটা গুলিতে সামান্য আহত হইয়াছি। লোকটা কোথায়?"

স্মিথ বলিল, "পাশের কুঠুরীতে লাফাইয়া পড়িয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়াছে! টাইগার তাহার অনুসরণ করিয়াছিল; কিন্তু আপনার কোন বিপদ ঘটিয়াছে ভাবিয়া আমি তাহাকে লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। টাইগার চেষ্টা করিলে এখনও বোধ হয় তাহাকে ধরিতে পারে।"

মিঃ ব্লেক অন্য মনস্ক ভাবে বলিলেন, "বোধ হয় পারে; দেখা যাক।"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "সবুরে বেশ ভাল মেওয়াই ফলিল, কর্ত্তা!"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

লোমাঞ্চকর দৃশ্য !

মিঃ ব্লেক স্মিথের সহিত অন্য কোন প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া গোসলখানায় প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার দেহসংলিপ্ত ঝুল কালী প্রক্ষালন পূর্ব্বক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন ; তাহার পর স্মিথের সাহায্যে আহত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া স্মিথ ও টাইগার সহ খিড়কী দ্বার দিয়া সেই অট্টালিকার বাহিরে আসিলেন। মিঃ ব্লেকের আততায়ী এই পথেই পলায়ন করিয়াছে শুনিয়া মিঃ ব্লেক টাইগারকে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণে পুনঃ-প্রবৃত্ত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন ; কিন্তু পাছে সে অন্ধকারে তাঁহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করে এই ভয়ে স্মিথ তাহার শিকল খুলিয়া দিল না। টাইগার স্মিথকে শিকল সহ টানিয়া লইয়া চলিল ; কিন্তু সে পথের দিকে না গিয়া বাগানে ফুল গাছগুলির পার্শ্বস্থ আইলের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, লোকটা পলায়নের পূর্ব্বে কিছুকাল এই বাগানের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। অনন্তর টাইগার ঘুরিয়া ফিরিয়া পথে আসিল, এবং অরণ্য-সমাচ্ছন্ন জলার দিকে অগ্রসর হইল। তাহার গন্তব্য পথের ধারে অনুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত একটি উপবন ছিল। টাইগার সেই প্রাচীরের নিকট গিয়া হঠাৎ থামিল, তাহার পর সে মাথা তুলিয়া গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে করিতে এরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল যেন সাধ্য হইলে সে সেই দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিত !

মিঃ ব্লেক তাহার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "এই প্রাচীরটা বোধ হয় উইক পার্কেরই এক অংশের প্রাচীর ; টাইগারকে ছাড়িয়া দিয়া দেখ ও কি করে, কোথায়ই বা যায়।"

টাইগারের গলার কলার হইতে শিকল খুলিয়া লওয়া হইলে সে দৌড়াইয়া

া প্রাচীরের রেলিং এ মাথা ঘসিতে ও নখ দিয়া তাহা আঁচড়াইতে লাগিল।
ব্লেক লণ্ঠনের আলোকে সেই স্থান পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এখানে তিন
লোক হুড়াহুড়ি করিয়াছিল—পদচিহ্ন দেখিয়া তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি।
, দুইজন এক দিকে, অন্য দিকে একজন মাত্র। দুইজন লোক এক যোগে
হাকে আক্রমণ করিয়াছিল; আমরা তাহারই অনুসরণ করিতেছি। ফুল-
গানে যে পদচিহ্ন দেখিয়াছিলাম, এই ব্যক্তির পদচিহ্ন ঠিক তাহার অনুরূপ।
কন্তু একটু দূরে আসিয়া ইহার অনুরূপ পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না, অথচ অন্য
ই জনের পদচিহ্ন আছে! ইহা হইতে অনুমান, এই দুইজন লোক তৃতীয়
ক্তিকে শূন্যে তুলিয়া রেলিং টপ্‌কাইয়া বাগানের ভিতর ফেলিয়া দিয়াছিল।
াগানের ভিতর চল স্মিথ।"

অনন্তর তাঁহারা টাইগারকে অনুচ্চ রেলিংএর উপর তুলিয়া ধরিতেই সে
এক লাফে বাগানে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক স্মিথ সহ তাহার অনুসরণ
করিলেন। টাইগার শুষ্ক বৃক্ষপত্র ও শিশিরসিক্ত তৃণরাশির উপর দিয়া চলিতে
লাগিল।

একস্থানে বহুসংখ্যক গুল্ম জাতীয় ফুলগাছ ছিল। গাছগুলি প্রায় চারি
হাত উচ্চ ও শাখাবহুল। টাইগার সেই গুল্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে মিঃ ব্লেক
ও স্মিথ উভয় হস্তে প্রসারিত শাখাগুলি সরাইতে সরাইতে টাইগারের অনুসরণ
করিলেন। তাঁহারা কতকগুলি শাখা ভগ্নাবস্থায় বৃক্ষে ঝুলিতে দেখিয়া বুঝিলেন,
স্মিথ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় নাই।

কিছুদূর চলিয়া তাঁহারা একটি ফাকা যায়গায় উপস্থিত হইলেন, তাহার চারি
দিকে চারিটি সুদীর্ঘ ঝাউ জাতীয় বৃক্ষ; মধ্যে সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রবৎ স্থানটিতে
কতকগুলি ছোট ছোট ফুল গাছ। সেই স্থানে তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র স্তম্ভিত
ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন একটা লোক চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে!
তাঁহারা মুহূর্ত্ত মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন, দেহে প্রাণ নাই! কিরূপ কঠোর
যন্ত্রণায় তাহার প্রাণ বাহির হইয়াছিল, তাহার মুখ দেখিয়াই তাহা তাঁহারা
বুঝিতে পারিলেন। মিঃ ব্লেক মৃত দেহের পাশে বসিয়া পড়িয়া দীপালোকে

তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর গম্ভীর স্বরে স্মিথকে বলিলেন, "লোকটাকে চিনিতে পারিলে ?"

স্মিথ বলিল, "না ; ইহাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি কি ?

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, তুমি উহাকে পূর্ব্বে দেখিবার সুযোগ পাও নাই বটে ; আমার ইহা স্মরণ ছিল না। আমষ্টার্ডামে যে ব্যক্তি মদের দোকানে আমাকে প্রতারিত করিবার জন্য ঝুটা হীরার নেকলেসের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিল,—এ সেই দমবাজী ওলন্দাজ—হিরাম সেলিক !"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু লোকটা মরিল কিরূপে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া কোথাও সাংঘাতিক আঘাতের চিহ্ন খুঁজিয়া পাই নাই ; সেইজন্য মনে হয়—উহাকে হত্যার জন্য কোন তীব্র বিষ ব্যবহৃত হইয়াছিল ! আমি টাইগার সহ মৃতদেহের পাহারায় থাকিলাম, তুমি শীঘ্র বাগানের বাহিরে গিয়া পুলিশ ডাকিয়া আন।—তাহাকে একখানা গাড়ী আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিতে বলিবে।

স্মিথ বাগানের বাহিরে চলিয়া গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে সে তিনজন কন্‌ষ্টেবল সহ প্রত্যাগমন করিল ; পুলিশের দক্ষতায় এই অল্প সময়ের মধ্যে একখানি শকট পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছিল।

হিরাম সেলিকের মৃতদেহ থানায় আনীত হইলে পুলিশের ডাক্তারও বিষপ্রয়োগই মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন ; কিন্তু কিরূপ বিষ, শবব্যচ্ছেদের পূর্ব্বে তাহা নির্ণয় করা তাঁহার পক্ষেও সম্ভব হইল না।—থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর মৃতের পরিচ্ছদাদি পরীক্ষা করিয়া বুকের পকেটে একটি চর্ম্মনির্ম্মিত থলিতে কতকগুলি কাগজপত্র পাইলেন।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরের সম্মতিক্রমে সেই সকল কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর, আমি কাল পর্য্যন্ত এই কাগজগুলি আমার কাছে রাখিতে পারি না ?—আমি এই সকল কাগজ পাঠ করিতে চাহি।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, করোণারের তদন্তেরপূর্ব্বে এগুলি পাইলেই চলিবে। আগামী পরশু করোণারের

তদন্ত হইবে।—কিন্তু একটা কথা মিঃ ব্লেক, কাগজপত্রগুলির কিছু মূল্য আছে, না নিতান্তই বাজে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, বাজে নয়। আমি যে রহস্যভেদের চেষ্টা করিতেছি, কাগজপত্রগুলি দ্বারা তাহার সন্ধান হইতে পারে।”

থানার বাহিরে আসিয়া মিঃ ব্লেক স্মিথের সহিত পরামর্শ করিয়া টাইগারের সাহায্যে সেলিকের আততায়ীদের পদচিহ্ন দ্বারা তাহাদের অনুসরণের চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা বাগানের অন্যদিকে আততায়ীদ্বয়ের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন ; সেইদিক দিয়া তাহারা বাগানের রেলিং ডিঙ্গাইয়া পথে আসিয়াছিল। টাইগার কিছুদূর পর্য্যন্ত পদচিহ্নের অনুসরণ সমর্থ হইল, তাহার পর একটা চৌমাথা রাস্তায় বহু পদচিহ্নের মধ্যে তাহা হারাইয়া গেল !

টাইগার ব্যর্থমনোরথ হইয়া মুখ তুলিয়া কাতর ভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল। মিঃ ব্লেক তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে উৎসাহিত করিলেন। স্মিথ বড়ই দুঃখিত হইল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই ; তাহারা এই পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়া চম্পট দিয়াছে। কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, তাহা অনুমান করা অসম্ভব। চল, এখন বাড়ী যাই ; নিহত লোকটার পকেটে যে সকল কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে—তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছি ; ইহাতে তাহাদের আড্ডার কোন সন্ধান মিলিতেও পারে।”

তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছিল। তাঁহারা একটি রেলষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া ট্রেণে চাপিয়া লণ্ডন ব্রীজে উপস্থিত হইলেন, এবং সেখান হইতে একখানি গাড়ীভাড়া করিয়া বাড়ী পৌঁছিলেন ; তাঁহারা এতই অবসন্ন হইয়াছিলেন যে, কাগজপত্রগুলি তখনই পরীক্ষা করিতে পারিলেন না, তাঁহারা ক্লান্ত দেহ শয্যায় প্রসারিত করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

রহস্য-গ্রন্থি মোচন।

কয়েক ঘণ্টা পরে, নিদ্রায় শ্রান্তি দূর হইলে মিঃ ব্লেক প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া কাগজপত্রগুলি পরীক্ষা করিতে বসিলেন। স্মিথ তাঁহার পাশে বসিয়া আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দীর্ঘকাল পরে তাঁহার পরীক্ষা শেষ হইলে স্মিথ বলিল, "কিছু সন্ধান পাইলেন, কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বোধ হয় রহস্যভেদে আর অধিক বিলম্ব হইবে না। আমরা রিংউড ও তাহার অনুচরদের খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব—একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।"

স্মিথ বলিল, "কাগজপত্রের মধ্যে নক্সার মত ও কাগজখানি কি কর্ত্তা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, নক্সাই বটে!—ইহা রিংউডের সেই ভাড়াটে বাড়ীর নক্সা। সেই বাড়ীর কোথায় নেকলেস্ লুকাইয়া রাখিয়াছে, এই নক্সায় তাহারও সন্ধান পাইয়াছি।

"বটে" বলিয়া স্মিথ সাগ্রহে নক্সাখানি হাতে লইয়া দেখিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে নক্সাখানির প্রত্যেক অংশ বুঝাইয়া চিমনীর পার্শ্বস্থ সুড়ঙ্গের একটি চিহ্নিত স্থান দেখাইলেন। ইহাই নেকলেস্ লুকাইয়া রাখিবার স্থান। অনন্তর তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি যখন হিরাম সেলিককে চিমনীর ভিতর ভাড়া করি, তাহার অল্প পরেই সে নেকলেস্ হস্তগত করিয়াছিল। তাহার শোচনীয় মৃত্যুই ইহার প্রমাণ।—তাঁহার নিকট কোন মূল্যবান সামগ্রী আছে—ইহা তাহার বেশভূষা দেখিয়া বাহিরের লোকের সন্দেহ করিবার উপায় ছিল না। এইজন্য মনে হয়—তাহার অনুসরণকারিগণ রিংউডেরই সঙ্গের লোক।"

স্মিথ বলিল, "তাহাই যদি হয়—তাহাহইলে তাহারা সেলিকের অনুসরণ
রিল কেন? তাহাকে হত্যা করিবারই বা কি আবশ্যক ছিল?"
মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই কাগজপত্রগুলি পাঠ করিয়া তাহার কারণ
ানিতে পারিয়াছি। সেলিক নেকলেস্‌ছড়াটি আত্মসাৎ করিবার সঙ্কল্প
রিয়াছিল; এই উদ্দেশ্যেই সে রিংউডের কাগজপত্রগুলি চুরি করিয়াছিল, এবং
ক্সাথানির সাহায্যে নেকলেসের সন্ধান পাইয়াছিল। নক্সাখানি রিংউডই প্রস্তুত
রিয়াছিল।"
স্মিথ বলিল, "কিরূপে বুঝিলেন?"
মিঃ ব্লেক বাড়ীওয়ালা মিঃ ক্লিভারের নিকট রিংউডের হস্তাক্ষর-সংবলিত
ষ রসিদ পাইয়াছিলেন তাহা স্মিথের হাতে দিয়া বলিলেন, "নক্সার লেখা ও এই
রসিদের লেখা মিলাইয়া দেখ। একই হস্তাক্ষর। রিংউড সেলিককে নেকলেস্‌
ানিতে তাহার বাসায় পাঠাইলে তাহাকে কেবল নক্সাখানিই দিত, সেই সঙ্গে
এ সকল কাগজপত্র দেওয়ার কোন কারণ ছিল না। এই জন্যই আমার ধারণা
সেলিক তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। রিংউড তাহার বিশ্বাস-
ঘাতকার সন্ধান পাইয়া নেকলেস্‌ উদ্ধারের আশায় নিশ্চয়ই ইংলণ্ডে ফিরিয়া
আসিয়াছে; কিন্তু সে তাহার ব্ল্যাকহিথের বাসায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই
সেলিক তাড়াতাড়ি গোপনে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল; তাহার পর যাহা
যাহা ঘটিয়াছে তাহা তুমি জান। সেলিক নেকলেস্‌ লইয়া বাড়ী হইতে বাহির
হইবামাত্র রিংউড তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার অনুসরণ করিয়াছিল; তাহার
সঙ্গে একজন অনুচর ছিল।"
স্মিথ বলিল, "কিন্তু সেলিকের মৃত্যু বিষপ্রয়োগের ফল। বিষ কোথা হইতে
আসিল?"
মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিশ্বাসঘাতক অনুচরকে হত্যা করিবার সঙ্কল্পে রিংউড
লইয়া আসে নাই, ইহা কি করিয়া বলি? তবে তুমি বলিতে পার, ছোরা বা
পিস্তল থাকিতে বিষ কেন? কিন্তু বিষ প্রয়োগই অনেক সময় অধিক নিরাপদ।"
স্মিথ বলিল, "নেকলেস্‌ ছড়াটা যদি রিংউডের হাতে পড়িয়া থাকে তাহা

হইলে তাহা অগাধ জলে গিয়া পড়িয়াছে! এখন তাহার উদ্ধারের আশ বড়ই অল্প।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার ত তাহা বোধ হয় না। এই কাগজপত্রে দেখিতেছি ৩৪ নং কার্ডিগান স্কোয়ার তাহার নূতন আড্ডা। এই স্থানটি কিংসক্রশের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। ক্যালিডোনিয়ান রোডের পাশেই। আমি ছদ্মবেশে এখনই সেখানে যাইব। আগে গিয়া সন্ধান লইয়া আসি, পরে আবশ্যক হইলে তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব।"

তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যে ইঞ্জিন-পরিস্কারকের ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। পরিচ্ছদটি চর্ব্বিতে ও কালীতে আচ্ছন্ন; যেমন বেশ তেমনই চেহারা!

স্মিথ বলিল, "এ বেশ কেন, কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিশেষ কোন কারণ নাই, প্রথমে এইটাই হাতে উঠিল বলিয়া ইহা ত্যাগ করিলাম না। তুমি সতর্ক থাক, আমি শীঘ্রই ফিরিব। আমার কাছে পুলিশের 'হুইশ্‌ল' আছে; যদি আবশ্যক হয় পুলিশের সাহায্য লইতে পারিব; তোমার উদ্বেগের কোন কারণ নাই।"

মিঃ ব্লেক গৃহত্যাগ করিলে স্মিথ তাঁহার বিপদের আশঙ্কায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; মিঃ ব্লেক তাঁহাকে সঙ্গে না লওয়ায়, তাহার মন ক্ষোভে ও অভিমানে পূর্ণ হইল।

মিঃ ব্লেক ট্রেণে চাপিয়া গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন। তখন অপরাহ্ণ; সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে অস্তোন্মুখ। অস্তমান তপনের লোহিতালোকে সমস্ত প্রকৃতি স্বর্ণাভ প্রতীয়মান হইতেছিল। মিঃ ব্লেক কার্ডিগান স্কোয়ারে উপস্থিত হইয়া ৩৪ নং ভবন খুঁজিয়া বাহির করিলেন; তিনি দেখিলেন, সেই অট্টালিকাটি পথের এক প্রান্তে অবস্থিত। তিনি নিম্নতলের একটি মুক্তবাতায়ন কক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন; সূর্য্যালোকে সেই কক্ষের অভ্যন্তর ভাগ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি টেবিল, চারিদিকে কয়েকখানি চেয়ার, দেওয়ালের পাশে একটা আলমারি, তাহার অদূরে একখানি কোচ,—সকল আসবাবই সূর্য্যালোকে ঝক্-ঝক্ করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক কোচের উপর একজন লোককে শায়িত দেখিলেন। লোকটি খানি সংবাদপত্র মুখের উপর উচু করিয়া ধরিয়া পাঠ করিতেছিল, এজন্য নে তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না। কয়েক মিনিট পরে লোকটি কাগজ নিয়া উঠিয়া পড়িল; বোধ হয় মুখে রোদ লাগায় সে কিছু বিরক্ত হইয়াছিল, জন্য উঠিয়া গিয়া বাতায়নের সম্মুখস্থিত পর্দ্দা টানিয়া দিল।

লোকটি উঠিবামাত্র মিঃ ব্লেক তাহার মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিলেন—সে মষ্টার্ডাম নগরের দড়ির কলওয়ালা ভান সিমেল!

ভান সিমেল পর্দ্দার অন্তরালে অদৃশ্য হইল বটে, কিন্তু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্লেকের কৌতূহল অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল! তিনি জানিতেন ভান সিমেল ধড়িবাজ বদমায়েস, কিন্তু নেকলেস্ চুরির ব্যাপারে রিংউডের সহিত তাহার যোগ আছে, ইহা তিনি কোন দিন সন্দেহ করেন নাই। স্মিথকে সঙ্গে না আনায় তিনি অনুতপ্ত হইলেন, এবং ভান সিমেলের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য স্মিথকে লইয়া আসা উচিত মনে করিয়া তিনি গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি যথাসম্ভব শীঘ্র গৃহে ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আতঙ্ক ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না! তিনি দেখিলেন, স্মিথ ঘরের মেঝেতে চিৎপাত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া আছে! তিনি প্রথমে ভাবিলেন বেচারা মারা গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার এ আশঙ্কা অমূলক, তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে শ্বাস বহিতেছিল, চক্ষু মুদ্রিত, মুখ বিবর্ণ!

মিঃ ব্লেক স্মিথের চেতনা সম্পাদনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; তখন ডাক্তার ডাকাই সঙ্গত মনে হইল। তিনি মিসেস্ বার্ডেলকে আহ্বান করিবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি করিলেন; কিন্তু তাহার সাড়া পাইলেন না। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া তিনি মিসেস্ বার্ডেলকে নীচে তাহার ঘরে খুঁজিতে চলিলেন; সেখানে গিয়া দেখিলেন, মিসেস্ বার্ডেল তাহার ঘরের মেঝের উপর বিপুল দেহভার প্রসারিত করিয়া দারুণ যন্ত্রণায় গোঁ-গোঁ করিতেছে! তাহার হস্ত পদ দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ, মুখ খানিও তোয়ালে দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধা!

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিলেন, তাহাকে বসাইয়া বলিলেন, "এ কি ব্যাপার! কে তোমার এরূপ দুর্দ্দশা করিল? স্মিথকেই বা কে আধমরা করিয়াছে?"

মিসেস্ বার্ডেল ললাটে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তিনটে জোয়ান মিন্‌সে গো কর্ত্তা! দরজায় সাড়া দিতেই আমি তাহাদের দরজা খুলিয়া দিলাম, ভাবিলাম কোন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। একজন দরজা বন্ধ করিয়া দিল, আর একজন পিস্তল উচাইয়া বলিল, 'বেটী, চেঁচাইয়াছিস্ কি মরিয়াছিস্!' তাহার পর আমি কোন কথা বলিবার আগেই তাহারা আমাকে বাঁধিয়া এইখানে আনিয়া ফেলিল। তাহারা দোতালায় গিয়া কি করিয়াছে বলিতে পারি না; বোধ হয় স্মিথকেও—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি দোতালায় গিয়াছিলাম, স্মিথের অবস্থা আরও শোচনীয়; তাহাকে ঔষধ দিয়াছি, কোন ফল না হওয়ায় ডাক্তার ডাকা আবশ্যক মনে করিতেছি। তোমার আর কোন ভয় নাই, আমি ডাক্তার ডাকিয়া আনি।"

মিঃ ব্লেক ডাক্তারকে সকল কথা বলিয়া টাইগারকে আনিতে চলিলেন। একটা লোক মধ্যে মধ্যে টাইগারকে বেড়াইতে লইয়া যাইত, সেদিনও সে টাইগারকে লইয়া গিয়াছিল; টাইগার তাহার কাছেই ছিল।

তিনি বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন ডাক্তার স্মিথের চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। স্মিথের যে শীঘ্র চেতনাসঞ্চার হইবে—এ আশা তিনিও দিতে পারিলেন না। ডাক্তারের পরামর্শে মিঃ ব্লেক একজন শুশ্রূষাকারিণীর সাহায্য গ্রহণ কর্ত্তব্য মনে করিলেন।

ডাক্তার প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক মিসেস্ বার্ডেলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকগুলা দেখিতে কিরূপ?"

মিসেস্ বার্ডেল বলিল, "পেল্লাই জোয়ান, সাজপোষাক কিন্তু ভদ্রলোকের মত!"—সে আর কিছুই বলিতে পারিল না। তখন মিঃ ব্লেক টাইগারকে তাহাদের গন্ধের অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন।

মিঃ ব্লেক বুঝিয়াছিলেন, আততায়ীরা রিংউডেরই দলের লোক, এবং

তাঁহাকেই হত্যা করিতে আসিয়াছিল। সুতরাং টাইগার তাহাদের গন্ধের অনুসরণ করিয়া কোথায় তাঁহাকে লইয়া যায়, তাহা দেখিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ হইল।

টাইগার নানা পথ ঘুরিয়া কার্ডিগান স্কোয়ারের প্রান্তবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকার সন্নিকটেই উপস্থিত হইল! তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল; অট্টালিকার কক্ষগুলি বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বাহিরে অন্ধকার হওয়ায় মিঃ ব্লেক নিঃশঙ্কচিত্তে অট্টালিকার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। অট্টালিকাটি রেলিং দিয়া ঘেরা ছিল; মিঃ ব্লেক টাইগারকে শিকল ধরিয়া না রাখিলে সে হয় ত অট্টালিকার দ্বারে গিয়াই ধাক্কা দিত! কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন না। তিনি টাইগারকে টানিয়া ধরিয়া রাখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অট্টালিকাটির চারিদিক লক্ষ্য করিলেন; তাহার পর মনে মনে বলিলেন, "ইহাই রিংউডের আড্ডা বটে! যে দুর্বৃত্তেরা স্মিথকে ও মিসেস্ বার্ডেলকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা এখানে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিয়া ভান সিমেলের সহিত যোগদান করিয়াছে। এই বাড়ীতে যাহারা আছে, আজ রাত্রেই তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। যতক্ষণ তাহাদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা না হয়—ততক্ষণ এই অট্টালিকার উপর আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।"

মিঃ ব্লেক সেই পথের অন্যপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া একজন পাহারাওয়ালার দেখা পাইলেন। তিনি তাহাকে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিলে সে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমাকে কি করিতে হইবে বলুন; আমি এই বিটেরই পাহারাওয়ালা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন পথে গাড়ী ঘোড়ার ভীড় নাই, সে দিকে তোমার দৃষ্টি না রাখিলেও চলিবে। তুমি এই পথের শেষের বাড়ীখানির উপর নজর রাখিবে। আমি লোকজন লইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। ঐ বাড়ীতে তিনজন ফৌজদারীর আসামী আড্ডা লইয়াছে, তাহাদের অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর! সেই তিনজন ভিন্ন তাহাদের দলে অন্য লোকও থাকিতে পারে।

বাহির হইতে আর কেহ এইবাড়ীতে প্রবেশ করে কি না কেহ বাহিরে যায় কি না—তাহা লক্ষ্য করিবে।"

কন্‌ষ্টেবল সম্মতিজ্ঞাপন করিলে মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি সেই পল্লীর থানায় উপস্থিত হইলেন। তিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে সকল কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "সেই বাড়ীখানি খানাতল্লাস করিবার জন্য আমি একদল কন্‌ষ্টেবলের সাহায্য চাই। আপনি তাহা দিতে পারিবেন কি?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তা আর পারিব না কেন? আপনি কি আমাকে এখনই আপনার সঙ্গে যাইতে বলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই। আপনি সাজ পোষাক করিয়া অবিলম্বে আমার সঙ্গে চলুন। তবে যতক্ষণ খানাতল্লাসী আরম্ভ না হয়—ততক্ষণ বাড়ীখানির উপর নজর রাখিবার জন্য সাধারণ পোষাকপরা দুইজন কন্‌ষ্টেবল সঙ্গে লইতে হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর দুইজন কন্‌ষ্টেবল সঙ্গে লইয়া মিঃ ব্লেকের সহিত সেই অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইলেন।—বিটের যে কন্‌ষ্টেবলটি পাহারায় ছিল, সে বলিল কোন নূতন লোক বাড়ীতে প্রবেশ করে নাই, বাড়ী হইতে কেহ বাহিরেও যায় নাই।

ইন্‌স্পেক্টর তাহাকে তাহার নিজের কাযে পাঠাইয়া, নবাগত কন্‌ষ্টেবলদ্বয়কে বাড়ীর দুইদিকে পাহারায় নিযুক্ত করিলেন। মিঃ ব্লেক এই ব্যাপারে ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর থ্রেলের সহায়তা গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কারণ তিনিই লর্ড লিনডেনের নেকলেস্ চুরির তদন্তভার গ্রহণ করিয়া রাল্‌ফ মেরিককে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক এসম্বন্ধে ইন্‌স্পেক্টরের সহিত পরামর্শ করিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চলিলেন, তিনি ইন্‌স্পেক্টর থ্রেলকে সকল কথাই আদ্যোপান্ত বলিলে, ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল কয়েকজন কন্‌ষ্টেবল সহ তাঁহাকে সাহায্য করিতে যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। মিঃ ব্লেক স্মিথকে দেখিবার জন্য বাড়ী ফিরিলেন।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন, স্মিথ তখনও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ না হইলেও গাঢ় নিদ্রায়

অভিভূত রহিয়াছে। ডাক্তার তাহাকে নিদ্রাকারক ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন। ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারিণী উভয়েই তখন তাহার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন উদ্বেগের আর কোন কারণ নাই।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় থানাতল্লাসী আরম্ভ করিবার কথা; মিঃ ব্লেক তৎপূর্ব্বেই থানায় উপস্থিত হইলেন। ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল ও ছয়জন সশস্ত্র কন্‌ষ্টেবল সহ তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। ইহাতে কন্‌ষ্টেবল-সংখ্যা কুড়িজন হইল। তথাপি তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবেন, ইহা আশা করিতে পারিলেন না। আমষ্টার্ডামে এই দুর্ব্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করিতে গিয়া পুলিশের কি দুর্দ্দশা হইয়াছিল সে কথা মিঃ ব্লেক এত অল্প দিনে বিস্মৃত হন নাই, সুতরাং তাঁহার আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি প্রত্যেক কন্‌ষ্টেবলের নিকট এক একটি পিস্তল রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। যথাসময়ে কুড়িজন সশস্ত্র ও সুসজ্জিত কন্‌ষ্টেবল সহ মিঃ ব্লেক ঘটনাস্থলে যাত্রা করিলেন; ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল ও থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর কোলিট্‌ তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

তস্করে-পুলিশে যুদ্ধ

মিঃ ব্লেক সদলে অতি সতর্ক ভাবে রিংউড ও তাহার সহযোগিবর্গের আড্ডার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যে দুইজন কন্‌ষ্টেবল পাহারায় নিযুক্ত ছিল তাহাদের একজন সংবাদ দিল, তিনজন নূতন লোক পর পর সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ব হইতে যাহারা ভিতরে ছিল—তাহাদের কেহই বাহিরে যায় নাই।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহারা সকলেই এক দলের, রিংউড এ দলে আছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না; তাহার থাকাই সম্ভব। যাহা হউক, অন্ততঃ ছয়জন আসামীকে আমরা গ্রেপ্তার করিতে পারিব, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। আজ অপরাহ্ণে ভান সিমেলকে যে কক্ষে দেখিয়াছিলাম, উহারা সকলে বোধ হয় সেই কক্ষেই আছে; কিন্তু পুরু পর্দ্দা ভেদ করিয়া ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিবার উপায় নাই। সদর দরজা খুলিয়া আমাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল বলিলেন, "কিন্তু দরজা খুলিবার উপায় কি? দরজায় ধাক্কা দিলে বা ডাকাডাকি করিলে দরজা খুলিয়া দিবে এরূপ আশা নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, খুলিবার কথা নয় বটে; কিন্তু আমার ধাক্কায় দরজা খুলিয়া দিবে।"

ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল বলিলেন, "কেন? মহাশয়ের ধাক্কার কি কোন বিশেষত্ব আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কার্য্যকালে দেখিতেই পাইবেন,—একটু অপেক্ষা করুন,—হাঁ, ঐ সে আসিতেছে!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কে আসিতেছে? কাহার কথা বলিতেছেন? সবই যে আপনার হেঁয়ালী!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ডাকপিয়ন আসিতেছে। ইন্‌স্পেক্টার ফোলিট্, আপনি আমার সঙ্গে চলুন ত, ডাকপিয়ন হয় ত আমার অনুরোধ গ্রাহ্য করিবে না। তাহার কাযের ভার আমাকেই লইতে হইবে কি না!"

ইন্‌স্পেক্টর ফোলিট মিঃ ব্লেকের সহিত গৃহদ্বারে ডাকপিয়নের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই পিয়নই থানায় চিঠিপত্র বিলি করিত, এজন্য ইন্‌স্পেক্টরের সহিত তাহার পরিচয় ছিল। ডাক বিভাগের কর্ম্মচারী পুলিশের খাতির না করিলেও পারে, কিন্তু পিয়ন বেচারা ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না; সে জানিত পুলিশ ইচ্ছা করিলে তাহাকে ফ্যাসাদে ফেলিতে পারে। সে ইন্‌স্পেক্টর ফোলিটের অনুরোধে তাহার কোট, টুপি, চাপড়াস্, ব্যাগ ও লণ্ঠন খুলিয়া তাঁহার হাতে দিল। তাহার পর কাতর ভাবে বলিল, এই বে-আইনী কাজ করিয়া তাহাকে যেন কোন বিপদে পড়িতে না হয়।

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ ডাকপিয়ন সাজিলেন; ডাকপিয়ন তাহার বিটের চিঠি-পত্রগুলি বাহির করিয়া লইয়া খালি ব্যাগটাই দিয়াছিল। মিঃ ব্লেক কয়েকটি কৃত্রিম পার্শেল সঙ্গে আনিয়াছিলেন; তাহা তিনি ব্যাগে পুরিয়া লইলেন; তাহার পর টুপি মাথায় দিয়া, চাপড়াস্ আঁটিয়া ব্যাগটা কাঁধে ঝুলাইলেন। ডাকপিয়ন বেচারা হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ভাবিল, "এ আবার কি রঙ্গ!"

মিঃ ব্লেক পিয়নকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ৩৪নং বাড়ীর ঠিকানায় দুইখানি পত্র আছে।—তিনি পত্র দুইখানি তাহার নিকট চাহিয়া লইলেন; তাহা দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল বলিলেন, "পত্র ত গৃহস্থের দ্বার-প্রান্তস্থ চিঠির বাক্সে ফেলিবার ব্যবস্থা আছে; পত্র লইতে উহারা দ্বার খুলিবে কেন বুঝিলাম না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রেজেষ্ট্রী পত্র রসিদ দিয়া লইতে হইবে, দেখুন ত।"—

তিনি রেজেষ্ট্রী চিঠির নম্বরের লেবেলের মত একটা কৃত্রিম লেবেল একখানি চিঠির উপর আঁটিয়া দিলেন, তাহারপর চিঠির উপর নীল পেন্সিল দিয়া 'আড়ে দীঘে' দুইটী রেখা টানিলেন। শেষে একখানি হল্‌দে রসিদ তাহার সহিত গাঁথিয়া লইলেন।

ইন্‌স্পেক্টার থ্রেল বলিলেন, "চিঠিখান প্রকৃত পক্ষে রেজেষ্ট্রী চিঠি নয়,—ইহা ধরা পড়িতে বিলম্ব হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পড়ুক না ধরা; দরজা না খুলিয়া ত তাহা ধরিতে পারিবে না। উহারা সতর্ক হইবার পূর্ব্বে উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে বাধাবিঘ্নের আশঙ্কা থাকিবে না। আপনারা আমার ঠিক পশ্চাতে থাকিবেন, আমার ইঙ্গিত মাত্র তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিবেন।

মিঃ ব্লেক দ্বারের সম্মুখে আসিয়া ডাকপিয়নের অনুকরণে 'খটাখট' শব্দে দুইবার কড়া নাড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠনের আলোটা এভাবে ধরিলেন যে, তাহা দ্বারের চাবির ছিদ্রপথে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্ত পরে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। এই স্ত্রীলোকটি বাড়ীওয়ালী।

মিঃ ব্লেক চাপা গলায় বলিলেন, "মিঃ শ্লেভের নামে একখানি রেজেষ্ট্রী চিঠি আছে, রসিদ সহি করিয়া দিতে হইবে; কিন্তু আমি আমার কলম আফিসে ফেলিয়া আসিয়াছি। আপনি একটি কলম ও কালি আনুন।"

বাড়ীওয়ালী কালি-কলমের সন্ধানে যাইবার জন্য দ্বার বন্ধ করিবার উপক্রম করিল। মিঃ ব্লেক দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। দ্বার রুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই যেন দৈবাৎ তাঁহার হাতের ব্যাগটা ঘরের ভিতর দ্বারের নিকট পড়িয়া গেল! বাড়ীওয়ালী তাহা দেখিয়া দ্বার রুদ্ধ না করিয়াই দ্রুতপদে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। সেই মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লেক হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিয়াই সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টরদ্বয় বারজন কনষ্টেবল সহ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

পাশের একটি কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। সেই কক্ষে তাঁহারা অনেক লোকের অনুচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিলেন আসামীরা সেই কক্ষে আছে। মিঃ ব্লেক

দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তিনজন লোক লাফাইয়া উঠিয়া পিস্তল বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত পুরিল; কিন্তু পকেটের অস্ত্র বাহির হইবার পূর্ব্বেই পুলিশের ছয় সাতটি পিস্তল তাহাদের মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত হইল।

মিঃ ব্লেক কর্কশ স্বরে বলিলেন, "মাথার উপর শীঘ্র দুই হাত তোল, নতুবা এখনই মাথার খুলি গুঁড়া হইবে।"

তাঁহার আদেশ তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল। মিঃ ব্লেক ভান সিমেল ভিন্ন এই দলের আর কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না।

ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি তোমাদের গ্রেপ্তার করিলাম।"—তৎক্ষণাৎ তিনজনের হস্তই শৃঙ্খলিত হইল।

ভান সিমেল ওলন্দাজী ভাষায় হুঙ্কার দিয়া বলিল, "এরূপ অভদ্রতার কারণ কি?"

মিঃ ব্লেক সেই ভাষায় তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিবে; তোমাদের দলের আর সকলে কোথায়? তোমার বন্ধু বার্ণার্ড সেণ্ট মারভিন্ ওরফে জেম্‌স্ রিংউডকে দেখিতেছি না কেন?—যে আমাকে ধাক্কা দিয়া তোমার দড়ির কলে ফেলিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল!"

কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর শুনিবার অবসর হইল না,—পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক তাহাদিগকে তিনজন কন্‌ষ্টেবলের জিম্মায় রাখিয়া হলঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার ও তাঁহার সহযোগিগণের উপর 'গুড়ুম গুড়ুম' শব্দে গুলি বর্ষণ আরম্ভ হইল। একটি কন্‌ষ্টেবলের বুকে গুলি লাগিতেই সে পড়িয়া গেল।

মিঃ ব্লেক অদূরবর্ত্তী সিঁড়িতে পাঁচ সাতজন সশস্ত্র আততায়ীকে দেখিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কন্‌ষ্টেবলদের আদেশ করিলেন; তাহার পর তিনি ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল ও কয়েকজন কন্‌ষ্টেবল সহ তাহাদের অনুসরণ করিলেন, কিন্তু দস্যুরা দ্রুতপদে দ্বিতলে উঠিয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিল।

মিঃ ব্লেক পদাঘাতে রুদ্ধদ্বার ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দস্যুরা সেই কক্ষস্থিত ভারি আসবাবপত্রগুলি সশব্দে দ্বারে চাপাইতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যে উপায়ে হউক, দ্বার ভাঙ্গিতে হইবে।"

দুই তিনজন কনষ্টেবল চারিদিকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া একখানি ভারি সাবল লইয়া আসিল। মিঃ ব্লেক তাহা লইয়া তদ্দ্বারা উভয় হস্তে সবেগে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই আঘাতে দ্বার কয়েক বার কাঁপিয়া কাঁপিয়া শেষে চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল। মিঃ ব্লেক সেই চিরের ভিতর সাবলের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট করাইয়া চাড় দিলেন; দ্বারের তক্তা কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দস্যুরা সেই স্থান দিয়া দুইবার গুলি বর্ষণ করায় মিঃ ব্লেক সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু একটি গুলিতে আর একজন কনষ্টেবল আহত হইল।

দুইজন প্রহরী রক্তাক্ত দেহে ভূপতিত হওয়ায় কনষ্টেবলেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা 'মার মার' শব্দে সেই দ্বারের উপর আপতিত হইল; তাহাদের সবুট পদাঘাতে ও সাবলের গুতায় দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু দ্বারের অন্যদিকে টেবিল আলমারি প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় দ্বার ভাঙ্গিয়াও খুলিয়া পড়িল না। তখন মিঃ ব্লেক দুইজন কনষ্টেবলের সাহায্যে সবেগে ধাক্কা দিয়া পথ পরিস্কার করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, সেই কক্ষে চারিজন লোক দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া আত্মরক্ষার জন্য মরিয়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।—মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর থেুল্. ও কয়েকজন কনষ্টেবলকে সেই কক্ষে প্রবেশোদ্যত দেখিয়া একজন চীৎকার করিয়া বলিল, "তফাৎ! এক পা অগ্রসর হইলেই গুলি করিব।"

তাহার কথা শুনিয়া কয়েকজন কনষ্টেবল তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তুলিল; তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গুলি করিও না, উহাদের টোটা ফুরাইয়াছে, নতুবা এতক্ষণ উহাদের পিস্তল নীরব থাকিত না। উহাদিগকে গ্রেপ্তার কর, জখম করিবার আবশ্যক নাই।"

মিঃ ব্লেকের অনুমান সত্য; তাহাদের নিকট একটিও টোটা ছিল না। তাহারা পলায়নেরও সুযোগ পাইল না। মিঃ ব্লেক সহযোগিবর্গের সাহায্যে তাহাদের সকলকেই ধরিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন; গুলি খাইয়া মরিবার ভয়ে কেহই আর তেমন লম্ফ ঝম্ফ বা মুষ্টিযুদ্ধ করিল না।

মিঃ ব্লেক রিংউড়কে সেই দলে না দেখিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের দলপতি রিংউড অর্থাৎ বার্ণার্ড সেণ্ট মার্ভিন কোথায়?"

কেহ কোন উত্তর দিল না; কিন্তু পথে অনেক গুলি কন্‌ষ্টেবল পাহারা দিতে দিতে 'পলায়, পলায়, ধর!' শব্দে যুগপৎ চীৎকার করায় মিঃ ব্লেক সেই দিকের জানালা খুলিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এত গোল করিতেছ কেন?"

একজন কন্‌ষ্টেবল বলিল, "একজন আসামী কোন কৌশলে ছাদে উঠিয়াছে! আমরা তাহাকে কার্ণিশের পাশ দিয়া গুড়ি মারিয়া যাইতে দেখিলাম; বোধ হয় পলায়নের আশায় সে ছাদের কোন স্থানে লুকাইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে নিশ্চয়ই রিংউড, প্রাণ ভয়ে ছাদে গিয়া লুকাইয়াছে। সেই শয়তানই পালের গোদা, তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে গ্রেপ্তার করা আবশ্যক।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

নেকলেসের উদ্ধার

যে কয়েকজন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে কা পাহারায় রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া মিঃ ব্লেক ইনস্পেক্টর থ্রেল ও কয়েকজ কন্‌ষ্টেবল সহ তাড়াতাড়ি ছাদে উঠিলেন। রিংউড যদি কোন কৌশ তাঁহাদের চোখে ধূলা দিয়া ছাদ হইতে পলায়ন করে, তাহা হইলে তাহা খানাতল্লাসীর উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া তাঁহারা তাহাকে গ্রেপ্তার করি জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ছাদের উপর হইতে পলায়নের উপায় ছিল না; ছাদের এক কো টেলিফোঁর তার সংলগ্ন ছিল; এই তার যে স্তম্ভে আবদ্ধ ছিল সেই স্তম্ভ কিছু দূরে মৃত্তিকায় প্রোথিত ছিল। রিংউড সিঁড়িতে বহুব্যক্তির পদশ শুনিয়া বুঝিতে পারিল পুলিশ প্রহরীরা তাহার সন্ধান পাইয়া তাহা গ্রেপ্তার করিতে ছাদে আসিতেছে। তখন সে পলায়নের অন্য কোন উপ না দেখিয়া ছাদের উপর টেলিফোঁর খুটার নিকট উপস্থিত হইল, এ সেই তার ধরিয়া শূন্যে ঝুলিয়া পড়িল! তার বহিয়া সে পরবর্ত্তী স্তম্ভে নিকট যাইবে এবং সেই স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া নীচে নামিবে, ইহাই তাহা উদ্দেশ্য।—কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হইল না; সে তার ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িতেই টেলিফোঁর সরু তার 'ফট্' করিয়া ছিঁড়িয়া গেল! সে সেই ছিন্ন তার ধরিয়া ঝুলিতেছে দেখিয়া তাহাকে মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য পথের অনেক লোক উভয় হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া দৌড়াইয়া গেল; কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না, তার ছিঁড়িয়া হতভাগ্য রিংউড চক্ষুর নিমিষে সশব্দে পথের উপর পড়িয়া গেল!

কঠিন মৃত্তিকায় সবেগে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় রিংউডের দেহের অস্থি চূর্ণ হইয়া গেল। যদিও পতন মাত্রই তাহার মৃত্যু হইল না, তথাপি তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল তাহার জীবনের আশা নাই।

মিঃ ব্লেক তাহার দুঃসাহসের পরিচয় পাইয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিয়া ভিড় ঠেলিয়া মৃতপ্রায় রিংউডকে টানিয়া তুলিলেন, এবং তাহাকে ঘরের বারান্দায় শয়ন করাইয়া কিঞ্চিৎ ব্র্যাণ্ডি পান করাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে তাহা গিলিতে পারিল না, দুইকস দিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন তাহার মৃদুশ্বাস বহিতেছিল ও চোখের পাতা ঈষৎ কাঁপিতেছিল; এতদ্ভিন্ন জীবনের অন্য কোন লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল না।

তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনা হইল; ডাক্তার রিংউডকে পরীক্ষা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, কোন আশা নাই; এখনই ইহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।"

রিংউডকে অবিলম্বে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইল। মিঃ ব্লেক তাহার সঙ্গে হাসপাতালে চলিলেন। হাসপাতালের ডাক্তার রিংউডের আহত দেহ পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "লোকটার মেরুদণ্ড চূর্ণ হইয়াছে, তাহা জোড়া লাগিবার আশা নাই; এই ধাক্কা সামলাইতে পারিবে না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু অনিবার্য্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মৃত্যুর পূর্ব্বে চেতনা হইবে কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "সে কথা বলা কঠিন; আর চেতনা হইলেও কথা কহিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কাহারও কাহারও জীবনী শক্তি এরূপ সতেজ যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহারা কথা কহিতে পারে।"

মিঃ ব্লেক অন্য কক্ষে বসিয়া রিংউডের চেতনা-সঞ্চারের প্রতীক্ষা করিতেছেন এমন সময় সংবাদ পাইলেন তাহার চেতনা হইয়াছে; সে তাঁহার সহিত শীঘ্র সাক্ষাতের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি হাসপাতালেই আছেন ইহা সে জানিত না; এজন্য তাঁহার বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বোধহয় সে অপরাধ স্বীকার করিবে। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি, মহাপাপিষ্ঠেরাও মৃত্যুর পূর্ব্বে অপরাধ স্বীকার করিয়া মনের ভার লঘু করে।—আমি এখনই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

ইতিমধ্যে ইন্‌স্পেক্টর থ্রেলও রিংউডের দলস্থ লোকগুলিকে হাজতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া হাসপাতালে উপস্থিত হইলেন। তিনি রিংউডকে শয্যাপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন, তাহার অন্তিমকাল সমাগতপ্রায়। নির্ব্বাণের পূর্ব্বে তৈলহীন দীপের নিষ্প্রভ শিখা যেমন মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠে, রিংউডের লুপ্তপ্রায় জীবনীশক্তিও সেইরূপ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া মিঃ ব্লেককে তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিল। সে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি এতশীঘ্র আসিতে পারিবেন—ইহা আশা করি নাই। আমার সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে; আপনাকে আমার একটি কথা বলিবার আছে। যাঁহা বলি—মন দিয়া শুনুন।"

বার্ণার্ড সেণ্ট মারভিন অর্থাৎ রিংউড ধীরে ধীরে তাহার অনুষ্ঠিত দুষ্কর্ম্মের বিবরণ আদ্যোপান্ত মিঃ ব্লেকের গোচর করিল। তাহার কণ্ঠস্বরে ও ভাবভঙ্গীতে আন্তরিক অনুতাপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই দুর্ভেদ্য রহস্য সম্বন্ধে মিঃ ব্লেক পূর্ব্বে যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। রিংউডের আত্মকথা শ্রবণ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

মিঃ ব্লেক তাহার নিকট জানিতে পারিলেন জেম্‌স্ রিংউডই তাহার প্রকৃত নাম, বার্ণার্ড সেণ্ট মারভিন তাহার ছদ্মনাম মাত্র। সে ইরেণী রিংউডের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া লর্ড লিন্‌ডেনের পুত্র লর্ড মার্সডনের নিকট হইতে মহামূল্য হীরকহার কাড়িয়া লইয়াছিল, এবং লগুড়াঘাতে তাহার চেতনা বিলুপ্ত করিয়াছিল। লর্ড মার্সডনকে আহত করিবার অভিসন্ধি না থাকিলেও ঘটনা-চক্রে পড়িয়া সে তাহাকে জখম করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পরামর্শে ইরেণী লর্ড মার্সডনকে প্রেমফাঁদে বন্দী করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রতি ইরেণীর বিন্দুমাত্র অনুরাগ ছিল না; কিন্তু ইরেণী যে ক্রমাগত প্রেমের অভিনয় করিয়া আসিতেছিল—নির্ব্বোধ প্রেমান্ধ যুবক তাহা

বুঝিতে পারে নাই। অপহৃত হীরক-হার পুনঃপ্রদত্ত হইলেও চোর ...লে পুলিশের চোখে ধূলা দেওয়া যাইবে বুঝিয়া রিংউড নকল হার ...ইয়া ক্ষান্ত হয় নাই, অপরাধটা রাল্‌ফ্ মেরিকের উপর চাপাইবার ...হাও করিয়াছিল। রাল্‌ফ মেরিক আত্মদোষ স্খালনে কাহারও সাহায্য না ... এইউদ্দেশ্যেই তাহারা মিলিকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া গুম্ করিয়া রাখিয়া- ...। সে পরদুঃখকাতর বৃদ্ধ দাতা সাজিয়া বিপন্ন ও নিরাশ্রয় মেরিককে যে ...টখানি দিয়াছিল—তাহা সে লর্ড লিনডেনের সিন্দুক হইতেই সংগ্রহ করিয়া- ...। সেই নোটের নম্বর পুলিশের খাতায় আছে—ইহাও সে জানিত; সুতরাং ...-খালাসী মেরিক চোর বলিয়া ধরা পড়িবে ও কঠোর দণ্ড পাইবে ...বয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু মিলি তাহার বাসা হইতে হঠাৎ পলায়ন করায় সে ইরেণীকে লইয়া তাড়াতাড়ি দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, নেকলেস্ ছড়াটা আম-...মনগরে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইবার সুযোগ হয় নাই; তাহা সে তাহার ...য় চিমনীসন্নিহিত সুড়ঙ্গে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল। কিন্তু নেকলেস্ ...কে বিলম্ব হওয়ায় তাহার অনুচরেরা বখ্‌রা না পাইয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ...ল। অবশেষে হিরাম সেলিক তাহার গোপনীয়-কাগজপত্র ও বাড়ীর নক্সা ... করিয়া নেকলেসের সন্ধানে ইংলণ্ডে আসিল। রিংউড তাহা জানিতে ...একজন অনুচর সহ তাহার অনুসরণ করিল। হিরাম সেলিক নক্সার ...য্যে গুপ্ত স্থান হইতে নেকলেস্ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিবার সময় ...উড তাহাকে ধরিয়া নেকলেশ কাড়িয়া লয়; এবং বিষ প্রয়োগে তাহাকে হত্যা ...র; অতঃপর তাহার মৃতদেহ গ্রীণ উইচ পার্কের একটি নিভৃত অংশে ...গিয়া লুকাইয়া রাখে এবং তাহার কবল হইতে নেকলেস্ উদ্ধার করে।

অনন্তর তাহারা কার্ডিগান স্কোয়ারের নূতন আড্ডায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ...খানে গিয়া রিংউডের হঠাৎ মনে পড়িল সেলিক যে সকল কাগজ পত্র চুরি ...রিয়াছিল তাহা তাহার পকেটে আছে কি না দেখা হয় নাই! ...ই সকল কাগজপত্র পুলিসের হাতে পড়িলে তাহাদের বিপদের সীমা

থাকিবে না বুঝিয়া তাহারা ভীত হইল। সেলিকের মৃত ব্যক্তিগত গিয়া তাহা বাগানের ভিতর না পাইয়া তাহারা অত্যন্ত চিন্তিত করিয়া রিংউড পরদিন সকালে সংবাদপত্র পাঠে জানিতে পারিল; পুলিশ মৃতদেহ শবব্যবচ্ছেদাগারে লইয়া গিয়াছে; তাহার পকেটে যে সকল কাগজ-পত্র ছিল, মিঃ ব্লেক তাহা দেখিতে লইয়াছেন! পাছে মিঃ ব্লেক কাগজ-পত্রগুলি পাঠ করিয়া তাহার সন্ধান পান, এই সন্দেহে সে একজন অনুচর সহ মিঃ ব্লেকের গৃহে উপস্থিত হয়। তাঁহাকে হত্যা করিতে পারিলে সকল কথা চাপা পড়িবে ভাবিয়া সে তাঁহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করে; কিন্তু মিঃ ব্লেক তখন বাড়ী ছিলেন না বলিয়া এই সঙ্কল্প সে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না। তাহারা মিসেস্ বার্ডেল ও স্মিথকে মৃতবৎ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া তাহাদের নূতন আড্ডায় প্রস্থান করিল।

রিংউড সকল কথাই বলিল, কিন্তু তাহার ভগিনীর সন্ধান বলিল না দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ভগিনী এখন কোথায় আছে?"

রিংউড বলিল, "আমার ভগিনী কে? আমার কোন ভগিনী নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইরেণীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। সে কি তোমার ভগিনী নহে?"

রিংউড বলিল, "না, সে আমার স্ত্রী!"

এই সংবাদে ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ কথা শুনিয়া বিন্দুমাত্র বিস্মিত হই নাই; ইরেণী যে রিংউডের স্ত্রী বহু পূর্ব্বেই ইহা আমার ধারণা হইয়াছিল।—অনন্তর তিনি রিংউডকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্ত্রী এখন কোথায় আছে?"

রিংউড বলিল, "সে কথা বলিব না। আপনারা তাহার সন্ধান জানিতে পারিলে তাহাকেও গ্রেপ্তার করিবেন; তাহাকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করিবেন। সে অপরাধিনী নহে, আমার আদেশ বিনা প্রতিবাদে পালন করা ভিন্ন তাহার

পাড়ে কোন অপরাধ নাই। আপনারা যতই চেষ্টা করুন, তাহার সন্ধান পাইবেন না।—অনন্তর সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "ইরেণী প্রিয়তমে! আমি চলিলাম, শেষ দেখা হইল না। তোমার হতভাগ্য স্বামীকে ক্ষমা কর।"

রিংউডের কণ্ঠ চিরনীরব হইল। ডাক্তার বলিলেন, "সব শেষ!"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ইন্‌স্পেক্টর থ্রেলকে বলিলেন, "এই অনুতপ্ত পাপিষ্ঠের অন্তিম আশা পূর্ণ হউক; উহার স্ত্রীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া গ্রেপ্তার করিতে আমার ইচ্ছা নাই।"

পরমেশ্বর মিঃ ব্লেকের এই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। রিংউডের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে একদিন প্রভাতে তাহার সমাধি-প্রান্তে একটি যুবতীর মৃতদেহ পতিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল। এই যুবতীই ইরেণী। নারী-চরিত্র মানবের পক্ষে চিরদিনই দুর্জ্ঞেয়। ইরেণী পতিবিয়োগ শোক সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার সমাধি স্থলে আসিয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছিল; অথচ অর্থলোভে সে যে কত ধনাঢ্য যুবককে প্রেমরজ্জুতে বাঁধিয়া নাদর নাচাইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই!—বর্ব্বর আমরা এ সতীত্বের মহিমা বুঝি না।

ইরেণীর মৃতদেহ পরীক্ষা করিবার সময় তাহার পরিচ্ছদের নীচে কণ্ঠ-সংলগ্ন যে মহামূল্য হীরক-নেকলেস্ পাওয়া গিয়াছিল তাহা লর্ড লিনডেনের সেই বিখ্যাত নেকলেস্। আভিজাত্যগর্ব্বিত বৃদ্ধ লর্ডের ঘরের চোঁকিকে কুষ্ঠীরে পরিণত করিয়া, তাঁহার বংশের গৌরব ও সম্ভ্রমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন যে নারী ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করিতে লজ্জিত হয় নাই, সে সেই মহার্ঘ রত্ন কণ্ঠে ধারণ করিয়া পতিশোকানলে আত্মজীবন আহুতি প্রদানে সতীধর্ম্ম উজ্জ্বল করিল!

এই বিস্ময়কর সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যেই লণ্ডনের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর থ্রেলকে সঙ্গে লইয়া পতিব্রতা মধুরতাময়ী আত্মঘাতিনী 'সতী'কে দেখিতে আসিলেন। তিনি তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। লর্ড লিনডেনও সেখানে আসিয়া বিষ্ণাধরী-

কণ্ঠপরিভ্রষ্ট বর্দ্ধিতগৌরব হীরক-কণ্ঠহার দেখিয়া তাঁহারই বলিয়া চিনিতে পারিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে করোনারের আদাল সতীত্বের যাচাই হইল; করোনার রায় দিলেন, দুঃসহ প উন্মাদিনী হইয়া বিষভোজনে সতী ইহলোক ত্যাগ করিয়া সংবাদ পাঠ করিয়া দেশের লোক ধন্য ধন্য করিতে লাগি থিয়েটারে অভিনয় করিয়া যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল মরি দশগুণ খ্যাতি উপার্জ্জন করিল।

রিংউডের অনুচরবর্গের মধ্যে কয়েকজন কঠোর দণ্ডে দ আর কয়েকজনকে ওলন্দাজ গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করা হইল। অ পুলিশ হত্যার অপরাধে তাহাদের প্রতি চরম দণ্ডের আদেশ প্রদত্ত

আর দুই তিনজনের কথা বলিলেই আমাদের কাহিনী শেষ হয়

মিঃ ব্লেক ও ইন্স্পেক্টর থ্রেল রিংউডের স্বীকারোক্তির উপর নি রাল্ফ মেরিকের সহায়তা করায়, সে চুরীর অভিযোগ হইতে মুক্তি এবং মিলি উইলসনকে বিবাহ করিয়া সুখী হইল। মিঃ ব্লেকের লর্ড লিনডেন রাল্ফ মেরিককে তাঁহার জমীদারীতে একটী চাকর সুতরাং তাহাদের সংসার বেশ সুখেই চলিতে লাগিল।

লর্ড লিন্ডেনের পুত্র লর্ড মার্সডন যখন শুনিতে পাইল ' বিবাহিতা রমণী, প্রেমের অভিনয়ে তাহাকে প্রতারিত করিয়া আ পতিশোক সহ্য করিতে না পারিয়া বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এই উৎকট প্রণয়-ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিল! তাহার পর তা একটি লর্ডের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এখন সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বা

সম্পূর্ণ

রহস্যলহরীর ৬২নং উপন্যাস

রোজা না ভূত?

প্রকাশিত হইল।

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

Rebd. Coll. Late R.P. Gupta Through purchase

୮୯୧.୪୪-୬୨୨.୪"୮"
ରତ୍ନାସ୍ୟ
ଧ— (OR)